পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 260 Thursday, 21 August, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ২৬০ সংখ্যা ❋ ৪ ভাদ্র ১৪৩২, বৃহস্পতিবার, ২১ আগস্ট ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

লোকসভায় তিনটি সংবিধান সংশোধনী বিল পেশ অমিত শাহের

বিল ছিঁড়ে ছুড়ে মারলেন কল্যাণ সহ বিরোধী সাংসদরা

নয়াদিল্লি, ২০ আগস্টঃ উত্তাল লোকসভা। ১৩০তম সংবিধান সংশোধনী বিল পেশ করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এদিকে, এই বিলের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছে বিরোধীরা। বিরোধী মুখ্যমন্ত্রীদের পদ থেকে সরানোর ষড়যন্ত্র এটা, এমনটাই দাবি কংগ্রেসের। এই বিল অসংবিধানিক বলেই দাবি বিরোধীদের। লোকসভায় বিল পেশ হতেই বিরোধীরা হই-হট্টগোল শুরু করে। এমনকী অমিত শাহের দিকে বিলের কাগজও ছোড়ে বিরোধীরা। দুপুর তিনটে পর্যন্ত মুলতুবি হয়ে যায় লোকসভা। এ দিন কেন্দ্রের তরফে নতুন তিনটি বিল পেশ করা হয়। তিনটি বিল হল ১৩০তম সংবিধান সংশোধনী বিল, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল প্রশাসনিক সংশোধনী বিল, ও জম্মু-কাশ্মীর পুনর্গঠন বিল, ২০২৫। এর মধ্যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিল হল ১৩০তম সংবিধান সংশোধনী বিল, যেখানে বলা হয়েছে, গুরুতর ফৌজদারি অপরাধে প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী বা অন্য কোনও মন্ত্রী যদি আটক বা গ্রেফতার হন এবং টানা ৩০ দিন জেলবন্দি থাকেন, তবে ৩১ তম দিনে তাঁর মন্ত্রিত্ব পদ যাবে। বুধবার, ২০ আগস্ট লোকসভায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই বিল পেশ করেন। বিরোধীদের হই-হট্টগোলে অমিত শাহ আশ্বাস দিয়ে বলেন যে এই বিল যুগ্ম সংসদীয় কমিটিতে পাঠানো হবে, যেখানে বিরোধীরাও নিজেদের বক্তব্য, পরামর্শ

দিতে পারবেন। বিরোধীদের কড়া জবাব দিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ''আমরা এতটাও নির্লজ্জ হতে পারি না যে গুরুতর অপরাধমূলক অভিযোগ থাকার পরও সাংবিধানিক পদ দখল করে থাকব।'' এআইএমআইএম সাংসদ আসাউদ্দিন ওয়াইসি বলেন, ''বিজেপি সরকার গোটা দেশকে পুলিশ রাজ্য বানাতে চাইছে। এই বিল সংবিধান বিরোধী। কে প্রধানমন্ত্রীকে গ্রেফতার করবে? বিজেপি এই ধরনের বিলের মাধ্যমে গোটা দেশকে পুলিশ রাজ্যে পরিণত করার চেষ্টা করছে। বিজেপি ভুলে যাচ্ছে ক্ষমতা চিরস্থায়ী নয়।'' কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়ঙ্কা গান্ধি বঢ়রা বলেন, ''এটা দুর্নীতি বিরোধী পদক্ষেপ বলে জনতার চোখে পর্দা দিচ্ছে। আগামিকাল, মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে যেকোনও মামলা দিয়ে তাঁকে ৩০ দিনের জন্য গ্রেফতার করে রাখেন, তাহলে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিতে বাধ্য হবেন। এটা সম্পূর্ণ সংবিধান বিরোধী, অগণতান্ত্রিক ও দুঃখজনক।'' এ দিন অমিত শাহ বিল পেশ করতেই বিরোধী সাংসদরা বিক্ষোভ দেখান। তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় সহ একাধিক বিরোধী সাংসদরা বিলের কপি ছিঁড়ে ফেলেন এবং তা অমিত শাহের দিকে ছুড়ে মারেন। অন্যদিকে, অমিত শাহের সঙ্গে কংগ্রেস সাংসদ কেসি বেণুগোপালেরও তীব্র বচসা হয়। কংগ্রেস সাংসদ সোহরাবুদ্দিন শেখ ফেক এনকাউন্টার কেসে বিজেপি নেতার গ্রেফতারির প্রসঙ্গ তুলে আনেন। অমিত শাহের গ্রেফতারির প্রসঙ্গ টানলে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জবাব দেন, ''গ্রেফতার হয়ে ইস্তফা দিয়েছিলাম।''

‘বিরোধীদের এমন ধারায় মামলা দেওয়া হবে যাতে জামিন না হয়’! নতুন বিল প্রসঙ্গে বিমান

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ আগস্টঃ যে কোনও প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী বা মন্ত্রী যদি গুরুতর অপরাধের অভিযোগে টানা ৩০ দিন কারাবন্দি থাকেন, তবে ৩১তম দিনে তিনি পদচ্যুত হবেন। লোকসভায় এমনই বিল এনেছে কেন্দ্রীয় সরকার, যা নিয়ে আপাতত তোলপাড় জাতীয় রাজনীতি। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যাপাধ্যায়ও বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছেন। তিনি স্পষ্ট বলেছেন - এটি সম্পূর্ণ অসাংবিধানিক বিল। প্রস্তাবিত বিলে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, যে সব জনপ্রতিনিধি পাঁচ বছর বা তার বেশি কারাদণ্ডযোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত হয়ে একটানা ৩০ দিন হেফাজতে থাকবেন, তাঁদের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে। তবে মুক্তি পাওয়ার পর পুনরায় তাঁরা পদে ফিরে আসতে পারবেন। কিন্তু বিমান মনে করছেন, বিরোধী দলের নেতা-মন্ত্রীদের এমন ধারায় মামলা দেওয়া হবে যাতে তাঁরা জামিন না পান। তাঁর অভিযোগ, উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কেন্দ্রীয় সরকার এই বিল এনেছে। বিমান জানান, দেশে এমন বহু আইন রয়েছে যেখানে গ্রেফতার হলে জামিন পাওয়া মুশকিল। বিশেষ করে ইডি কাউকে গ্রেফতার করলে ৩০ দিন কেন, ৩০০ দিনেও কেউ জামিন পান না। এই প্রেক্ষিতেই কেন্দ্রীয় সরকারের ভাবনায় অবাক হয়েছেন বিধানসভার স্পিকার। তিনি বলেন, ''এসব ক্ষেত্রে অভিযুক্তদের সদস্যপদ যাবে না, কিন্তু তাঁরা মন্ত্রী হতে পারবেন না। কিন্তু সংসদের সদস্য হলে তাঁর মন্ত্রী হওয়ার অধিকার রয়েছে যদি তাঁর নাম সরকার প্রস্তাব করে। এই জায়গা কীভাবে কেন্দ্র মেক আপ করবে আমি জানি না।'' তাঁর স্পষ্ট কথা, বিরোধীদের চাপে ফেলতেই এই বিল আনা হয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিলের ইস্যুতে দাবি করেছেন - ভারতের গণতান্ত্রিক ইতিহাসে এক নজিরবিহীন আঘাত। এটি জরুরি অবস্থার চেয়েও ভয়ঙ্কর। শুধু তাই নয়, দেশের গণতন্ত্র ও ফেডারেল কাঠামোকে স্থায়ীভাবে ধ্বংস করার পথে একটি পদক্ষেপ। সেই সঙ্গে তিনি বড় করে ছবির মাধ্যমে বার্তা দেন, এটি গণতন্ত্রের কালো দিন ছাড়া কিছুই নয়। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মনে করেন এই বিল পিছন দিকে ফিরে যাওয়ার এক বিপজ্জনক ধাপ। যেখানে স্বাধীন আদালতের বদলে আইন চলে যাবে পক্ষপাতদুষ্ট গোষ্ঠীর হাতে। মুখ বন্ধ করে দেওয়া হবে বিচারিক পর্যবেক্ষণের, ভেঙে ফেলা হবে সাংবিধানিক সুরক্ষা। সব মিলিয়ে, পিষে ফেলা হবে জনগণের অধিকার।

প্রতি বছর দুর্গাপুজোর অনুদান নিয়ে মামলা হয়, বলল রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ আগস্টঃ দুর্গাপুজোর অনুদানকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা হয়েছিল। দ্রুত শুনানির আবেদন জানিয়ে বিচারপতি সুজয় পালের ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন আইনজীবী শামিম আহমেদ। সেই মামলা আদালতে ওঠে বুধবার (২০ আগস্ট)। সেখানে মামলাকারী ও রাজ্য সরকারের আইনজীবীর কথোপকথন একনজরে। আজ অর্থাৎ বুধবার দুর্গাপুজোর অনুদান মামলায় রাজ্যের দাবি, প্রতি বছর দুর্গা পুজোর আগে এই একই ইস্যুতে একটা করে মামলা করা হয়। আর পুজো মিটলে মামলাকারীদের আর জনগণের কথা মনে থাকে না। অপরদিকে, মামলাকারীর আইনজীবী জানান, সরকারি কোষাগারের টাকা এই ভাবে পুজোর নামে দান করা যায় না। বছর বছর এই অনুদানের পরিমাণ বাড়ছে। অথচ সরকার অন্যান্য জরুরি ক্ষেত্রে প্রাপ্য মেটাতে পারছে না। এই হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ এক রায়ে পুলিশের মাধ্যমে যাবতীয় খরচার হিসেব নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। বাস্তবে অনুদান বাবদ টাকা দেওয়া হলেও তার কোনও হিসেব কার্যত রাখা হয় না। উল্টে প্রতি বছর অনুদানের পরিমাণ বাড়ছে।

বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করতেই এই বিল

মন্ত্রীদের অপসারন বিল নিয়ে হুঙ্কার অভিষেকের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ আগস্টঃ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বুধবার লোকসভায় যে ১৩০তম সংবিধান সংশোধন বিল পেশ করেছেন তা নিয়ে এদিন দিনভর উত্তপ্ত থেকে লোকসভা। দিনের শেষে বিকেলে সাংবাদিক বৈঠক থেকে এ প্রসঙ্গে শাহকে উদ্দেশ্য করে বড় চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শাহের উদ্দেশে অভিষেকের সরাসরি চ্যালেঞ্জ, ''৩০ দিন নয়, ১৫ দিন সময় নিন। তৃণমূল সমর্থন করবে বিল। কিন্তু শর্ত একটাই-যদি অপরাধ প্রমাণ না হয়, তাহলে যিনি আটক করেছেন, সংশ্লিষ্ট আধিকারিককেও দ্বিগুণ সময় জেলে থাকতে হবে!'' শাহের ‘৫৬ ইঞ্চির ছাতি’ প্রসঙ্গ টেনে অভিষেকের কটাক্ষ, ''দম থাকলে চ্যালেঞ্জ অ্যাকসেপ্ট করুন। কিন্তু আপনারা তো গণতন্ত্রকেই ভয় পাচ্ছেন। বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করতেই এই বিল।'' বিলের মূল জনগণের সমস্যা নিয়ে এদের কোনও মাথাব্যথা নেই। জিনিসপত্রের দাম আগুন, কৃষক পাচ্ছেন না ফসলের দাম, সীমান্ত সুরক্ষা, বেকারত্ব- কোথাও সরকার কার্যকর নয়। অভিষেকের বক্তব্য, এই বিলের আসল উদ্দেশ্য দুর্নীতির মামলায় ফাঁসিয়ে বিরোধী দলের মুখ্যমন্ত্রীদের গদিচ্যুত করা। এ প্রসঙ্গে কেজরওয়াল, মণীশ শিসোদিয়া থেকে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়দের মিথ্যে মামলায় জেলে আটকে রাখার নজিরও টেনে আনেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। সুর চড়িয়ে অভিষেক বলেন, ''ইডি ৫৮৯২টি কেসে তদন্ত করেছে, মাত্র ৮টির নিষ্পত্তি। ০.৩ শতাংশ সফলতা। তাহলে উদ্দেশ্য কী? দুর্নীতি রোখা, না বিরোধীদের ধ্বংস করা?'' নিজের দাবির সপক্ষে পরিসংখ্যান তুলে ধরে অভিষেক বলেন, ''বিজেপির ২৮ জন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে মামলাও রয়েছে। এর মধ্যে ১৯ জনের বিরুদ্ধে খুন, নারী

প্রস্তাব-কোনও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রীকে যদি এক মাসের বেশি আটক রাখা হয়, তাহলে তাঁকে পদত্যাগ করতে হবে। এই নিয়েই তীব্র বিতর্ক। কংগ্রেস-সহ বিরোধীরা স্পষ্ট বলেছে, এই বিল আসলে বিরোধী মুখ্যমন্ত্রীদের গদিচ্যুত করার হাতিয়ার। লোকসভায় বিলের কপি ছিঁড়ে শাহের দিকে ছুড়ে দেন বিরোধীরা। রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অভিযোগ ঘিরে উঠেছে প্রবল প্রশ্ন। সেই সংঘর্ষের আঁচ গড়িয়ে এল সাংবাদিক বৈঠকেও। এদিন অভিষেকের বক্তব্যেও বারবার উঠে এসেছে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার ইঙ্গিত। অভিষেকের কটাক্ষ, ''৩০৩ থেকে ২৪০-তে নেমে এসেছে বিজেপি। ক্ষমতা হারানোর ভয়েই আজ এমন বিল আনা হচ্ছে। নির্যাতনের মতো গুরুতর অভিযোগ। তাও তো তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ নেই। শুভেন্দু অধিকারী কিংবা হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বিরুদ্ধেও কোনও পদক্ষেপ নেই। আমাদের জন্য এক আইন আর বিজেপির জন্য অন্য আইন? তাহলে কি এই বিল শুধু বিরোধীদের জন্য?'' বিজেপিকে তুলোধোনা করে তাঁর কটাক্ষ, ''মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিরোধী দলনেত্রী থাকাকালীনও টালির চালে থাকতেন আজও সেখানে থাকেন। আমরা তার কাছ থেকে নৈতিকতার পাঠ শিখব নাকি ৫০০ কোটির পার্টি অফিস করে যারা, সেই বিজেপি আমাদেরকে নৈতিকতার পাঠ দেবে?'' এখন দেখার অভিষেকের কড়া প্রতিক্রিয়া বা চ্যালেঞ্জের জবাবে পদ্মশিবির কী উত্তর দেয়।

‘গণতন্ত্র ধ্বংস করার চক্রান্ত!’

শাহর সংবিধান সংশোধনী বিলের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ মমতার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ আগস্টঃ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাবিত সংবিধানের ১৩০তম সংশোধনী বিলের প্রবল বিরোধিতা করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিতর্কের আবহে এ নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলেন, এটি ভারতের গণতান্ত্রিক ইতিহাসে এক নজিরবিহীন আঘাত। এটি জরুরি অবস্থার চেয়েও ভয়ঙ্কর। শুধু তাই নয়, দেশের গণতন্ত্র ও ফেডারেল কাঠামোকে স্থায়ীভাবে ধ্বংস করার পথে একটি পদক্ষেপ। এদিন মমতা সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, ''আমি ১৩০তম সংবিধান সংশোধনী বিলের কঠোর নিন্দা করছি। এই বিল শুধু গণতন্ত্র নয়, দেশের ফেডারেল কাঠামোর উপরেও শেষ আঘাত। এটি ‘অতি জরুরি অবস্থা’র চেয়েও ভয়ঙ্কর, যা ভারতের গণতান্ত্রিক যুগের অবসান ঘটাবে।'' সেই সঙ্গে তিনি বড় করে ছবির মাধ্যমে বার্তা দেন, এটি গণতন্ত্রের কালো দিন ছাড়া কিছুই নয়। এদিন প্রস্তাবিত বিলটিকে তিনি আখ্যা দেন ‘হিটলারি আক্রমণ’ বলে। তাঁর বক্তব্য, ''এই বিল বিচারব্যবস্থার স্বাধীনতা শেষ করে দিতে চাইছে। আদালতের সাংবিধানিক ভূমিকা কেড়ে নিয়ে গণতন্ত্রকে পঙ্গু করে দেওয়ার চক্রান্ত চলছে। যে আদালত নাগরিকের ন্যায়বিচারের ভরসাস্থল, সেই আদালতের ক্ষমতাই কেড়ে নেওয়া হচ্ছে।''

এখানেই শেষ নয়। তিনি আরও বলেন, ''এটি সংস্কার নয়, বরং পিছন দিকে ফিরে যাওয়ার এক বিপজ্জনক ধাপ। যেখানে স্বাধীন আদালতের বদলে আইন চলে যাবে পক্ষপাতদুষ্ট গোষ্ঠীর হাতে। মুখ বন্ধ করে দেওয়া হবে বিচারিক পর্যবেক্ষণের, ভেঙে ফেলা হবে সাংবিধানিক সুরক্ষা। সব মিলিয়ে, পিষে ফেলা হবে জনগণের অধিকার। একে আমি বিংশ শতকের সেই অন্ধকার অধ্যায়গুলির সঙ্গে তুলনা করছি, যা ফ্যাসিবাদী শাসনব্যবস্থাকে জন্ম দিয়েছিল।'' মঙ্গলবারই অমিত শাহ লোকসভার সচিবালয়ে একটি চিঠি পাঠিয়ে জানান, চলতি অধিবেশনে তিনটি বিল পাস করার জন্য উপস্থাপন করা হবে। সংবিধান (১৩০তম সংশোধনী) বিল, ২০২৫, জম্মু ও কাশ্মীর পুনর্গঠন (সংশোধনী) বিল, ২০২৫ এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল সরকার (সংশোধনী) বিল ২০২৫। বিল অনুযায়ী, যদি প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী বা মন্ত্রীরা পাঁচ বছর বা তার বেশি কারাদণ্ডযোগ্য কোনও অপরাধে অভিযুক্ত হয়ে ৩০ দিন টানা হেফাজতে থাকেন, তবে ৩১তম দিনে তাঁকে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে। এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী বা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে, গভর্নর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে এবং লেফটেন্যান্ট গভর্নর কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্যমন্ত্রীকে পদচ্যুত করার ক্ষমতা রাখবেন। এই প্রস্তাবের পরেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ, এই বিল ভারতের সংবিধানের মৌল কাঠামোকেই আঘাত করবে। ফেডারেল ব্যবস্থা, ক্ষমতার বিভাজন, বিচারিক পুনর্বিবেচনা- এগুলো এমন নীতি, যা সংসদও পরিবর্তন করতে পারে না। তাই এই বিল গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার জন্য ‘মৃত্যুর পরোয়ানা’ বলেও উল্লেখ করেন তিনি। তাঁর দাবি, ''সরকারের আসল উদ্দেশ্য হল এককেন্দ্রিক শাসন প্রতিষ্ঠা করা। এই বিল আসলে একদল-একব্যক্তি-এক সরকারের ব্যবস্থা কায়েম করার ষড়যন্ত্র।'' এটি সংবিধানের মৌল কাঠামোকে মাটিতে মিশিয়ে দেবে বলে অভিযোগ করে তিনি বলেন, ''ইডি, সিবিআইয়ের মতো সংস্থাগুলোকে অস্বাভাবিক ক্ষমতা দিয়ে নির্বাচিত রাজ্য সরকারগুলোর কাজে হস্তক্ষেপের রাস্তা খুলে দিচ্ছে কেন্দ্র।'' সুপ্রিম কোর্ট যাদের ‘খাঁচার তোতা’ বলেছিল, সেই সংস্থাগুলোকেই মানুষের রায়ের ওপরে বসানো হচ্ছে বলে সরাসরি আক্রমণ করেন তিনি। সবশেষে তিনি বলেন, ''এই বিল যে কোনো মূল্যে প্রতিরোধ করতে হবে। সংবিধান জনগণের, ক্ষমতাসীনদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। যদি জনগণের আদালত ও অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়, মানুষ কখনো ক্ষমা করবে না। এখনই গণতন্ত্র বাঁচাতে হবে।''

আটক নওশাদ সিদ্দিকি, পুলিশের বিরুদ্ধে উঠল নাকে ঘুষি মারার অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ আগস্টঃ ধর্মতলায় ধুন্ধুমার কাণ্ড। আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকির নেতৃত্বে বিক্ষোভ চলছিল সেখানে। সেই বিক্ষোভ হঠাতে গেলেই পুলিশের সঙ্গে প্রবল ধস্তাধস্তি শুরু হয় আইএসএফ কর্মীদের। তাঁদের সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন পুলিশ আধিকারিকরা। শুধু আইএসএফ কর্মী নন, পাশাপাশি বিধায়কের সঙ্গেও ব্যাপক তর্কে জড়ায় পুলিশ। চলছে ব্যাপক ধড়পাকড়। ইতিমধ্যেই আটক হয়েছেন নওশাদ। তাঁকে তোলা হয় প্রিজন ভ্যানে। বুধবার (২০ আগস্ট) নওশাদ সিদ্দিকির নেতৃত্বে আইএসএফ সংশোধিত ওয়াকফ আইন, এসআইআর-এর প্রতিবাদে পথে নামেন। তবে পুলিশের দাবি, এই মিছিলের অনুমতি তাদের কাছ নেয়নি আইএসএফ। এরপর মিছিল ধর্মতলার মেইন রোডের কাছে আসতেই শুরু পুলিশের তরফে মিছিল সরাতে বলা হয়। তবে তাতে রাজি হননি নওশাদ। কাছ পুলিশ আটকেই ব্যাপক ধড়পাকড় শুরু করে। তারপর আইএসএফ কর্মীরা ওয়াই চ্যানেলে বসে পড়েন ধরনায়। বেশ কয়েকজনকে আটকে করে পুলিশ। তাদের হাতে ছিল জাতীয় পতাকা। এরপর নওশাদকেও আটক করা হয়। ডিসি সেন্ট্রাল ইন্দিরা মুখোপাধ্যায় বলেন, ''আইএসএফ কোনও অনুমতি নেওয়া হয়নি। এখন ওঁকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'' এ দিকে, এ দিন নওশাদ দাবি তোলেন পুলিশ তাঁর নাকে মেরেছে। যদিও, ডিসি সেন্ট্রাল জানান, গোটা বিষয়টি তারা খতিয়ে দেখবেন। বুধবার নওশাদ পুলিশকে বলেন, ''কেন এমন করছেন। আমায় তো হাতমোড়া করতে চাইছেন...।

আমার মাথায় টুপি আছে বলে প্রতিবাদ করতে পারব না?'' এরপর এক পুলিশ আধিকারিক আটক করতে এলে পাল্টা নওশাদ বলেন, ''আপনার আইডি কার্ড দেখান।'' তিনি নিজেও এ দিন স্বীকার করে নেন যে এই মিছিলের জন্য পুলিশের কাছে অনুমতি নেননি। নওশাদের প্রশ্ন, ''আটক করে আটকে রাখতে পারবে না। ওয়াকফ নিয়ে প্রতিবাদ করতে পারব না? ওবিসি নিয়ে নাটক করছে। প্রতিবাদ করতে পারব না? পুলিশকে বললাম আমাদের সাইডে ব্যবস্থা করে দেন। পুলিশ বলল না পারব না। আমাকে পুলিশ ঘুষি মেরেছে। আসলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরএসএস-বিজেপি-কে দেখাবে বাংলায় ওয়াকফ বিরোধী আন্দোলন হচ্ছে না। গুড বুকে নাম তুলবেন সেই জন্য প্রতিবাদ করতে দিচ্ছেন না।'' বুকে ব্যথা নিয়ে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি নওসাদ সিদ্দিকি। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, মূহূর্তে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় ধর্মতলা চত্বর। পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়েন আইএসএফ কর্মী-সমর্থকেরা। বিক্ষোভে উত্তাল হয় গোটা এলাকা। ব্যারিকেড ভেঙে এগোনোর চেষ্টা হলে পুলিশ মিছিল আটকানোর চেষ্টা করে। শুরু হয় ধাক্কাধাক্কি। ঘটনাস্থলে তৎক্ষণাৎ পৌঁছায় বিশাল পুলিশবাহিনী।

নিয়োগ দুর্নীতিতে আদালতে আত্মসমর্পণের নির্দেশ মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহাকে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ আগস্টঃ প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহের বিরুদ্ধে দেওয়া চার্জশিটে অনুমোদন দিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। বুধবার আদালতে এমনটাই জানিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি। রাজ্যপালের অনুমোদন পাওয়ার পরই তৎপর ইডি। মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহাকে আগামী ১২ সেপ্টেম্বর ইডি আদালতে সশরীরে উপস্থিত থেকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইডি সূত্রে খবর, রাজ্যের প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্তে বলাগড়ের বহিষ্কৃত তৃণমূল যুবনেতা কুন্তল ঘোষের সূত্র ধরে চন্দ্রনাথের নাম উঠে আসে। তাঁর অ্যাকাউন্টে বিপুল পরিমাণ টাকার হদিশ মেলে। এই টাকার উৎস কী, সেটাই খতিয়ে দেখতে চাইছেন তদন্তকারীরা। চলতি মাসের শুরুতে কলকাতার বিশেষ সিবিআই আদালতে চন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা দেন

কেন্দ্রীয় তদন্তকারীরা। কিন্তু এতদিন বিষয়টি আটকে ছিল, কারণ রাজভবন থেকে চার্জশিটের অনুমোদনের নথি হাতে পাচ্ছিল না ইডি। আর তাতেই আটকে ছিল বিচারপ্রক্রিয়া। আদালতে ইডি দাবি করেছিল, রাজ্যপালের অনুমোদন না মেলায় সাক্ষীদের সাক্ষ্যগ্রহণ সম্ভব হচ্ছে না। দীর্ঘ সময় পর সেই জটিলতা কাটে, আর তারপরই তৎপর ইডি। রাজভবনের অনুমোদন মিলে যায়। এরপর মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহার বিরুদ্ধে বিচারপ্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যাওয়ায় আর কোনও বাধা থাকল রইল না ইডি-র কাছে। এর আগে দুবার ইডি-র তলব এড়িয়েছিলেন চন্দ্রনাথ সিনহা। দিন কয়েক আগে তদন্তকারীদের মুখোমুখি হন চন্দ্রনাথ। এবার আদালতে হাজিরার নির্দেশ।

‘ভারত রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কেনা বন্ধ করবে এটা আশা করি না’, ট্রাম্পের শুল্কের ‘পাল্টা চাল’ কী হবে, বলে দিলেন পুতিনের রাষ্ট্রদূতই

নয়াদিল্লি, ২০ আগস্টঃ রাশিয়ার থেকে তেল কেনায় ভারতের উপরে অতিরিক্ত ট্যারিফ বসাচ্ছে আমেরিকা। মার্কিন প্রেসিডেন্টের এই সিদ্ধান্তের পাল্টা জবাব রাশিয়ার। অতিরিক্ত শুল্কের কারণে আমেরিকায় রফতানি করতে যদি ভারতের সমস্যা হয়, তবে বিকল্প পন্থা অবলম্বনের পরামর্শ দিল রাশিয়া। বুধবার রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত রোমান বাবুশকিন বলেন, ''যদি আমেরিকার মার্কেটে ঢুকতে সমস্যা হয়, তবে ভারত তার পণ্য রাশিয়ায় রফতানি করতে পারে।'' চলতি মাসের শুরুতেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতের উপরে শুল্ক ২৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৫০ শতাংশ করে দেন এই যুক্তিতে যে ভারত রাশিয়ার থেকে তেল কিনছে। নয়া দিল্লি আমেরিকার এই সিদ্ধান্তকে অযৌক্তিক বলেই উল্লেখ করে। এ দিন নয়া দিল্লিতে এক সাংবাদিক বৈঠকে রাশিয়ান ডেপুটি চিফ অব মিশন রোমান বাবুশকিন বলেন, ''রাশিয়ার থেকে ক্রুড তেল কেনার জন্য ভারতের উপরে আমেরিকা যে চাপ সৃষ্টি করছে, তা অযৌক্তিক ও একপাক্ষিক। ভারতের জন্য কঠিন পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। তবে আমাদের সম্পর্কের উপরে আস্থা আছে। আমরা আত্মবিশ্বাসী যে বহিঃশক্তির চাপের পরও ভারত-রাশিয়ার শক্তি চুক্তি জারি থাকবে।'' তেল সরবরাহের প্রসঙ্গে তিনি

বলেন, ''রাশিয়া ভারতের বৃহত্তম তেল সরবরাহকারী। ভারতের চাহিদা দিনে দিনে বাড়ছে। এটা দুই পক্ষের চাহিদা পূরণের উদাহরণ। আমাদের দুই দেশেরই অর্থনীতিতে উন্নতি হচ্ছে। আমি নিশ্চিত যে এই সহযোগিতা আগামিদিনেও থাকবে।'' ভারতের পাশে দাঁড়িয়ে রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত বলেন, ''যদি পশ্চিমি দুনিয়া তোমার সমালোচনা করে, তাহলে বুঝবেন ঠিক কাজ করেছেন। ভারত তেল কেনা বন্ধ করলে, তা সমানুপাতিক বাণিজ্য হবে না। ভারত আমাদের কাছ থেকে তেল কেনা বন্ধ করবে, এটা আশা করি না। যাই-ই হোক, আমরা সব প্রতিবন্ধকতা সরিয়ে একসঙ্গে এগোতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'' রাশিয়ার রাষ্ট্রদূতের এই মন্তব্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ কারণ যখন ভারতকে তাদের পণ্য আমেরিকার বদলে রাশিয়ায় পাঠাতে বলা হচ্ছে, ঠিক তার আগেই হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লেভিট স্বীকার করে নিয়েছেন যে রাশিয়া থেকে তেল কেনার জন্যই ভারতের উপরে অতিরিক্ত শুল্ক বসিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সম্প্রতিই রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কথোপকথন নিয়ে বাবুশকিন বলেন, ''প্রধানমন্ত্রী মোদিজিকে প্রেসিডেন্ট পুতিন ফোন করে ইউক্রেনের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেছেন। এর অর্থ রাশিয়ার কাছে ভারত অনেক গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের পার্টনারশিপ আমাদের এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। আমরা বহু বছর ধরে এই স্যাংশনের সমস্যা দেখছি। তবে আমাদের বাণিজ্য বাড়ছে। সাম্প্রতিক সময়ে আমাদের বাণিজ্য ৭ গুণ বেড়েছে।''

দেশীয় বাজারে কমলো সোনা - রুপোর দর

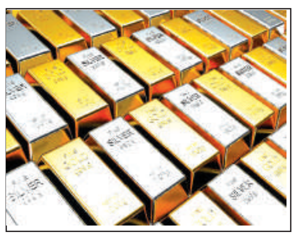

মুম্বই, ২০ আগস্ট ঃদেশীয় বাজারে বুধবার কমেছে সোনা ও রুপোর দাম । এদিন দিল্লিতে প্রতি কেজি রুপোর দাম কমে দাঁ।য়িছে ১,১৫, ১০০ লক্ষ টাকা। প্রতি ১০ গ্রামে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,০০,৩০০ লক্ষ টাকা ও ২২ ক্যারেট সোনার দাম ৯১,৯৫০ হাজার টাকা । মুম্বইতে প্রতি ১০ গ্রামে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,০০,১৫০ লক্ষ টাকা এবং ২২ ক্যারেট সোনার দাম ৯১,৮০০ হাজার টাকা। আহমেদাবাদে প্রতি ১০ গ্রামে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,০০,২০০ লক্ষ টাকা এবং ২২ ক্যারেট সোনার দাম ৯১,৮৫০ হাজার টাকা। চেন্নাইতে প্রতি ১০ গ্রামে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,০০,১৫০ লক্ষ টাকা এবং ২২ ক্যারেট সোনার দাম ৯১,৮০০ হাজার টাকা। কলকাতায় প্রতি ১০ গ্রামে ২৪ ক্যারেট সোনা ১,০০,১৫০ লক্ষ টাকা এবং ২২ ক্যারেট সোনা ৯১,৮০০ হাজার টাকা ।লখনউয়ে. প্রতি ১০ গ্রামে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,০০,৩০০ লক্ষ টাকা এবং ২২ ক্যারেট সোনার দাম ৯১,৯৫০ হাজার টাকা। এদিন পাটনায.প্রতি ১০ গ্রামে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,০০,২০০ লক্ষ টাকা ও ২২ ক্যারেট সোনার দাম ৯১,৮৫০ হাজার টাকা। জয়পুরে প্রতি ১০ গ্রামে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,০০,৩০০ লক্ষ টাকা এবং ২২ ক্যারেট সোনা ৯১,৯৫০ হাজার টাকা ।উল্লেখ্য, সোনার দাম একাধিক বিষয়ের উপর নির্ভর করে। এগুলির মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি হল আন্তর্জাতিক বাজার, ট্রেড সম্পর্ক, শুল্ক, আন্তর্জাতিক বাজারের অস্থিরতা, ইকুইটি, বন্ড, মার্কিন ডলার -সহ একাধিক মার্কেট এবং বিশ্বজুড়ে মুদ্রাস্ফীতির হার। এই বিষয়গুলির জেরে সোনার দামে ওঠানামা দেখা যায় মনে করা হয়।

খ্যাতনামা সাহিত্যিক জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর প্রতি শ্রদ্ধা মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ২০ আগস্ট ঃবুধবার খ্যাতনামা সাহিত্যিক জ্যোতিরিন্দ্র নঃদীর জন্মদিনে তাঁকে শ্রদ্ধা জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক্স হ্যান্ডেলে এক বার্তায় তিনি লেখেন, - খ্যাতনামা সাহিত্যিকের জন্মদিনে আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি। উল্লেখ্য, ১৯১২ সালে অধুনা বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলায় সে তাঁর মাতুলালয়েই জন্মগ্রহণ করেন। অবিভক্ত কুমিল্লার ব্রাহ্মণবেড়িয়ায় তাঁর বাল্যকাল ও কৈশোর জীবন কেটেছে। তাঁর ডাকনাম ছিল ধনু। পিতা অপূর্বচন্দ্র নন্দী ব্রাহ্মণবেড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয়েই শিক্ষকতা করতেন, তাঁর মায়ের নাম চারুবালা দেবী। অন্নদা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১৯৩০ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেছিলেন তিনি।প্রসঙ্গত, কলকাতায় মেট্রো রেলের অধীনে তাঁর নামাঙ্কিত এক স্টেশন রয়েছে।

পিএফএ'র বর্ষসেরা খেলোয়াড় হলেন সালাহ

লিভারপুল, ২০ আগস্ট ঃ গত মরসুমে লিভারপুলকে লিগ শিরোপা জেতাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন মহম্মদ সালাহ। করেছিলেন ২৯টি গোল, পাশাপাশি ১৮ গোলে সহায়তা দিয়েছিলেন তিনি। এই পারফরমেনসের পুরস্কার পেলেন সালাহ। তাকে আরেকটি 'প্রফেশনাল ফুটবলার্স অ্যাসোসিয়েশন (পিএফএ) বর্ষসেরা পুরস্কার দিল।মহম্মদ সালাহর আগে দুটি করে বর্ষসেরার পুরস্কার জিতেছেন রোনাল্ডো, থিয়েরি অঁরি, মার্ক হিউজ, অ্যালেন শিয়েরার, কেভিন ডি ব্রইনা এবং গ্যারেথ বেল।পুরস্কার জেতার পর মিশরীয় এই তারকা বলেছেন, 'মিশর থেকে এসে এক ব্যক্তি সর্বোচ্চ পর্যায়ের ফুটবল খেলে এই ইতিহাস গড়ল। এটি এমন কিছু, যা আমাকে গর্বিত করেছে।'এদিকে পুরুষ ফুটবলে অ্যাস্টন ভিলার মিডফিল্ডার মর্গান রজার্স উদীয়মান ফুটবলারের পুরস্কার পেয়েছেন। ইংল্যান্ড জাতীয় দলের এই ফুটবলার ভিলার হয়ে গত মরসুমে ৫৪ ম্যাচে করেছেন ১৪টি গোল।এদিকে মহিলাদের বর্ষসেরা খেলোয়া। হয়েছেন আর্সেনালের স্প্যানিশ মিডফিল্ডার মারিওনা কালদেন্তি। আর মহিলাদের উদীয়মান ফুটবলারের পুরস্কার জিতেছেন আর্সেনালের স্ট্রাইকার অলিভিয়া স্মিথ।

আক্রান্ত দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা তীব্র নিন্দা বিজেপির, আটক অভিযুক্ত

নয়াদিল্লি, ২০ আগস্ট ঃ আক্রান্ত হলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা। বুধবার সকালে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে ঢুকে হামলা চালায় এক অভিযুক্ত। মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তার সিভিল লাইন্সের বাসভবনে ঢুকে তাঁকে মারধর করার অভিযোগ উঠল যুবকের বিরুদ্ধে। আহত মুখ্যমন্ত্রীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই হামলার তীব্র নিন্দা করেছে বিজেপি। অভিযুক্তকে ইতিমধ্যেই পাকা।ও করা হয়েছে। দিল্লি পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।বুধবার সকালে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে সাপ্তাহিক 'জনশুনানি' চলাকালীন ঘটনাটি ঘটে। বিজেপির দাবি, হঠাৎ এক যুবক রেখার বাসভবনে ঢুকে একটি কাগজ দেওয়ার নাম করে মুখ্যমন্ত্রীর দিকে এগিয়ে যান। অভিযোগ, এর পরেই ওই যুবক চিৎকার করে গালিগালাজ করতে শুরু করে দেন। এর পরেই তড়িঘড়ি ওই ব্যক্তিকে আটক করেন মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তারক্ষীরা। বিভিন্ন সূত্রের দাবি, অভিযুক্ত যুবকের কাছে আদালত সম্পর্কিত কিছু নথি পাওয়া গিয়েছে। তাঁকে হেফাজতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে দিল্লি পুলিশ। ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে অতিরিক্ত পুলিশবাহিনীও মোতায়েন করা হয়েছে।দিল্লি বিজেপির প্রধান বীরেন্দ্র সচদেবা মুখ্যমন্ত্রীর উপর 'হামলার তীব্র নিন্দা করেছেন। তিনি বলেন, ' জনশুনানির সময় এক যুবক রেখার কাছে এসে কিছু কাগজপত্র দেখান। এর পরেই তিনি মুখ্যমন্ত্রীর হাত টেনে ধরেন। হাতাহাতিও হয়। সে সময় একটি টেবিলে ধাক্কা লাগে। ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছে কংগ্রেস ও আম আদমি পার্টি। এএপি নেত্রী তথা দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আতিশী মার্লেনা বলেন, ' উপর এই হামলা অত্যন্ত নিন্দনীয়। গণতন্ত্রে মতবিরোধ এবং প্রতিবাদ থাকবে, কিন্তু তাই বলে হিংসার কোনও জায়গা নেই। আশা করি দিল্লি পুলিশ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করবে।'' কংগ্রেস নেতা কে সি বেণুগোপাল বলেছেন, এটি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের ব্যর্থতা। যথাযথ তদন্ত হওয়া উচিত।

নিজেদের ব্যর্থতা আড়াল করতে ভারত-বিরোধী মন্তব্য করা পাকিস্তানের স্বভাবঃরণধীর জয়সওয়াল

নয়াদিল্লি, ২০ আগস্ট ঃ নিজেদের ব্যর্থতা আড়াল করতে ভারত-বিরোধী মন্তব্য করা পাকিস্তানের স্বভাব। এমনটাই মন্তব্য করলেন বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল। বৃহস্পতিবার প্রেস ব্রিফিংয়ে ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানি নেতৃত্বের মন্তব্য সম্পর্কে, বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেছেন, আমরা ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানি নেতৃত্বের বেপরোয়া, যুদ্ধ-প্ররোচনামূলক এবং ঘৃণ্য মন্তব্যের ধারাবাহিকতার রিপোর্ট দেখেছি। পাকিস্তানি নেতৃত্বের একটি সুপরিচিত পদ্ধতি হল, নিজেদের নিজেদের ব্যর্থতা আড়াল করার জন্য বারবার ভারত-বিরোধী বক্তব্য প্রচার করা। পাকিস্তানের উচিত নিজেদের বক্তব্য সংযত করা, কারণ যে কোনও দু ঃসাহসিক কাজের জন্য বেদনাদায়ক পরিণতি হবে, যেমনটি সম্প্রতি প্রদর্শিত হয়েছে।ইজরায়েল-প্যালেস্টাইন সংঘাত সম্পর্কে, বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেছেন, সংঘাতের বিষয়ে আমাদের অবস্থান স্পষ্ট এবং ধারাবাহিক। কোনও পরিবর্তন হয়নি। আমরা যুদ্ধবিরতি, সমস্ত পণবন্দিদের নিঃশর্ত মুক্তি, গাজার জনগণের জন্য মানবিক সহায়তা সরবরাহ অব্যাহত রাখার আহ্বান জানিয়ে আসছি এবং আমরা সমস্যা সমাধানের পক্ষে।ভারত-মার্কিন অংশীদারিত্ব সম্পর্কে, বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারত একটি বিস্তৃত বৈশ্বিক কৌশলগত অংশীদারিত্ব ভাগ করে নেয় যা অভিন্ন স্বার্থ, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং শক্তিশালী মানুষে মানুষে সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে তৈরি। এই অংশীদারিত্ব বেশ কয়েকটি পরিবর্তন এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করেছে, যেমনটি আমরা আগে বলেছিলাম এবং আমরা দুই দেশ যে বাস্তব এজেন্ডাটির প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তার উপর মনোনিবেশ করেছি এবং আমরা আশা করি যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং অভিন্ন স্বার্থের ভিত্তিতে সম্পর্ক এগিয়ে যাবে।বিদেশ মন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্করের রাশিয়া সফর সম্পর্কে রণধীর জয়সওয়াল বলেছেন, বাণিজ্য, অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত এবং সাংস্কৃতিক সহযোগিতা সংক্রান্ত ভারত-রাশিয়া আন্ত ঃসরকারি কমিশনের ২৬-তম অধিবেশনে যোগ দিতে বিদেশ মন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্করের মস্কো সফরের সম্ভাবনা রয়েছে। এটি এই মাসের শেষের দিকে হতে চলেছে। বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ অধিবেশনে যাবেন কিনা সে বিষয়ে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি।ভারত-চীন সীমান্ত বাণিজ্য সম্পর্কে রণধীর জয়সওয়াল বলেছেন, আমরা সমস্ত মনোনীত বাণিজ্য পয়েন্ট - যেমন উত্তরাখণ্ডের লিপুলেখ পাস, হিমাচল প্রদেশের শিপকি লা পাস এবং সিকিমের নাথু লা পাস - এর মাধ্যমে সীমান্ত বাণিজ্য পুনরায় শুরু করার সুবিধার্থে চিনা পক্ষের সাথে যোগাযোগ রেখেছি। যদি কোনও আপডেট থাকে, তাহলে আমরা আপনাদের অবহিত করব।

গুয়াহাটির সিপি ড. পার্থসারথি মহন্ত সহ অসমের ১৭ জন পুলিশ কর্মীকে রাষ্ট্রপতি পদক

গুয়াহাটি, ২০আগস্ট ঃ অসমের ১৭ জন পুলিশ অফিসারকে রাষ্ট্রপতি পদকের জন্য বাছাই করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে গুয়াহাটির পুলিশ কমিশনার (সিপি) আইপিএস ড. পার্থসারথি মহন্তকে রাষ্ট্রপ্রতির ' বিশিষ্ট পরিষেবা পদক', তিন অফিসারকে ' বিশিষ্ট পরিষেবা পদক' এবং ১৩ জনকে ' সার্ভিস'-এর জন্য প্রদান করা হবে ' বিশিষ্ট পরিষেবা পদক'।তাঁর অনুকরণীয় নেতৃত্ব এবং রাজ্য পুলিশে গতিশীল অবদানের জন্য মর্যাদাপূর্ণ রাষ্ট্রপতি পদক-এর জন্য গুয়াহাটির পুলিশ কমিশনার ড. পার্থসারথি মহন্তকে প্রদান করা হবে ' বিশিষ্ট পরিষেবা পদক'। এছাড়া স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে ঘোষিত অন্য ১৬ জন পুলিশ অফিসারকে তাঁদের বীরত্ব, পেশাদার উৎকর্ষতা এবং নিবেদিত পরিষেবার স্বীকৃতিস্বরূপ রাষ্ট্রপতি পদক দিয়ে সম্মাননা প্রদান করা হবে।গুয়াহাটির পুলিশ কমিশনার ড. পার্থসারথি মহন্ত ছাড়া ' বিশিষ্ট পরিষেবা পদক'-এর জন্য নির্বাচিত হয়েছেন তিন পুলিশ অফিসার যথাক্রমে আইজিপি সংযুক্তা পরাশর (আইপিএস), আইজিপি বিবেকরাজ সিং (আইপিএস) এবং কমান্ড্যান্ট জয়শ্রী খেরসা।এছাড়া অন্য যে সকল পুলিশ অফিসারকে ' সার্ভিস মেডেল' প্রদান করবেন রাষ্ট্রপতি তাঁরা যথাক্রমে স্পেশাল পুলিশ সুপার হৃদয়জি বর্মণ, স্পেশাল পুলিশ সুপার নোমাল মাহাত্তা, কমান্ড্যান্ট দেবাশিস বরা, কমান্ড্যান্ট টাবুরাম পেগু, ডিএসপি নির্মলচন্দ্র বিশ্বাস, ইন্সপেক্টর ললিত শইকিয়া, ইন্সপেক্টর ধ্রুব সারকি, সাব-ইন্সপেক্টর অখিলকুমার দাস, অ্যাসিস্টেন্ট কমান্ড্যান্ট নবীনচন্দ্র শর্মা এবং সাব-ইন্সপেক্টর রবীন্দ্র সিংহ।

নেতানিয়াহুর অতিরঞ্জনের প্রতি ইরানি এক্স ইউজারদের প্রতিক্রিয়া

বিশ্বসংবাদসংস্থা(ইরান)ঃ- ইরানের পানি সংকট সমাধানের জন্য ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রীর দাবি ইসলামী এই দেশটির জনগণের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে।ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু গত ১৩ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে হিব্রু গণমাধ্যমে প্রকাশিত একটি ভিডিওতে ইরানের জনগণকে উদ্দেশঃকরে বলেন .তোমাদের দেশ স্বাধীন হওয়ার সাথে সাথেই ইসরায়েলি পানি বিশেষজ্ঞরা ইরানের প্রতিটি শহরে তোমাদের পানি সমস্যা সমাধানের জন্য আসবেন। নেতানিয়াহুর এ বক্তব্যের পর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্স-এর গ্রাহক বা ইউজাররা বিভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। এখানে ওইসব প্রতিক্রিয়ার কিছু অংশ তুলে ধরছিঃঅতিরঞ্জনসোশ্যাল নেটওয়ার্ক এক্স-এর একজন ইউজার আলী ফারাহজাদি ইরান সম্পর্কে নেতানিয়াহুর অতিরঞ্জনের প্রতি একজন ইহুদি বসতি স্থাপনকারীর প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন। তিনি একজন জায়নিস্ট ব্যবহারকারীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেঃ ইরানের আক্রমণের ভয়ে আমরা এখনও ঘুমাতে ও খেতে পারছি না, আমাদের মন ভেঙে গেছে। আমাদের শোধনাগারগুলিতে আঘাত হানার পর, আমাদের জ্বালানি সংকট দেখা দিয়েছে। আমাদের আর লড়াই করার ইচ্ছা নেই, নেতানিয়াহু, ইরানের পানির পরিবর্তে, আমাদের স্নায়ুর কথা ভাবুন।মিথ্যাবাদী-আরেকজন ইউজার, রেজা নাসরি, ইরানি জনগণকে পানীয় পানি সরবরাহের বিষয়ে নেতানিয়াহুর দাবিকে মিথ্যা বলে অভিহিত করেছেন। তিনি লিখেছেনঃনেতানিযাহু এমনকি ইসরায়েলের জনগণকে সুপেয় পানি সরবরাহের ক্ষমতা সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলেন। সত্য হল যে অধিকৃত ফিলিস্তিনি অঞ্চলের পানি সম্পদের ওপর ইসরায়েলের পরিপূর্ণ দখলদারিত্ব রয়েছে, তারা ভাগ করা পাহাড়ি উৎস থেকে প্রায় ৮০-৮৫ শতাংশ নবায়নযোগ্য পানি সংগ্রহ করে নিজ দখলে রাখে, যার ফলে ফিলিস্তিনিদের জন্য একটি নগণ্য অংশ বাকি।নেতানিয়াহুর মিথ্যা দাবির বিপরীতে আসল সত্য হল, ইসরায়েলিরা যে পানি প্রচুর পরিমাণে পান করে তা ইসরায়েলি প্রযুক্তির ফসল নয় এটি এমন পানি যা ফিলিস্তিনিদের কাছ থেকে দখল করা হয়েছে।পানির অবস্থান-আবদুল্লাহ গাঞ্জি, একজন রাজনৈতিক কর্মী এবং সামাজিক নেটওয়ার্ক ইউজার, বিশ্বে ইসরায়েলি পানি নীতির বিষয়ে লিখেছেন, নেতানিয়াহু ইরানীদের পানি সংকট সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যেখানে পানি সংকটে ইসরায়েলের অবস্থান নবম এবং ইরানের অবস্থান ১৪তম। এর অর্থ হল ইহুদিবাদীদের অবস্থান ইরানের চেয়ে পাঁচ ধাপ খারাপ।গাজার মানুষ-মিলাদ ফারদ, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্স-এর একজন ইরানি ইউজার ইহুদিবাদী সরকারের আক্রমণে সৃষ্ট গাজার জনগণের ভয়াবহ পরিস্থিতির কথা তুলে ধরেছেন। তিনি লিখেছেনঃতারা পানি কেটে দিয়েছে, যাতে তৃষ্ণা আকাশের জন্য অজুহাত হয়ে ওঠে। গাজায, তারা রুটি এবং পানির সরবরাহ কেটে দিয়েছে, যাতে ক্ষুধা ও তৃষ্ণা বিস্মৃতির ভাষা হয়ে ওঠে... মায়েরা এখনও ধ্বংসস্তূপের মধ্যে অনুতাপ ও অস্থিরতা নিয়ে তাদের সন্তানদের সন্ধান করেন। পুনঃ পরিকল্পনা-অ্যাডাম নামধারী এক্স সোশ্যাল মিডিয়া কর্মী নেতানিযাহুর পদক্ষেপকে পরিকল্পনার পুনরাবৃত্তি বলে মনে করেন। তিনি লিখেছেনঃ অসাধারণ বিষয় হলো, নেতানিয়াহু দ্বিতীয়বারের মতো এই মনস্তাত্ত্বিক অভিযানটি পরিচালনা করছেন যা অতীতেও করেছেন, অতীতের দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি! ৮ বছর আগের কথা দিয়ে একজন সরল ও স্বল্প স্মৃতিসম্পন্ন দর্শককে ধোঁকা দেয়া যায়! অবশ্যই, পানি একটি অজুহাত, এবং এই একই খেলার পুনরাবৃত্তির লক্ষ্য হলো ইরানের রাস্তায় বিশৃঙ্খলা বা নৈরাজ্য সৃষ্টির উস্কানি- ১২ দিনের যুদ্ধে তিনি যা অর্জন করতে পারেননি! ফিলিস্তিনিদের কাছ থেকে চুরি-রাজনৈতিক কর্মী ও সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারী ফুয়াদ ইজাদি ফিলিস্তিনি পানি-সম্পদ চুরির বিষয়টি তুলে ধরেছেন, যা ইহুদিবাদী সংবাদপত্র হারেজে উল্লেখ করা হয়েছিল। তিনি টুইট করে ইহুদিবাদী সংবাদপত্র হারেজের শিরোনাম প্রকাশ করেন, যেখানে বলা হয়, ফিলিস্তিনিদের কাছ থেকে চুরি করা পানি সম্পর্কে ইসরায়েল সত্য বলতে অক্ষম, এবং লিখেছেন নেতানিয়াহু বলেছেন যে ইরানের সরকার উৎখাত হলে ইসরায়েল ইরানের পানি সমস্যা সমাধান করবে। শিশু হত্যাকারী এই নোংরা লোকটি বছরের পর বছর ধরে ফিলিস্তিনি ভূমি থেকে পানি চুরি

ছবি বয়কটের ডাক দিয়ে কটাক্ষের মুখে বামপন্থী ছবিপ্রেমী

কলকাতা,২০আগস্ট ঃ সদ্য আলোচনায় আসা একটি ছবি বয়কটের ডাক দিয়ে নেটনাগরিকদের তোপের মুখে প।ছেন বামপন্থী শৈবাল মিত্র।সামাজিক মাধ্যমে শৈবালবাবু ব। হরফে লিখেছেন, সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নির্ভর একটি চলচ্চিত্র নাকি মুক্তি পেতে চলেছে। ছবিটিকে বযকট করুন। মঙ্গলবার বেলা পৌনে ১১টা পর্যন্ত এতে ১০২টি প্রতিক্রিয়া এসেছে। শুরু হয়েছে বিতর্ক।সুরজি দাশগুপ্ত লিখেছেন, শৈবাল বাবু, আপনি কি ছবিটি দেখেছেন? আপনার সাম্প্রতিক ছবিটি নিয়ে কেউ যদি এরকম মন্তব্য করেন তাকে স্বাগত জানাবেন তো? ছবিটি না দেখেই বযকট করতে বলছেন। জঘন্য কিছু হলে জনগণ এমনিতেই ছুঁড়ে ফেলে দেবে। তার জন্য জনমত জোগাড় করতে হবে না।অরূপ রায় লিখেছেন, সিনেমা ভালো কি খারাপ জনগণ বিচার করবে, কোনো পার্টি করা লোক নয়, শুধু আপনি আমি ও না !!কৌশিক রঞ্জন খান লিখেছেন, সবই দেখা উচিত। মতামত গঠনে দৃঢতা আসে। সুশান্ত পাল লিখেছেন, আপনি ফতোয়া জারি করার কে মশাই? এটাও তো একধরনের ফ্যাসিজম।অর্ণব রায় লিখেছেন, Great Calcutta Killing কি মিথ্যে? ১৬ই আগস্ট ১৯৪৬, কলকাতার রাস্তায় হিন্দু হত্যার যে নরকীয় তাণ্ডব চলেছিল, সেটাই ইতিহাসে Direct Action Day ¤à The Great Calcutta Killing নামে পরিচিত। এটা ইতিহাস, কোনো কল্পকাহিনি নয়।এই সত্য ঘটনাকে ভিত্তি করেই তৈরি হয়েছে The Bengal Files। ছাড়পত্র দিয়েছে CBFCú তাহলে সিনেমার ট্রেলার নিয়ে এত ভয় কেন?সত্য ইতিহাসকে তুলে ধরতে গেলে কেন ভয় পায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও প্রশাসন?কলকাতার মতো শহরে যদি একটা সিনেমার ট্রেলার লঞ্চও আটকানো হয়, তবে এটাই কি গণতন্ত্রের উদাহরণ?মাননীয়া যতই চেষ্টা করুন না কেন, সত্যকে আটকানো যাবে না। আজ যারা এই সিনেমার কথা জানতেন না, আজকের পর তারা জানবেন। সিনেমা হলে আটকালে OTT-তে আসবে, মানুষের হাতে হাতে মোবাইল আছে- The Bengal Files পৌঁছে যাবে প্রত্যেকের কাছে।যারা প্রতিদিন বাক স্বাধীনতা আর শিল্পের স্বাধীনতা নিয়ে বড় বড় বুলি কপচান, সেই তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা আজ কোথায়? এখন কেন মুখে তালা মেরে বসে আছেন? হিন্দু হত্যা ইতিহাস কেউ মুছে দিতে পারবে না। The Bengal Files বন্ধ করতে চাইলে তার জবাব দেবে মানুষই।বিরোধিতাও রয়েছে। দ্বিপান্বিতা রায় লিখেছেন, বযকট করাই উচিত। বয়কটের সিদ্ধান্তে প্রতিবাদ থাকে। বিপ্লব পাল লিখেছেন, তবে ছবিটা দেখার প্রয়োজন পরে না বিষয় বস্তু কি হবে তা বুঝেই নেওয়া যায়। এটা বিভ্রান্তি ছড়াবার জন্য একটা প্রোপাগান্ডা ফিল্মের বাইরে কিছু নয় না দেখেই অনুমান করা যায়। ফ্যাসিস্ট শক্তি যে কাজ করে তাই হচ্ছে। ২০২৬ এর আগে এই ধরণের আরও কিছু ছবি বাজারে এলে অবাক হবার কারণ থাকবে না। সুরজি দাশগুপ্ত লিখেছেন, চমৎকার ! তাহলে তো মিটেই গেলো। সমালোচনা করতে ছবি দেখার কোনো প্রয়োজন নেই। আসুন , গলা জড়িয়ে সবাই গালা গালি শুরু করি বলে জানা গেছে আজ।

প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে মনোনয়ন পেশ রাধাকৃষ্ণণের, প্রতিদ্বন্দ্বিতা সুদর্শন রেড্ডির সঙ্গে

নয়াদিল্লি, ২০ আগস্ট ঃ উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন পত্র পেশ করলেন এনডিএ পদপ্রার্থী সি পি রাধাকৃষ্ণণ। বুধবার সকালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জে পি নাড্ডা, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-সহ আরও অনেকের উপস্থিতিতে মনোনয়ন পেশ করেছেন সি পি রাধাকৃষ্ণণ। মনোনয়ন পেশের পর প্রধানমন্ত্রী তাঁকে অভিনন্দন জানান।দেশের উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রার্থী দিয়েছে বিরোধীদের 'ইন্ডি' জোট। সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ৭৯ বছরের বালাকৃষ্ণ সুদর্শন রেড্ডি হলেন বিরোধীদের প্রার্থী। উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে সি পি রাধাকৃষ্ণণ ও বালাকৃষ্ণ সুদর্শন রেড্ডির মধ্যে হবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

দিল্লির ৫০-টিরও বেশি স্কুলে বোমার হুমকি, বিষেশ তৎপরতা পুলিশের

নয়াদিল্লি, ২০ আগস্ট ঃবোমার হুমকি পেল দিল্লির ৫০-টিরও বেশি স্কুল। ইমেলের মাধ্যমে এসেছে এই হুমকি। বুধবারের এই হুমকি ইমেলের পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ তৎপর হতে দেখা গিয়েছে দিল্লি পুলিশকে।বুধবার সকালে প্রথমে জানা যায়, নজফগড়ের একটি স্কুল এবং মালব্য নগরের আরেকটি স্কুলে ইমেলের মাধ্যমে বোমা হামলার হুমকি দেওয়া হয়েছে। এরপরই দিল্লি পুলিশ জানায়, এমন হুমকি পেয়েছে ৫০-টির বেশি স্কুল। কারোল বাগের প্রসাদ নগরের অন্ধ্র এডুকেশন স্কুলেও হুমকি দেওয়া হয়। প্রতিটি স্কুলে তল্লাশি চালানো হয়, তবে সন্দেহজনক কিছুই পাওয় যায়নি।

বৃহস্পতিবার উসেইন বোল্ট-এর জন্মদিন

জ্যামাইকা, ২০ আগস্ট ঃ উসেইন সেন্ট লিও বোল্ট ২১ আগস্ট, ১৯৮৬ সালে জ্যামাইকার ছোট্ট শহর ট্রিলনি পারিশের শেরউড কনটেন্ট এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন এই প্রাক্তন কিংবদন্তি বিশ্বসেরা দৌড়বিদ। তিনি পাঁচবার বিশ্বরেকর্ড গড়েন। এছাড়াও, তিনবার অলিম্পিক স্বর্ণপদক জয় করেন।তিনি ১০০ মিটার, ২০০ মিটার এবং দলীয় সঙ্গীদেরকে নিয়ে ৪Î১০০ মিটার রীলে দৌড়ে বিশ্বরেকর্ড ও অলিম্পিক রেকর্ডের অধিকারী।তিনি ১০০ মিটার দৌড় ৯.৫৮ সেকেণ্ডে এবং ২০০ মিটার দৌড় ১৯.১৯ সেকেণ্ডে শেষ করেছেন। বোল্ট নিজের করা বিশ্বরেকর্ড ২০১০ সালে ভেঙ্গে ফেলেন। তিনি ২০১২ সালের লন্ডন অলিম্পিক গেমসে অংশগ্রহণ করেছেন। ২০১৬ সালের রিও অলিম্পিকে ৯ টি সোনা জয় করেন ।বিশেষজ্ঞ থেকে ক্রীড়াপ্রেমী সকলেই মনে করেন বোল্ট বিশ্বের সর্বকালের দ্রুততম মানবড়এক নজর বোল্টের অনন্য কীর্তিঃতিনবার ২০০ মিটার স্প্রিন্ট জয়ী প্রথম অ্যাথলেট উসেইন বোল্ট। দুইবার করে জিতেছেন যুক্তরাষ্ট্রের মাইকেল জনসন ও ক্যালভিন স্মিথদুইবার ১০০ ও ২০০ মিটারের ' ডাবল জয়ের একমাত্র কীর্তি৫টি ব্যক্তিগত স্বর্ণ জিতে বোল্ট স্পর্শ করেছেন কার্ল লুইস ও কেনেনিসা বেকেলেকে। মাইকেল জনসন ও সের্গেই বুবকা অবশ্য এগিয়ে। এরা জিতেছেন ৬টি করে ব্যক্তিগত স্বর্ণপদক।৮টি স্বর্ণ জয়ের বিরল রেকর্ড। এই রেকর্ডে বোল্টের সঙ্গী কার্ল লুইস ও মাইকেল জনসন। কার্ল লুইস তিনটি বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নিয়ে জিতেছিলেন ৮টি স্বর্ণ। মাইকেল জনসনকে ৮টি স্বর্ণ জিততে খেলতে হয়েছিল ৫টি আসর। মস্কোতে ৩টি স্বর্ণ জিতে উসেইন বোল্ট স্পর্শ করেছেন এই দুজনকে। মেয়েদের মধ্যে অবশ্য ৮টি স্বর্ণ আছে মার্কিন স্প্রিন্টার অ্যালিসন ফেলিক্সের।টানা তিন বার বর্ষসেরাঃউসেইন বোল্ট সর্বমোট পাঁচ বার বর্ষসেরা অ্যাথলেট (পুরুষ) হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। ২০০৮, ২০০৯, ২০১১, ২০১২ ও ২০১৩ এই পাঁচ বছর তিনি বর্ষসেরার পুরস্কার জয় করেন।সম্মাননাঃ ২০০৯ ও ২০১০ সালে তিনি লরিয়াস বছরের সেরা বিশ্ব খেলোয়াড় পুরস্কার লাভ করেনঃআইএএএফ বছরের সেরা বিশ্ব অ্যাথলেটঃ২০০৮-২০০৯ ।বছরের সেরা ট্র্যাক এন্ড ফিল্ড অ্যাথলেটঃ২০০৮-২০০৯লরিয়াস বছরের সেরা বিশ্ব খেলোয়াড় পুরস্কারঃ২০০৯-২০১০বিবিসি বহিঃর্বিশ্ব বছরের সেরা ক্রীড়াব্যক্তিত্বঃ২০০৮-২০০৯

বুধবার অপরিবর্তিত পেট্রোল-ডিজেলের দর

নয়াদিল্লি, ২০ আগস্ট ঃ ভারতের তেল বিক্রয়কারী সংস্থাগুলি বিশ্ব বাজারে অপরিশোধিত তেলের দামের উপর ভিত্তি করেই পেট্রোল ও ডিজেলের দাম নির্ধারণ করে। দেশীয় বাজারে বুধবার পেট্রোল - ডিজেলের দাম অপরিবর্তিত রইলো।এদিন দিল্লিতে প্রতি লিটারে পেট্রোলের দাম ৯৪.৭৭ টাকা ও ডিজেলের দাম ৮৭.৬৭ টাকা । কলকাতায় লিটার প্রতি পেট্রোলের দাম ১০৫.৪১ টাকা ও ডিজেলের দাম ৯২.০২ টাকাই বহাল রইলো। মুম্বইতে প্রতি লিটার পেট্রোলের দাম ১০৩.৫০ টাকা, ডিজেলের দাম ৯০.০৩ টাকা । চেন্নাইয়ে প্রতি লিটার পেট্রোলের দাম ১০০.৮০ টাকা, ডিজেলের দাম ৯২.৩৯ টাকা

অস্ত্রসহ একাধিক দুস্কৃতি গ্রেফতার জীবনতলায়

জয়নগরঃআবার পুলিশের বড়সড় সাফল্য।গত সোমবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বারুইপুর পুলিশ জেলার জীবনতলা থানার ঘুটিযারী শরীফ ক্যাম্পের এস আই সুকুমার রুইদাস সহ পুলিশের বিশেষ টিম ঘুটিযারী শরীফ হাসপাতালের কাছ থেকে একসাথে ১৮- ২০ জনকে জটলা করতে দেখে তাদেরকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে এবং সন্দেহ হওয়ায় তাদের তল্লাশি করে তাদের কাছ থেকে অস্ত্র উদ্ধার হয়।আর তার পরেই তাদের গ্রেপ্তার করে।ধৃতরা হল -হাবিব লস্কর (২৪),বাড়ি জীবনতলার দক্ষিণ মাখালতলা গ্রামে। সোহেল মোল্লা (১৫) বাড়ি দক্ষিণ মাখালতলা গ্রামে।আকবর মোল্লা (১৯), বাড়ি দক্ষিণ মাখালতলা গ্রামে।আফসার মোল্লা,বাড়ি বাঁশরা গ্রামে।সহিদ এস কে (২০বছর), বাড়ি দক্ষিণ মাখালতলায়।তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে একটি স্বয়ংক্রিয় সাত মিমি ফায়ার আর্মস, একটি ভিভো মোবাইল, চার রাউন্ড সাত মিমি লাইভ অ্যাম্যুনিশন, একটি কালো রঙের মোবাইল, একটি স্কাই কালার মোবাইল ও একটি লোহার রড।ধৃতদের মঙ্গলবার আলিপুর আদালতে পেশ করা হয়।ধৃতদের নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্তের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় পুলিশ।

রাশিফল

মেষঃকর্মজীবনে উন্নতির যোগ। আর্থিক দিক থেকে কিছুটা সচ্ছলতা থাকবে। পারিবারিক জীবনে শান্তি বজায় থাকবে। স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল রাখুন। বিশেষ করে খাদ্যাভ্যাসে। বিদ্যার্থীদের জন্য দিনটি শুভ। কাজের যোগ হবে।

বৃষঃ পারিবারিক কারণে চিন্তা বাড়তে পারে। ঋণের আবেদন আজ মঞ্জুর হতে পারে। কর্মপ্রার্থীরা নতুন চাকরির সন্ধান পেতে পারেন। সন্তানের কারণে আজ অর্থ ব্যয় হতে পারে। হাড়ের সমস্যায় কষ্ট পেতে পারেন। ব্যবসায় পরিশ্রম করলে সাফল্য আসবে। শুভদিন।

মিথুনঃ ছোটখাটো স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দিতে পারে। মানসিক শান্তির জন্য মেডিটেশন করুন। গাড়ি চালকেরা সাবধানতা অবলম্বন করুন। ভ্রমণের পরিকল্পনা থাকলে তা বাতিল করুন। গাঁটের ব্যথায় কষ্ট পাবেন। সংসারে শান্তি যোগ।

কর্কট রাশি ঃ আজ ধর্মীয় কাজে মন আকৃষ্ট হতে পারে। পড়াশোনায় সাফল্য আসবে। উপকারের প্রতিদান আজ আপনি নাও পেতে পারেন। যৌথ বা অংশীদারি ব্যবসা আজ লাভজনক হবে। কর্মক্ষেত্রের গুরুদায়িত্ব আপনার কাঁধে আসতে পারে। ন্যায্য প্রাপ্তিতে দেরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।। বিবাহের যোগ।

সিংহঃকর্মক্ষেত্রে আপনার গুরুত্ব বাড়বে। তবে মানসিক চাপ বাড়তে পারে, তাই মেডিটেশন বা যোগাভ্যাস করতে পারেন।

কন্যা ঃউচ্চরক্তচাপ ও রক্তপাত সংক্রান্ত দৈহিক কষ্ট ভোগের যোগ রয়েছে। জমানো টাকা খরচ হয়ে যেতে পারে। অফিসে অধস্তন কর্মীর সঙ্গে বচসায় জড়াতে পারেন।

তুলাঃ প্রেমের সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝি এড়িয়ে চলুন। পরিবারে কারও সঙ্গে মতভেদ তৈরি হতে পারে। বিবাদ এড়িয়ে চলুন। নিজের রাগকে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করুন। ব্যবসায় লাভের মুখ দেখবেন।

বৃশ্চিকঃআইনি বিবাদ মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রেমের সম্পর্ক তিক্ত হতে পারে। সন্তানের চিন্তায় উদ্বিগ্ন থাকবেন। নতুন বাড়ি নির্মাণের যোগাযোগ হতে পারে।

ধনুঃকর্মক্ষেত্রে কিছু সমস্যা আসবে। ধৈর্য ধরে কাজ করুন। পারিবারিক দায়িত্ব বৃদ্ধি পাবে। সন্তানের জন্য উদ্বেগ দেখা দেবে। বিদ্যার্থীরা উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ পাবেন।

মকরঃ কর্মস্থলে পরিশ্রম বাড়বে। অপ্রত্যাশিত খরচ বাড়তে পারে। কারও সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আইনি সমস্যায় জর্জরিত হওয়ার আশঙ্কা।।

কুম্ভঃ আবেগের বশে কোনও কাজ করে আজ অনুতপ্ত হতে পারেন। আত্মীয়দের প্ররোচনায় সংসারে সাময়িক অশান্তি হতে পারে।

মীনঃ উচ্চশিক্ষার জন্য ভালো সুযোগ আসবে। আর্থিক লাভ হবে। আপনার কোনও পূর্ব পরিকল্পনা আজ সফল হবে। ভ্রমণের যোগ রছেছে। কোমরের ব্যথায় কষ্ট পাবেন। সন্তানের জন্য পরিবারে শান্তি ও

আবহাওয়া

প্রত্যক্ষ নয় বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপের পরোক্ষ প্রভাব পড়ছে বঙ্গে, আর তাই বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টিও হচ্ছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। বুধবার সকালেও শহর ও শহরতলি ছা।াও, বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টিপাত হয়েছে। বৃষ্টির দরুণ আবহাওয়া স্বস্তিদায়ক, তবে মাঝেমধ্যে ভ্যাপসা গরমও অনুভূত হচ্ছে। বুধবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে সামান্য বেশি।আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, নিম্নচাপের প্রভাব না পড়লেও সাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প প্রবেশ করছে স্থলভাগে। মৌসুমী অক্ষরেখাও সরে এসেছে পশ্চিমবঙ্গের দিকে। তার জেরে গোটা রাজ্যেই বৃষ্টির পরিমাণ বৃদ্ধির পূর্বাভাস রয়েছে। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বেশির ভাগ জেলায় আগামী শনিবার পর্যন্ত ঝড়-বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। কোনও কোনও জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। আগামী বৃহস্পতিবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের আট জেলাতেই ঝড়-বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পাশাপাশি ওই জেলাগুলিতে ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিতে ঝোড়ো দমকা হাওয়া বইতে পারে।। মঙ্গলবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৩ ডিগ্রি বেশি।তাপমাত্রা- ৩১ ডিগ্রী সেলসিয়াস। সর্বনির্ম্ন- ২৫ ডিগ্রী সেললিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯১ শতাংশ এবং ৮৮সর্বনিম্ন শতাংশ হয়। বৃষ্টিপাত হয়েছে ১৫.১ মিলিমিটার পর্যন্ত মনে করা হয় ।জোয়ার-সকাল ০৬টা ৫০মিনিট এবং রাত ১১টা ৫০মনিট। ভাটা-দুপুর ০১টা ৫০মনিট এবং রাত ১০টা ৫০মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ০৭মিনিটে এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ০৩মিনিটে ।

ব্যস্ত সময় আংশিক ব্যাহত মেট্রো পরিষেবা, ভোগান্তিতে যাত্রীরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ আগস্ট ঃ নেতাজি ভবন ও যতীন দাস পার্কে মেট্রোর সুড়ঙ্গে জল ঢুকে যাওয়ায় ব্যস্ত সময়ে আংশিক ব্যাহত হয় পরিষেবা। প্রবল ভোগান্তির শিকার হন যাত্রীরা। প্রায় ১ ঘণ্টা পর ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয় পরিষেবা। বুধবার সকাল ১১ টা বেজে ২০ মিনিট নাগাদ যতীন দাস পার্ক ও নেতাজি ভবনের মাঝে সুড়ঙ্গে জল ঢুকে যায়। সঙ্গে সঙ্গে মেট্রো পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়। এদিকে অফিস টাইম হওয়ায় হুড়মুড়িয়ে স্টেশনে বাড়তে থাকে ভিড়। খবর দেওয়া হয় ইঞ্জিনিয়ারদের। মেট্রোরেল সূত্রে খবর, কীভাবে সুড়ঙ্গে জল ঢুকল তা এখনও স্পষ্ট নয়। ইঞ্জিনিয়াররা ঘটনাস্থলে যান। পাম্প করে জল বের করে দেওয়া হয়। যত দ্রুত সম্ভব পরিষেবা পুরোপুরি স্বাভাবিক করার চেষ্টা করা করা হয়।

কর্মসংস্থানকে নয়, রাজ্য ভিক্ষুকদের স্বাগত জানায়, কটাক্ষ তথাগতর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ আগস্ট ঃ পশ্চিমবঙ্গ কর্মসংস্থানকে স্বাগত জানায় না, বরং ভিক্ষুকদের স্বাগত জানায়। সামাজিক মাধ্যমে এই কটাক্ষ করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।তিনি বুধবার এক্সবার্তায় এই সঙ্গে লিখেছেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্যে নতুন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের জন্য সমস্ত অনুপ্রেরণামূলক সুযোগ প্রত্যাহার করেছে। কারণ দরিদ্রদের সাহায্যের জন্য অর্থের প্রয়োজন। একটি ভিডিওতে এ ব্যাপারে বিশদ আলোচনা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে নতুন নতুন শিল্পনীতি আসে। কিন্তু শিল্প আসেনা।সেটি যুক্ত করে তথাগতবাবু ওপরের মন্তব্য করেছেন।

কুলতলিতে নাবালিকাকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ, ধৃত প্রতিবেশী

দুরন্তববার্তা, কুলতলি, ২০ আগস্ট ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলি থানার পুলিশ নাবালিকাকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে। ধৃতের নাম হাবিবুল্লাহ পিয়াদা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে। বুধবার তাকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে তোলা হবে। নাবালিকার শারীরিক পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে এবং গোপন জবানবন্দি নথিভুক্ত করার জন্য আদালতে আবেদন জানানো হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ। অভিযোগ উঠেছে, প্রতিবেশী হাবিবুল্লাহ দিনের পর দিন ওই নাবালিকাকে যৌন নির্যাতন করত। ধৃতের স্ত্রী অসুস্থ হওয়ায় গৃহস্থালির কাজে সাহায্য করতে নাবালিকা তার বাড়িতে যেত। সেই সুযোগেই শারীরিক অত্যাচার চালানো হত বলে অভিযোগ। নির্যাতিতা বিষয়টি তার মাসিকে জানায়। এরপরই পরিবারের পক্ষ থেকে কুলতলি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগের ভিত্তিতেই পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে মঙ্গলবার রাতে। তবে ধৃত দাবি করেছে, তাকে মিথ্যে মামলায় ফাঁসানো হয়েছে।

সুদীপ্ত-দেবযানী বেকসুর খালাস, প্রতিবাদী বাম অভিনেতা দেবদূত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ আগস্ট ঃ ২০১৩ সালের আর্থিক প্রতারণা সংক্রান্ত তিনটি মামলায় বেকসুর খালাস পেয়েছেন সুদীপ্ত সেন ও দেবযানী মুখোপাধ্যায়। বুধবার এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন বাম অভিনেতা দেবদূত ঘোষ। সামাজিক মাধ্যমে সারদাকাণ্ডে সাধারণ মানুষের আত্মহত্যার মতো সেই মর্মান্তিক ঘটনা উৎসকে প্রতিবাদের সুর চড়ালেন তিনি। দেবদূত বড় হরফের লেখায় সাধারণের উদ্দেশে জানতে চেয়েছেন, 'সারদা চিটফান্ড মামলায় কতজন এজেন্ট যেন আত্মহত্যা করেছিলেন??? মনে আছে?.....মূল চক্রী দুজন হাসতে হাসতে কোর্ট থেকে বেরচ্ছে দেখলাম... বেকসুর খালাস! পোস্ট করার চার ঘন্টা বাদে বুধবার বেলা আড়াইটায় ৫২টি প্রতিক্রিয়া এসেছে। দীপক সর্বজ্ঞ লিখেছেন, এরা দুইজন ছিল শিখণ্ডী, আসল মাথারা এখন নেতা, মন্ত্রী হয়ে সমাজের বুকে বীরদর্পে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর সিপিএম পশ্চিমবঙ্গের ভোটে ৫৬ হিন্দু বাঙ্গালী ভোট কেটে এদের ক্ষমতায় থাকতে সহযোগিতা করছে। শুভেন্দু দত্ত লিখেছেন, এদের বিরুদ্ধে ২৫০ টা কেস আছে, তার মধ্যে তিনটেতে জামিন পেয়েছে মাত্র। এখনই ছাড়া পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। প্রসঙ্গত, এই মুহূর্তে প্রেসিডেন্সি জেলে রয়েছেন সুদীপ্ত ও দেবযানী দমদম জেলে। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪০৬ ধারা (অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ), ৪২০ ধারা (প্রতারণা)-এ অভিযুক্ত ছিলেন। তবে তিনটি মামলায় জামিন পেলেও জেলবন্দি থাকবেন সারদা কর্তা।

ভিনরাজ্যে নিয়ে গিয়ে শিশু কন্যাকে খুন, গ্রেফতার মা ও প্রেমিক

দুরন্তডায়মন্ড হারবার, ২০ আগস্ট ঃ বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে নিজের তিন বছরের কন্যাসন্তানকে খুন করল মা ও তার প্রেমিক। ঘটনার তদন্তে নেমে পারুলিয়া কোস্টাল থানার পুলিশ অভিযুক্ত নাজিরা বিবি ও প্রেমিক তাজউদ্দিন মোল্লাকে গ্রেফতার করেছে মঙ্গলবার। পুলিশ সূত্রে খবর, অন্ধ্রপ্রদেশের কাট্রেনীকন্যা থানার এলাকায় নিয়ে গিয়ে ওই শিশুকে হত্যা করা হয়। প্রথমে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে বলে জানালেও পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে ধরা পড়ে আসল রহস্য। নাজিরা ও তাজউদ্দিন স্বীকার করেছে, স্বামীর ঘর ছেড়ে নতুন করে সংসার গড়তে গিয়েই সন্তানকে পথে বাধা মনে হয়েছিল। সেই কারণেই শিশুকে খুন করে তারা। পরে অন্ধ্রপ্রদেশেই ময়নাতদন্তের পর দেহ সমাধিস্থ করা হয়।ডায়মন্ড হারবারের সরিষা কামারপোল গ্রামের বাসিন্দা আজাহার লস্কর থানায় অভিযোগ করেন, তাঁর স্ত্রী নাজিরা মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতেই তদন্তে নেমে পুলিশ তাজউদ্দিনকে অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে গ্রেফতার করে পারুলিয়া কোস্টাল থানার পুলিশ। ডায়মন্ডহারবার পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মিতুন কুমার দে জানান, প্রেমিকের সঙ্গে সংসার করার জন্যই মা নিজেই সন্তানের হত্যায় জড়িত হয়েছে। বর্তমানে নাজিরা অন্ত ঃসত্ত্বা এবং দাবি করেছে তার গর্ভে থাকা সন্তান তাজউদ্দিনের। নিহত শিশুর বাবা আজাহার লস্কর ও তাঁর পরিবার অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

সপ্তাহজুড়েই অব্যাহত থাকবে বৃষ্টি, সমুদ্রও উত্তাল হওয়ার সম্ভাবনা

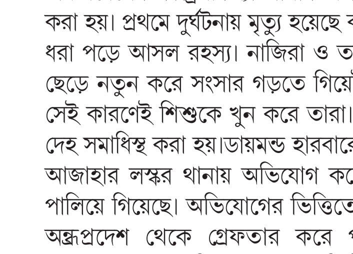

দুরন্তার্তা,,কলকাতা, ২০ আগস্ট ঃ প্রত্যক্ষ নয় বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপের পরোক্ষ প্রভাব প।ছে বঙ্গে, আর তাই বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টিও হচ্ছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। বুধবার সকালেও শহর ও শহরতলি ছাড়াও, বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টিপাত হয়েছে। বৃষ্টির দরুণ আবহাওয়া স্বস্তিদায়ক, তবে মাঝেমধ্যে ভ্যাপসা গরমও অনুভূত হচ্ছে। বুধবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে সামান্য বেশি।

আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, নিম্নচাপের প্রভাব না পড়লেও সাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প প্রবেশ করছে স্থলভাগে। মৌসুমী অক্ষরেখাও সরে এসেছে পশ্চিমবঙ্গের দিকে। তার জেরে গোটা রাজ্যেই বৃষ্টির পরিমাণ বৃদ্ধির পূর্বাভাস রয়েছে। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বেশির ভাগ জেলায় আগামী শনিবার পর্যন্ত ঝড়-বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। কোনও কোনও জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। আগামী বৃহস্পতিবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের আট জেলাতেই ঝড়-বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পাশাপাশি ওই জেলাগুলিতে ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিতে ঝোড়ো দমকা হাওয়া বইতে পারে।

নিরাপদ টেলিকম ও ডিজিটাল বাস্তুব্যবস্থা গঠনে নাগরিকমুখী উদ্যোগ নিল দূরসঞ্চার বিভাগ

কলকাতা, ২০ আগস্ট ঃ দূরসঞ্চার বিভাগ, যোগাযোগ মন্ত্রক, সঞ্চার সাথী পোর্টাল-এর আওতায় একাধিক নাগরিকমুখী সুবিধা চালু করেছে, যার উদ্দেশ্য টেলিকম ব্যবহারকারীদের প্রতারণা, সাইবার অপরাধ ও মোবাইল সংযোগের অপব্যবহার থেকে সুরক্ষা প্রদান করা। এই উদ্যোগগুলি সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরতে, বুধবার কলকাতায় পশ্চিমবঙ্গ এলএসএ-র বিশেষ মহানির্দেশক (দূরসঞ্চার) দফতরের উদ্যোগে এক সাংবাদিক বৈঠকের আয়োজন করা হয়। এই বিষয়ে জানিয়েছে ভারত সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো (পিআইবি)।

পিআইবি-র তরফে জানানো হয়েছে, এই উপলক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গ এলএসএ-র বিশেষ নির্দেশক (দূরসঞ্চার), প্রদীপ গুপ্ত বলেন মোবাইল নেটওয়ার্কের দায়িত্বশীল ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং ব্যবহারকারীদের প্রতারণা ও অপব্যবহার থেকে রক্ষা করা আমাদের মূল লক্ষ্য। তিনি আরও জানান, নতুন সুবিধাগুলি নাগরিকদের ডিজিটাল নিরাপত্তা জোরদার করতে ও টেলিকম সম্পদের কার্যকর ব্যবহারে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণে সক্ষম করবে।

অন্যান্য বক্তারা জানান, দূরসঞ্চার বিভাগ ইতিমধ্যেই ৪.৫ লক্ষ মোবাইল হ্যান্ডসেট ব্লক করেছে, ৪.২ কোটি মোবাইল সংযোগ বিচ্ছিন্ন করেছে এবং ১৯ লক্ষ হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট বন্ধ করেছে। এছাড়া, ৭৪,০০০ সিম বিক্রেতাকে কালো তালিকাভুক্ত করা হয়েছে এবং ২০ লক্ষের বেশি হারিয়ে যাওয়া বা চুরি হওয়া মোবাইল হ্যান্ডসেট দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গ ও কলকাতা এলএসএ-তেই ১,৬২,৭৪১টি হ্যান্ডসেট ব্লক, ৮৬,৩৯৭টি হ্যান্ডসেট সনাক্ত এবং ১৭,২৭৪টি ডিভাইস উদ্ধার করে প্রকৃত ব্যবহারকারীর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

সঞ্চার সাথীর মূল সুবিধাসমূহ- চক্ষু, সন্দেহজনক বা অনাকাঙ্ক্ষিত কল, এসএমএস, হোযাটসঅ্যাপ বার্তা, যেমন প্রতারণামূলক গ্রাহক সেবা, ভুয়ো চাকরিলটারির অফার, কে ওয়াই সিঋণ প্রতারণা বা পরিষেবা বিচ্ছিন্ন করার হুমকি, নাগরিকরা সরাসরি রিপোর্ট করতে পারবেন। হারানোচুরি হওয়া মোবাইল ব্লক করুন, নাগরিকরা তাদের হারানো বা চুরি হওয়া মোবাইল ডিভাইস সব টেলিকম নেটওয়ার্ক থেকে ব্লক করতে পারবেন। ব্লক করা ফোন ব্যবহৃত হলে সেটি খুঁজে বের করা যাবে, ফলে অপব্যবহার রোধ হবে। আপনার নামে কতগুলি সংযোগ আছে জানুন গ্রাহকরা তাদের নামে জারি হওয়া সমস্ত মোবাইল সংযোগ দেখতে এবং অনুমোদনহীন বা অপ্রয়োজনীয় সংযোগ রিপোর্ট করতে পারবেন। হ্যান্ডসেটের যথার্থতা যাচাই , মোবাইলের IMEI নম্বর ব্যবহার করে (পোর্টাল, অ্যাপ অথবা SMS-KYM to 14422) মোবাইলের যথার্তথা যাচাই করা যাবে।RICWIN: ভারতীয় নম্বর (৯১) ব্যবহার করে আসা আন্তর্জাতিক কল রিপোর্ট করার সুবিধা, যা বেআইনি টেলিকম গেটওয়ে সনাক্ত ও নির্মূল করতে সাহায্য করবে। সাইবার অপরাধ সচেতনতা, সাইবার অপরাধ বলতে ডিজিটাল ডিভাইস, নেটওয়ার্ক বা ইন্টারনেট ব্যবহার করে সংঘটিত বেআইনি কার্যকলাপকে বোঝায়। এর মধ্যে ফিশিং, পরিচয় চুরি, ইউপিআই জালিয়াতি, অনলাইন হয়রানি ও ডেটা চুরি অন্তর্ভুক্ত, যা শুধু আর্থিক ক্ষতিই নয়, মানসিক চাপ, সুনামহানি ও জাতীয় নিরাপত্তার ঝুঁকি তৈরি করে। দূরসঞ্চার বিভাগ সঞ্চার সাথী পোর্টালের মাধ্যমে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা, সচেতনতার প্রসার ও রিপোর্টিং ব্যবস্থার সুযোগ দিয়ে নাগরিকদের ক্ষমতায়িত করার পাশাপাশি দেশব্যাপী একটি নিরাপদ ও সুস্থায়ী ডিজিটাল পরিবেশ গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর বলে জানানো হয়েছে।

বারুইপুর থানার পুলিশের তৎপরতায় আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার চার দাগি দূস্কৃতি

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,বারুইপুর, ২০ আগস্ট ঃ আবার বারুইপুর থানার পুলিশের সাফল্য। মঙ্গলবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে চারজন দাগি দুষ্কৃতিকে গ্রেফতার করলো বারইপুর থানার পুলিশ।মঙ্গলবার রাতে গোপন সূত্রে খবর আসে বারুইপুর থানায যে বারুইপুর থানার অন্তর্গত টংতলার একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে কয়েকজন দাগি দুষ্কৃতী সংঃ দহজনকভাবে জড়ো হযেছে। আর তার পরে বারুইপুর থানার পুলিশের একটি বিশেষ দল এস আই তুহিন মন্ডলের নেতৃত্বে পরিতক্ত বাড়িটি ঘিরে ফেলে তাদেরকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। আর তাদের কথাবার্তায় অসঙ্গতি দেখে তাদেরকে তল্লাশি চালাতেই বেরিয়ে আসে আগ্নেয়াস্ত্র সহ একাধিক সরঞ্জাম।তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় একটি দেশি ছোট আগ্নেয়াস্ত্র, তাজা কার্তুজ, শাটার ভাঙ্গার উপযুক্ত ১৭ ইঞ্চি লোহার বিশেষ যন্ত্র, একটি ভোঁজালি ও একটি বড় ছোরা। পুলিশ সূত্রে খবর ২৮ বছর বয়সী জলম লস্কর , ২৬ বছর বয়সী জুলফিকার মন্ডল , কুড়ি বছর বয়সী সুলতান চৌধুরী ও ২২ বছর বয়সী সন বৈরাগী ডাকাতির উদ্দেশ্যে টংতলার ওই পরিত্যক্ত বাড়িতে জড়ো হয়েছিল বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। উদ্ধার হওয়া আগ্নেয়াস্ত্র ও যন্ত্রপাতিগুলি ডাকাতির কাজেই ব্যবহার করবে বলেই মনে করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র মামলা সহ একাধিক ধারায় মামলা দায়ের করেছে পুলিশ। ধৃতদের বুধবার বারুইপুর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। ধৃতদেরকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্তের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় পুলিশ।

উদ্যোগী কৈলাশ, বেলুড় স্টেশন রোড সংলগ্ন এলাকায় জমা জলের সমস্যা মিটলো ২৪ ঘন্টায়

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২০ আগস্ট ঃ উদ্যোগী কৈলাশ, বেলুড় স্টেশন রোড সংলগ্ন এলাকায় জমা জলের সমস্যা মিটলো ২৪ ঘন্টার মধ্যেই।

মঙ্গলবার সকালে ওই এলাকায় বেহাল নিকাশি ও জমা জলের প্রতিবাদে বেলুড় স্টেশন রোডে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভে সামিল হন এলাকার মহিলারা সহ ওই অঞ্চলের সাধারণ মানুষ। জমা জল সরাতে প্রশাসনকে ৪৮ ঘণ্টার সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিলেন তাঁরা। এর ২৪ ঘন্টার মধ্যেই বুধবার সকালে পথে নেমে যুব তৃণমূল সভাপতি কৈলাশ মিশ্রের উদ্যোগে এবং বালি পৌরসভার সহযোগিতায় সেই জমা জল কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বের করা সম্ভব হয়েছে। সমস্যা মেটায় খুশি ওই অঞ্চলের সাধারণ মানুষ। আন্দোলনকারীদের অভিযোগ ছিল, খানাখন্দে ভরা রাস্তা চলাচলেরও অযোগ্য। অল্প বৃষ্টিতেও রাস্তায় জমছে জল। জমা জল ঘরের ভিতরেও ঢুকে যাচ্ছে। প্রতিবাদে বালি পৌর এলাকার ১০ ও ১১নং ওয়ার্ডের বাসিন্দারা সরস্বতী ব্যায়াম সমিতির সামনে বেলুড় স্টেশন রোড অবরোধ করেছিলেন। দাবি ছিল, সমস্ত হাইড্রেন মেশিন সাকশন পদ্ধতিতে পরিষ্কার করতে হবে। রাস্তা জলমুক্ত করতে প্রশাসনকে ৪৮ ঘন্টার সময়সীমা বেঁধে দেন তাঁরা। বুধবার নিজে এলাকায় এসে প্রায় ঘন্টা দুয়েক সেখানে উপস্থিত থেকে বালি পৌরসভার সহযোগিতায় সমস্যার সমাধান করেন যুব তৃণমূলের হাওড়া সদরের সভাপতি কৈলাশ মিশ্র। তাঁর উদ্যোগে এদিন অতিরিক্ত সাফাই কর্মী নামিয়ে ম্যানহোল পরিস্কারের পাশাপাশি কলকাতা থেকে সাকশান মেশিন আনিয়ে এবং পাম্পের সাহায্যে জমা জল বের করে দেওয়া হয়। খুশি এলাকার সাধারণ মানুষ। এদিন কৈলাশ মিশ্র বলেন, আমরা সব সময় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে রাস্তায় নেমে সহযোগিতা করি। এদিনও সেই কাজই করা হয়েছে। জমা জল বের হয়ে যাওয়ায় এলাকার সাধারণ মানুষ খুশি। এদিন জমা জল বের করতে কলকাতা থেকে সাকশন মেশিন আনা হয়েছিল। এছাড়াও আরও ২টো পাম্প ছিল। ম্যানহোল জ্যাম থাকায় অতিরিক্ত ৫০ জন সাফাই কর্মীকে এদিন কাজে নামানো হয়। সব ম্যানহোল ক্লিনিং করা হয়েছে। মূলতঃ রেলের ঝিলে এই জল যায়। সেটা ওরা অসহযোগিতা করে বন্ধ রেখেছিল। জল আটকে ছিল। আজকে সেটা খুলিয়েছি। রেল যদি বন্ধ করে দেয় আন্দোলন করে ফের খোলানো হবে। জমা জল নামিয়ে দিতে পারায় সকলেই খুশি।

বারুইপুর স্টেশনে গুনধর ছেলে বাবা মা কে ফেলে পালিয়ে যাওয়ার পরে মৃত্যু ঘটলো বাবার

দরন্তবার্তা,বারুইপুর,২০ আগস্ট ঃ মায়ের হাতে ৩০০ টাকা গুঁজে দিয়ে বারুইপুর স্টেশনের ১ নম্বর প্লাটফর্মে বৃদ্ধ বাবা ও মা কে ফেলে রেখে বেপাত্তা হয়েছিল গুণধর ছেলে। শারীরিক অসুস্থতায় ৭৫ বছরের গোবিন্দ বাবুর মৃত্যু হয়। কিন্তু ছেলে তো ফেরেনি। স্বামীর মৃতদেহ শশ্মানে যাবে কীভাবে?সকার কাজ হবে কীভাবে সেই ভেবেই দিশেহারা হয়ে উঠেছিলেন বৃদ্ধা ৬৯ বছরের কমলা পুরকাইত। কিন্তু তাঁর এই অবস্থায় পাশে এসে দাঁড়ালো বারুইপুর থানার ও বারুইপুর পৌরসভা ।সিভিক ভলেন্টিয়ার পুলকেশ নস্কর বলেন, থানা বড় বাবুর নির্দেশে ও বারইপুর পৌরসভার সাহায্যে নিয়ে, এই শেষকৃত্য সম্পন্ন করলাম আমরা। সোমবার বারুইপুর কীর্তন খোলা শশ্মানে বৃদ্ধের শেষকৃত্ত সম্পন্ন হল।স্বামীর মুখাগ্নি করলেন স্ত্রী।ওই সিভিক ভলেন্টিয়ার নিজে দায়িত্ব নিয়ে বৃদ্ধা কমলাদেবীর এই কাজে সব সাহায্য করলেন। এমনকী কাজের পরে বৃদ্ধা কে আবার পৌঁছে দিলেন সেই হোমে। বৃদ্ধার কমলাদেবীর কথায়, ছেলে ফেরেনি। কিন্তু থানার সিভিক ভলেন্টিয়ার আজ আমার সঙ্গে থেকে ছেলের দায়িত্ব পালন করল।

মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহাকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ আদালতের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ আগস্ট,ঃ রাজ্যপালের তরফে অনুমতি মেলায় মন্ত্রীর বিরুদ্ধে বিচারপ্রক্রিয়া শুরুর আর কোনও বাধা রইল না। ইডি-র বিশেষ আদালতের নির্দেশ, আগামী ১২ সেপ্টেম্বরের মধ্যে কারামন্ত্রীকে আত্মসমর্পণ করতে হবে। প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় রাজ্যের কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহার বিরুদ্ধে আগেই চার্জশিট দিয়েছিল ইডি। তবে তাতে রাজভবন অনুমোদন না দেওয়ায় আদালতে তা গৃহীত হয়নি। কিন্তু বুধবার সেই জট কাটল। কারামন্ত্রীর বিরুদ্ধে বিচারপ্রক্রিয়া শুরুর অনুমতি দিয়েছেন রাজ্যপাল। আর এরপরই বড় নির্দেশ দিল ইডি-র বিশেষ আদালত। চন্দ্রনাথ সিনহার নামে ১৫ দিনের মধ্যে সমন জারির নির্দেশ দিয়েছে আদালত। সমন জারি করে কোর্টে পেশ করতে হবে তাঁকে। রাজ্যপালের তরফে অনুমতি মেলায় মন্ত্রীর বিরুদ্ধে বিচারপ্রক্রিয়া শুরুর আর কোনও বাধা রইল না। ইডি-র বিশেষ আদালতের নির্দেশ, আগামী ১২ সেপ্টেম্বরের মধ্যে কারামন্ত্রীকে আত্মসমর্পণ করতে হবে।

প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর জন্মদিন পালিত উলুবেড়িয়ায়

মতিয়ার রহমান,উলুবেড়িয়া, ২০ ঃ প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর ৮২তম জন্মদিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হলো নানান অনুষ্ঠানের মাধ্যমে।

বুধবার ২০আগষ্ট ছিল রাজীব গান্ধীর ৮২তম জন্মদিবস,এই উপলক্ষে রাজীব গান্ধী মেমোরিয়াল সোসাইটির উদ্যোগে উলুবেড়িয়ার বাজারপাড়া বক্তার মোড়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, শহীদ বেদীতে পুস্পস্তবক অর্পণ, প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, রক্তদান কর্মসূচি সহ দেশের প্রতি রাজীব গান্ধীর অবদান ও আত্মত্যাগ নিয়ে বিভিন্ন জাতীয় কংগ্রেসের নেতারা আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস নেতা আশুতোষ চ্যাটার্জি, শ্রীমতী কৃষ্ণা দেবনাথ ডাঃ মায়া ঘোষ, অধ্যাপক রিভু সান্যাল, প্রত্যেক নেতা তাদের মূল্যবান বক্তব্যে ডিজিটাল ভারত,১৮বয়সে ভোটাধিকার, কম্পিউটারের প্রবর্তন সম্পর্কে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর অবদান নিয়ে আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় ছিলেন রাজীব গান্ধী মেমোরিয়াল সোসাইটির চেয়ারম্যান তথা হাওড়া জেলা গ্রামীন জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি আলম দেইয়ান। অনুষ্ঠানে আরো উলুবেড়িয়া পূর্ব কেন্দ্র কংগ্রেস নেতা সেখ সুজাউদ্দিন, সফিকুল আলম,রানা চন্দ্র প্রমুখ। অপরদিকে বাইনান অঞ্চল জাতীয় কংগ্রেসের আয়োজনে ভারতবর্ষের পঞ্চায়েতিরাজ ব্যবস্থার জনক এবং আধুনিক ভারতবর্ষের রূপকার ভারতবর্ষের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ভারতরত্ন শ্রী রাজীব গান্ধীজীর.৮২ তম জন্মবার্ষিকী এর অনুষ্ঠান হাওড়া গ্রামীণ জেলার আমতা কেন্দ্রের বাইনান বড়পোলেতে। অনুষ্ঠানেতে উপস্থিত ছিলেন আমতা কেন্দ্দ্রের প্রাক্তন বিধায়ক শ্রী অসিত মিত্র ,হাওড়া গ্রামীণ জেলা কংগ্রেসের নেতা সেখ হাফিজুর রহমান, সুপ্রিয় ঘোষ, আমতা কেন্দ্রের নেতা গোলাম মর্তুজা, আমতা কেন্দ্র যুব কংগ্রেসের নেতা কাজী আবু আসলাম, আমতা কেন্দ্রের ছাত্র নেতা কাজী জুবায়ের, আমতা কেন্দ্র যুব আই এন টি ইউ সি এর সভাপতি মনতাজ আহমেদ সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারকে শ্রদ্ধা সুকান্ত মজুমদারের

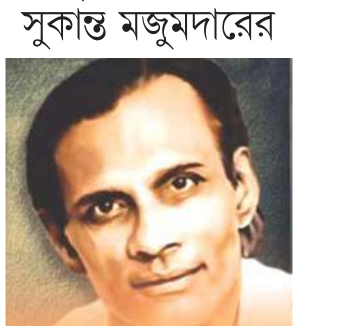

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ আগস্ট, ঃ তাঁর কলম ও সুর বাংলা সংগীতকে এক বিশেষ উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে। বুধবার এভাবে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারকে শ্রদ্ধা জানালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার। তিনি বুধবার এক্সবার্তায় এই সঙ্গে লিখেছেন, বাংলা আধুনিক ও চলচ্চিত্র সংগীতের বিশিষ্ট গীতিকার ও সুরকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার মহাশয়ের প্রয়াণ দিবসে জানাই আমার আন্তরিক শ্রদ্ধার্ঘ্য। বাংলা গানের জগতে তিনি ছিলেন এক অনন্য স্রষ্টা, যাঁর কলম ও সুর বাংলা সংগীতকে এক বিশেষ উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ জুড়ে আধুনিক গান ও ছায়াছবির অঙ্গনকে প্রেম, আবেগ ও মাধুর্যে ভরিয়ে তুলেছিলেন তিনি।

রাজ্য মন্ত্রীসভার সদস্য দীনেশচনন্দ্র ডাকুয়া প্রয়াত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ আগস্ট ঃ প্রাক্তন প্রবীন সিপিএম বিধায়ক তথা রাজ্য মন্ত্রীসভার সদস্য দীনেশচনন্দ্র ডাকুয়া প্রয়াত হয়েছেন। আজ সকাল সাড়ে এগারোটা নাগাদ তিনি কলকাতার এন আর এস হাসপাতালে প্রয়াত হন। বয়স হয়েছিল ৯৫ বছর। দীর্ঘদিন ধরেই তিনি বার্ধক্যজনিত কারনে ভুগছিলেন।তিনি মরনোত্তর দেহদান করে গিয়েছেন। ১৯৬৭ সালে তিনি উত্তরবঙ্গের মাথাভাঙা কেন্দ্র থেকে প্রথমবার বিধায়ক নির্বাচিত হন। রাজবংশী সম্প্রদায়ের সদস্য হিসাবে তিনিই প্রথম রাজ্য মন্ত্রীসভায় স্থান পেয়েছিলেন। ১৯৭২ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত তিনি মাথাভাঙার বিধায়ক ছিলেন।

রাজীব গান্ধীর জন্মদিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি নববারাকপুর পুরসভায়০

নববারাকপুর, ২০ আগস্টঃ বুধবার সকালে ভারতবর্ষের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর ৮১ তম জন্মদিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাল নববারাকপুর পুরসভা। যথাযথ মর্যাদার সাথে এদিন সকালে পুরসভা প্রাঙ্গণে রাজীব গান্ধীর প্রতিচ্ছবিতে এবং পুরসভার ১১ ও ১২ নং ওয়ার্ডে মধ্যস্থলে সতীনসেন নগর মোড়ে রাজীব গান্ধীর মূর্তিতে মালা ও ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহা, উপপুরপ্রধান স্বপ্না বিশ্বাস, বড়ো বাবু দেব প্রসাদ রাহা, পুর প্রতিনিধি সুমন কুমার দে,

সুদীপ ঘোষ, জেলা কংগ্রেস নেতা মধু সাহা সহ অন্যান্যরা। পুরপ্রধান প্রবীর সাহা বলেন রাজীব গান্ধী তাঁর মায়ের মৃত্যুর পরে ভারতের ষষ্ঠ ও তরুণতম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন। তখন তার বয়স মাত্র ৪০ বছর। আধুনিক ভারতের সোপান এত অল্প বয়সে গুরু দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তথ্য প্রযুক্তি ও বিঞ্জানের অনেক বড় মাস্টার মাইন্ড ছিলেন রাজীব গান্ধী। ভারতবর্ষকে নতুন দিশা দেখিয়েছিলেন। নব প্রজম্মের জানা উচিত সেদিন বিরোধীরা এই ভালো মানুষ টাকে চোর বানিয়ে ক্ষমতা দখলের জন্য চেষ্টা করেছিলেন। পরবর্তী অধ্যায় ৯০ সালের পর থেকে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে জাতপাতের লড়াই শুরু হয়। জাতপাতের রাজনীতির বিরুদ্ধে রাজীব গান্ধী সোচ্চার ছিলেন। ইতিহাসের পাতায় অনেক কথা লেখা হয়ে থাকবে। রাজীব গান্ধীকে কেন হত্যা করা হয়েছিল এই কথা হয়তো এখনকার দিনের ইতিহাস ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। অন্যদিকে রাজীব স্মৃতি রক্ষা কমিটির উদ্যোগে ও সতীনসেন নগর মোড়ে রাজীব গান্ধী মূর্তিতে মালা ও ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান শহর ও জেলা কংগ্রেসের নেতৃত্বরা।

একাধিক সংগঠনের কর্মীবৃন্দরা ডেপুটেশন দিল কলকাতার বিকাশ ভবনে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ আগস্ট ঃ বেতন বৃদ্ধির দাবিতে সমগ্র শিক্ষা অভিযানের রাজ্যের পার্শ্ব শিক্ষক শিক্ষিকা, শিক্ষা বন্ধু,এস এস কে,এম এস কে সহ একাধিক সংগঠনের কর্মীবৃন্দরা ডেপুটেশন দিল কলকাতার বিকাশ ভবনে, বুধবার বিভিন্ন এলাকা থেকে সমগ্র শিক্ষা অভিযানের শিক্ষক শিক্ষিকা, শিক্ষা বন্ধু ও অন্যান্যরা বিকাশ ভবনের অদুরে পি এন বি মোড়ে জমায়েত হয়ে বেতন বৃদ্ধির প্লাকার্ড নিয়ে বিকাশ ভবনের দিকে মিছিল সহকারে এগিয়ে যেতে থাকে। পুলিশ বাধা দিলে তারা বসে পড়ে। পরে প্রতিনিধি দল গিয়ে বিকাশ ভবনে ডেপুটেশন জমা দেন। উল্লেখ্য সমগ্র শিক্ষা অভিযানের কর্মীরা যারা স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করে দীর্ঘ প্রায় ২০বৎসর কাজ করে আসার পরেও তাদের সাম্মানিক মাত্র আট হাজার টাকা থেকে তেরো হাজার টাকার মধ্যে। যা বর্তমানে খুবই হতাশাজনক। রাজ্যের অন্যান্য বিভাগের কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি হলেও সমগ্র শিক্ষা অভিযানের কর্মীরা বঞ্চিত, বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে বেতন বৃদ্ধির জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতি অনুরোধ জানানো হয়।

রাজ্যপালের নাম ভাঙিয়ে সাইবার প্রতারণা, রাজভবনের উদ্বেগ প্রকাশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ আগস্ট ঃ সাম্প্রতিক কালে রাজ্যপালের নাম ভাঙিয়ে একাধিক সাইবার প্রতারণার অভিযোগে রাজভবন উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। রাজভবনের প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, একাধিক ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, প্রতারকরা নিজেদের রাজ্যপালের দফতরের প্রতিনিধি পরিচয় দিয়ে ফোনকল, ইমেল কিংবা সোশ্যাল মিডিয়ার বার্তার মাধ্যমে টাকা দাবি করছে। নানা অজুহাত বা লোভনীয় প্রস্তাব দেখিয়ে সাধারণ মানুষকে ফাঁদে ফেলাই এদের মূল উদ্দেশ্য। রাজ্যপালের দফতর স্পষ্ট জানিয়েছে, কোনও অবস্থাতেই তারা ব্যক্তিগতভাবে কারও কাছে টাকা দাবি করে না। আর এই ধরনের যে কোনও বার্তা আসলে প্রতারণার অংশ। এর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানানো হয়েছে। রাজভবনের তরফে জানানো হয়েছে, রাজ্যপালের দফতর নাগরিকদের নিরাপত্তাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়। তাই সামান্যতম সন্দেহজনক কার্যকলাপ চোখে পড়লেই রিপোর্ট করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

নতুন রেশন কার্ডের জন্যে আবেদন করলে, খতিয়ে দেখার নির্দেশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২০ আগস্ট ঃ ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সমীক্ষার আবহে নতুন রেশন কার্ডের জন্যে আবেদন করলে রাজ্য সরকার সংশ্লিষ্ট দপ্তরের প্রতিনিধিদের গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছে। খাদ্য দপ্তরের জারি করা এক নির্দেশিকায় রেশন কার্ড দেওয়ার আগে জেলার সব প্রতিনিধিদের এইক্ষেত্রে সরাসরি আবেদনকারীর বাড়িতে গিয়ে সব কিছু মাপকাঠি যাচাই করে ঐ পরিবার সরকার নির্ধারিত সব কিছু নিয়ম পূরন করছে কিনা আধিকারিকদের তা খতিয়ে দেখার কথা বলা হয়েছে। এছাড়াও পড়ুয়াদের পুষ্টি ও শিক্ষার মান উন্নয়নের উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার প্রতিটি জেলার তিরিশটি করে নির্বাচিত স্কুলে মিড ডে মিল প্রকল্পে বিশেষ নজরদারি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা, ২৬০, বৃহস্পতিবার, ৪ ভাদ্র ১৪৩২

মাস্টারদা সূর্য সেন

মাস্টারদার বিশ্বাসঘাতক। শীতের রাত খেতে বসেছে নেত্র। চট্টগ্রামে শীত বরাবরই বেশি। এবারে যেন কামড় আরও বেশি। হাপুসহুপুস করে গরম ভাত খায় নেত্র, চাদর জড়িয়ে খেতে আসছে ছোট ভাই। মুখ তুলে তাকিয়ে খাবারে মন দিতে যায় নেত্র কিন্তু তার আগেই। রক্তাক্ত মুণ্ডটি গড়িয়ে পড়ে থালায়। রক্ত মাখামাখি বউদি বিহ্বলতা কাটিয়ে হাউমাউ করে উঠেন। দেওর কিরণ বউদির পা ধরে বলেন, দাদাই বিশ্বাসঘাতক। কী করতাম বউঠান? চুপ করে যান বউদি। তার স্বামী বিশ্বাসঘাতক। অমন দেবতুল্য মানুষটাকে ধরিয়ে দিয়েছেন তার স্বামী! ছিঃ! উপযুক্ত শাস্তিই তবে পেয়েছে। তিনি চেপে যান সব। পুলিশকে অকপটে বলেন, যে এসেছিল, সে অজ্ঞাত আততায়ী। শীতের দিনে ঢেকেঢুকে এসেছিল। দরজায় টোকা পড়তে দরজা খুলেছেন আর মুহূর্তে ঘটনা ঘটিয়েই পালিয়েছে। ক্রন্দনরতা, শোকবিহ্বল পত্নীকে পুলিশ খানিক হয়রান করে চলে গিয়েছিল। এই হত্যাকাণ্ডের পশ্চাদপট খুঁজতে গেলে এক বছর পিছনে ফিরে যেতে হবে। ১৯৩০ সালে চট্টগ্রামের পর মাস্টারদা ঘুরে বেড়াচ্ছেন তিন বছর হয়ে গেল, তাঁকে পুলিশ ধরতে পারেনি। চট্টগ্রামের কেরালা দ্বীপে ক্ষীরোদাপ্রভা বিশ্বাসের বাড়িতে তিনি আশ্রয় নিয়েছেন। এই গ্রামেরই দুইজন ব্রজেন সেন ও কিরণ সেন মাস্টারদার দুই বিশ্বস্ত সহযোগী। তারা তাঁকে ভারী সতর্কতার সাথে আড়াল করে রেখেছে। কিন্তু ব্রজেন ও কিরণ সেনের আপন মেজোভাই নেত্র সেনই করে বসলেন বিশ্বাসঘাতকতা। চতুর্দিকে তখন মাস্টারদা সূর্য সেনের নামে হুলিয়া জারি হয়েছে। নগদ ১০০০০ টাকা। লোভে চকচক করে উঠল নেত্র-র চোখ। মিথ্যা বলে, নিজের স্ত্রীকে দিয়ে মাস্টারদা সূর্য সেনের উপস্থিতি নিশ্চিত করেন। স্ত্রী জানতেও পারলেন না, অজ্ঞাতে তিনি বিড়ালকে দুধের বাটি দেখিয়ে দিয়েছেন। চুপিসাড়ে কোতোয়ালিতে গিয়ে দিয়ে আসেন খোঁজ। বাড়ি ফিরে নিপাট ভালো মানুষ সেজে শুয়ে পড়েন। রাত দশটায় আসে আক্রমণ। ১৯৩৩ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারিতে গ্রেপ্তার হন মাস্টারদা ও ব্রজেন। পরে কিরণ জানতে পারে সব। মেজ দাদার এই বিশ্বাসঘাতকতাকে মেনে নিতে পারেনি কিরণ। ফলস্বরূপ ১৯৩৪ এর ৯ই জানুয়ারি নিজের দাদাকে ভাতের থালায় হত্যা করেন চোদ্দ বছরের কিরণ। অন্যায় আহত অন্নের থালাতেই নেত্র সেন মেটালেন অন্যায়ের হিসাব। তাঁর স্ত্রীও সেদিন ঘৃণা ভরে থুথু ফেলেছিলেন স্বামীর মৃতদেহে।
স্বাধীনতা পরবর্তীতে এই মহান বিপ্লবীকে তাম্রপত্র ও স্বাধীনতার পঞ্চাশবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়। কিরণময় সেন ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর ৮৩ বছর বয়সে কলকাতায় প্রয়াত হন।

খামখেয়ালি সভা

যৌবন বয়সে রবীন্দ্রনাথের গলা ছিল অসম্ভব মিষ্টি, জোরালো গলায় গান গাইতে পারতেন। লোকে তাঁর কণ্ঠে গান শোনার জন্য কিরকম পাগল হয়ে যেত যারা না শুনেছেন তারা কল্পনাও করতে পারবেন না। গ্রামাফোন তখন আবিষ্কার হয়নি। রবীন্দ্রনাথের গলার রেকর্ড কয়েকটি মাত্র আছে, কিন্তু সব তাঁর বার্ধক্য বেলার। তখন তাঁর গলা পড়ে গেছে। কবির গানের গলা সম্পর্কে এই স্মৃতিচারণ তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথের। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর আরও জানিয়েছেন তাঁর জ্যাঠা মহাশয়দের আমলে ছিল 'বিদ্বজ্জন সভা' বাবার আমলে তখন সেটি হয় 'খামখেয়ালী সভা'। কবি পুত্র তখন একটু বড় হয়েছেন। সব কিছু তাঁর মনে আছে। এর সভ্য হওয়ার জন্য বিশেষ নিয়ম না থাকলেও মজলিসি হওয়া বিশেষ গুণ বলে পরিগণিত হত। রবীন্দ্রনাথের পরিবারের অনেকেই যেমন ওই সভার সদস্য ছিলেন তেমন ছিলেন নাটোরের মহারাজা, জগদীশচন্দ্র বসু, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, প্রিয়নাথ সেন,প্রমথ চৌধুরী, অতুলপ্রসাদ সেন। সভার নিয়ম ছিল প্রতি মাসে এক একজন সভ্য পালা করে তাদের বাড়িতে অন্য সকলকে নিমন্ত্রণ করতেন। বৈঠক সেখানে বসত সঙ্গে বিপুল খাবারের আয়োজন। গল্প পড়া, কবিতা, ছোটখাটো অভিনয়, গান বাজনা ছিল মূল উদ্দেশ্য। রবীন্দ্রনাথ সেই সময় নতুন যেসব কবিতা বা ছোট গল্প লিখতেন 'খামখেয়ালী' সভায় পড়ে শোনাতেন। অনেক সময় মহারাজা জগদনিন্দ্রনাথ কবিতা আবৃত্তির সাথে পাখোয়াজ বাজাতেন। তাঁর হাত ভারি মিষ্টি ছিল। রবীন্দ্রনাথ এই সভার জন্য দুটো- একটা নাটক লিখেছিলেন। একটি 'বিনি- পয়সার ভোজ' তারপর 'বৈকুণ্ঠের খাতা'। রবীন্দ্রনাথ এই নাটকে 'অবিনাশ' সেজেছিলেন,মূলত হাস্যরস প্রধান। আগেই বলা হয়েছে পালা করে প্রতি মাসে একজনের বাড়িতে 'খামখেয়ালী সভা'র আয়োজন হত। রবীন্দ্রনাথের বাড়িতে নিমন্ত্রণের পালা পড়ল বাড়িতে একেবারে হুলুস্থুল পড়ে যেত।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

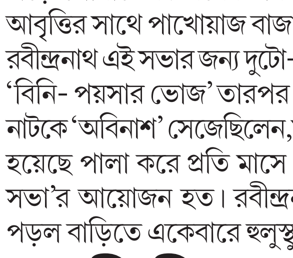

শুধু শুধু বেদ পড়ে কিছু হবে না। মনটাকে বেদের মতো করতে হবে। তবেই বেদ পড়ে কিছু গ্রহণ করতে পারবি। ধর্ম করলে চলবে না। ধর্ম থেকে আদর্শকে গ্রহণ করতে হবে। শুধু পুজো করলে চলবে না। পুজোর মধ্যে দিয়ে মানব সেবাকে গ্রহণ করতে হবে। তবেই মানুষ মহান হতে পারবে। মানুষ নিজের জীবনটাকে শ্রেষ্ঠ করতে পারবে। ধর্ম কর্ম করলে মনটা শুদ্ধ থাকে। পবিত্র থাকে। মনটাকে পবিত্র করতে হবে। শুদ্ধ করতে হবে। জীবনটা যদি শুদ্ধ না হল তাহলে পুজোপাঠ করে কী লাভ। মায়ের শক্তিকে ধারন করতে হবে। জাগরিত হোক মন শক্তি।

ভগিনী নিবেদিতা

ভগিনী নিবেদিতা বলেছেন, রামষঞ্চদেবের প্রধান শিষ্য বিবেকানন্দের লক্ষ্য ছিল মহান ভারত গড়ে তোলার। তার জন্য তিনি ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। তার জন্য তিনি সর্বত্র শারিরীক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলার কথা বলেছিলেন। শিক্ষা ব্যবস্থা পুঁথিগত হওয়ার থেকে হাতেকলমে শিক্ষা দেওয়ার কথা বলতেন। শুধু ধর্ম ধর্ম করলে হবে না। ভগবান ভগবান করলে হবে। কাজ করতে হবে। কাজের মধ্যে দিয়েই ভগবানের সাধনা করতে হবে। কাজকে ভগবান বলে গ্রহণ করতে হবে। নিজের শরীরটাকে ভগবান বলে গ্রহণ করতে হবে। নিজের পিতামাতাকে ভগবান বলে গ্রহণ করতে হবে। নিজের পরিবারকে ভগবান বলে গ্রহণ করতে হবে। দেশকে ভগবান বলে গ্রহণ করতে হবে। দেশকে মাতার সম্মান দিতে হবে। দেশ মাতৃকার জয়গান গাইত হবে। তবেই দেশ উন্নতির পথ ধরে এগোতে থাকবে। না হলে কিন্তু দেশ একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ বারবার বলতেন যে কোনও সময়ে দেশমাতার বিরূপ কাজ করোনা।

ভোটার তালিকা সুষ্ঠুভাবে সুসম্পন্ন কবার দিকে নির্বাচন কমিশনের লক্ষ্য রাখা উচিত

বিশেষ প্রতিবেদক

ভোটার তালিকা সংশোধনকে কেন্দ্র করে উদ্বেগ গণতন্ত্রের স্বচ্ছতা রক্ষায় প্রশ্নচিহ্ন।
সাম্প্রতিক সময়ে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগে বিহারে শুরু হওয়া বিশেষ নিবিড় সংশোধন কর্মসূচিকে ঘিরে সারা দেশেই এক অদ্ভুত উদ্বেগ এবং অনিশ্চয়তার আবহ তৈরি হয়েছে। গণতন্ত্রে নির্বাচন হল সেই প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে জনগণ তাদের প্রতিনিধি বেছে নেয় এবং দেশের ভবিষ্যতের দিশা নির্ধারণ করে। এই নির্বাচন প্রক্রিয়ার ভিত্তি দাঁড়িয়ে থাকে একটি সঠিক এবং স্বচ্ছ ভোটার তালিকার উপর। যে তালিকা থেকে যদি সামান্যতম সন্দেহ বা অনিয়ম জন্ম নেয়, তবে পুরো প্রক্রিয়ার প্রতি মানুষের আস্থা কমে যায়। আজকের পরিস্থিতিতে সেই আশঙ্কাই সামনে এসেছে।

বিহারে নির্বাচন কমিশন যে বিশেষ নিবিড় সংশোধন কার্যক্রম শুরু করেছে, তার উদ্দেশ্য মূলত ভোটার তালিকাকে হালনাগাদ করা। নতুন ভোটারদের নাম অন্তর্ভুক্ত করা, মৃত বা স্থানান্তরিত ব্যক্তিদের নাম বাদ দেওয়া এবং যেসব তথ্য ভুলভাবে নথিভুক্ত হয়েছে সেগুলি সংশোধন করাই এই প্রক্রিয়ার প্রধান কাজ। উপরিভাগে এটি স্বাভাবিক এবং প্রয়োজনীয় কাজ বলে মনে হলেও, স্থানীয় ও জাতীয় স্তরে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে নানা ধরনের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। কারণ, অতীতে একাধিকবার দেখা গেছে যে ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে নাম বাদ পড়েছে হাজার হাজার প্রকৃত ভোটারের, আবার যুক্ত হয়েছে এমন কিছু নাম যাদের ভোট দেওয়ার বৈধ অধিকার নেই। ফলে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে যে, এই কর্মসূচি কেবলমাত্র প্রশাসনিক সংশোধনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে না, বরং এর পেছনে কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য লুকিয়ে আছে কি না তা নিয়ে বিতর্ক বাড়ছে।
ভোটার তালিকা নিয়ে সমস্যা অবশ্য নতুন নয়। অতীতেও বিভিন্ন রাজ্যে নির্বাচন-পূর্ব পরিস্থিতিতে এ ধরনের সংশোধন কার্যক্রম হয়েছে এবং বহুবার সাধারণ মানুষকে সমস্যায় পড়তে হয়েছে। বিশেষত গ্রামীণ অঞ্চলে যেখানে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার এখনও সীমিত, সেখানে মানুষের নাম ভুলবশত বাদ পড়ার আশঙ্কা বেশি। নাম বাদ পড়লে একজন প্রকৃত নাগরিক নির্বাচনের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হন। এটাই গণতান্ত্রিক কাঠামোর জন্য সবচেয়ে বড় বিপদ। তাই স্বাভাবিকভাবেই যখন বিহারে এত বড় আকারে ভোটার তালিকা সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়া হল, তখনই জনমনে শঙ্কা বাড়তে শুরু করেছে।
এই উদ্বেগের একটি বড় কারণ হল রাজনৈতিক অস্থিরতার আবহ। বিহার এমন একটি রাজ্য যেখানে রাজনৈতিক সমীকরণ প্রায়শই দ্রুত বদলে যায়। বিভিন্ন দল ও জোটের মধ্যে সংঘাত, বিভাজন এবং পুনর্গঠন এখানে নিত্যনতুন ঘটনা। এমন পরিস্থিতিতে ভোটার তালিকা সংশোধনের মতো সংবেদনশীল কাজকে কেন্দ্র করে সহজেই বিতর্কের জন্ম হয়। বিরোধী দলগুলি আশঙ্কা করছে যে শাসক পক্ষ হয়তো এই প্রক্রিয়াকে ব্যবহার করে ভোটার তালিকায় হস্তক্ষেপ করতে পারে, যাতে নির্দিষ্ট সম্প্রদায় বা অঞ্চলের ভোটারদের নাম বাদ যায় এবং অন্য কারও নাম যুক্ত হয়। যদিও নির্বাচন কমিশন সবসময় দাবি করে যে তাদের কাজ নিরপেক্ষ এবং কোনও রাজনৈতিক চাপের কাছে তারা নতি স্বীকার করে না, তবুও সাধারণ মানুষের কাছে এই আশ্বাস সবসময় যথেষ্ট নয়। আসলে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আস্থা সবচেয়ে বড় ভিত্তি। মানুষ যদি বিশ্বাস করতে না পারে যে তাদের ভোট সঠিক ভাবে গণনা হবে, অথবা তাদের নাম যদি তালিকায় না থাকে, তবে তারা গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা হারায়। এই আস্থার সঙ্কট একবার তৈরি হলে তা পুনর্গঠন করা অত্যন্ত কঠিন।
বিহারের এই পরিস্থিতি তাই কেবল ওই রাজ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, বরং সারা দেশ জুড়ে মানুষের মনে এক ধরনের শঙ্কার সঞ্চার করেছে। কারণ আজ বিহারে যা ঘটছে, তা আগামী দিনে অন্য কোনও রাজ্যে ঘটতে পারে।
নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংবিধান এই প্রতিষ্ঠানকে যে স্বায়ত্তশাসন ও ক্ষমতা দিয়েছে, তার মূল লক্ষ্যই হল একটি মুক্ত, স্বচ্ছ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করা। কিন্তু বাস্তবে এই কমিশন কতটা নিরপেক্ষভাবে কাজ করছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠলে গোটা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াই বিপন্ন হয়। ভোটার তালিকা সংশোধন একটি অত্যন্ত প্রযুক্তিনির্ভর কাজ হওয়া উচিত, যেখানে তথ্য প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার করা হবে। আধার কার্ড, ভোটার আইডি, জন্ম-মৃত্যুর নথি, স্থানীয় প্রশাসনিক তথ্য;সব কিছুর সমন্বয় ঘটিয়ে একটি স্বচ্ছ তালিকা তৈরি করাই হওয়া এই মুহূর্তে দেশের দরকার স্বচ্ছতার প্রতিশ্রুতি। কমিশনকে আরও সক্রিয়ভাবে মাঠে নামতে হবে, জনসচেতনতা বাড়াতে হবে এবং নিশ্চিত করতে হবে যে কোনও প্রকৃত ভোটার যেন তালিকা থেকে বাদ না পড়েন। গ্রামীণ এলাকায় শিবির আয়োজন, অনলাইনে সহজ প্রক্রিয়া তৈরি, অভিযোগ জানানোর দ্রুত ব্যবস্থা;এসব ছাড়া এই সমস্যা কাটানো সম্ভব নয়। একই সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোকেও দায়িত্বশীল হতে হবে। কেবলমাত্র নিজেদের স্বার্থে মানুষকে আতঙ্কিত করে তোলা, অথবা গুজব ছড়িয়ে সাধারণ নাগরিকের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি করা, এই সংকটকে আরও জটিল করে তোলে।
এখানে একটি বৃহত্তর প্রশ্নও উঠে আসে;আমরা গণতন্ত্রকে কতটা গুরুত্ব দিচ্ছি? নির্বাচন শুধু ভোটদানের দিনে গিয়ে ব্যালট বোতাম টেপার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এর আগে ও পরে বহু স্তরের প্রক্রিয়া রয়েছে যা আসলে গণতন্ত্রের ভিত গড়ে তোলে। ভোটার তালিকা সেই প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপ। যদি এখানেই দুর্বলতা থাকে, তবে পরবর্তী সবকিছুই ভঙ্গুর হয়ে পড়বে। তাই এই সংশোধন কর্মসূচিকে কেবল প্রশাসনিক কাজ হিসেবে দেখা যাবে না, বরং গণতন্ত্র রক্ষার মূল পরীক্ষার অংশ হিসেবে দেখতে হবে।
অবশ্যই এই মুহূর্তে আতঙ্ক নয়, প্রয়োজন হল কার্যকর সমাধানের। নির্বাচন কমিশনকে প্রমাণ করতে হবে যে তারা সত্যিই নিরপেক্ষ এবং জনমুখী। প্রযুক্তি ব্যবহার করে তথ্য যাচাই করা, নাগরিকদের সরাসরি অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং ভুল হলে দ্রুত সংশোধন করা; এসবই কমিশনের অগ্রাধিকার হওয়া উচিত। অন্যদিকে, নাগরিকদেরও সচেতন থাকতে হবে। কেবল সমালোচনা না করে সক্রিয়ভাবে তালিকা যাচাই করা, অভিযোগ জানানো এবং প্রয়োজনে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। গণতন্ত্র তখনই শক্তিশালী হয় যখন সরকার, প্রতিষ্ঠান এবং নাগরিক;সবাই মিলিতভাবে দায়িত্ব পালন করে। প্রক্রিয়ার প্রতি মানুষের আস্থা না থাকে গণতন্ত্র থাকে না

'৪৬-এর দাঙ্গা রুখতে মলঙ্গা লেনের গোপাল মুখোপাধ্যায়

গোপাল মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে জানতে চেয়ে আজতক বাংলার ২০২৩ সালের ১৬ আগস্টের একটি প্রতিবেদন পেলাম। প্রতিবেদনটি হুবহু তুলে দিলাম। ১৯৪৬ সালের ১৬ অগাস্ট মুসলিম লিগের ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে-র ডাকের পর শুরু হওয়া সাম্প্রদায়িক হিংসাকে ঘিরে কলকাতা নৃশংস হত্যাকাণ্ড দেখেছিল। কলকাতা কিলিং-এর ৭৮তম বার্ষিকীতে, ভারতমাতার সন্তান গোপাল মুখোপাধ্যায় যিনি গোপাল পাঁঠা নামেও পরিচিত, তাঁর সম্পর্কে জানব। ৪৬-'র 'গ্রেট কলকাতা কিলিং' একাই রুখে দিয়েছিলেন গোপাল পাঁঠা, কে তিনি? গ্রেট কলকাতা কিলিং' রুখেছিলেন গোপাল পাঁঠা?

১৬ অগাস্ট, ভারতের ইতিহাসে একটি অন্ধকার অধ্যায়ে গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংস-এর বার্ষিকী। ১৯৪৬ সালের এই দিনে, কলকাতা ভয়ঙ্কর সাম্প্রদায়িক হিংসা দেখেছিল যা চার দিন স্থায়ী হয়েছিল এবং ১০,০০০ জন প্রাণ হারিয়েছিল। সাম্প্রদায়িক হিংসা এবং হত্যাকাণ্ড, কলকাতার ইতিহাসে এমন এক ঘটনা, ইতিহাসবিদ সুরঞ্জন দাস যাকে বাংলা 'ভাগের দাঙ্গা' সূচনা বলে অভিহিত করেছেন।

১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ১৬ অগাস্টের ভোরে পাকিস্তান তৈরির জন্য মুসলিম লিগ প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দিলে শহর কলকাতা জুড়ে শুরু হয়ে যায় হিন্দু গণহত্যা। নেহেরু তখন দিল্লিতে অন্তর্বর্তীকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী। আর অখণ্ড বাংলার শাসনের দায়িত্ব পেয়েছিল মুসলিম লিগ এবং মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন সুরাবর্দি। সুরাবর্দির নির্দেশেই কলকাতায় শুরু হয় এই হিন্দু গণহত্যা। কলকাতায় ছিল মহড়া, আর পুরো উদ্দেশ্যটি কার্যকর করা হয় নোয়াখালীতে। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় বসবাসকারী মানুষের মধ্যে ৩১.৭০ শতাংশ ছিল বাইরের রাজ্য থেকে আসা এবং ৩০ শতাংশ ছিল কলকাতার বাইরের জেলাগুলি থেকে আসা লোকজন। ৬০ লক্ষ মানুষের বাস কলকাতায় ছিল ১২০০ জনের পুলিশ বাহিনী, এর মধ্যে মুসলমান ৬৩ জন। এছাড়া ডেপুটি কমিশনার ও একজন ও.সি ছিলেন মুসলমান। মুসলমান দাঙ্গাবাজদের বেশির ভাগ ছিল গ্রাম থেকে আসা লোক। এর মধ্যে ছিল মুসলমান শ্রমিক, কষাই, খালাসি, ছ্যাকড়া গাড়ির চালক। অন্যদিকে, মুসলিম লিগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার কাজে ভূমিকা ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের শিক্ষিত যুবক, ছাত্র সমাজ ও মধ্যবিত্তদের। ১৯৪৬-এর ১৬ আগস্টের সকালে মুসলিম লিগ যখন অ্যাকশান শুরু করে, তখনও পর্যন্ত কলকাতার হিন্দুরা বিষয়টা বুঝে উঠতে পারেনি। কারণ, ওই দিন বিকেলে কলকাতার তথাকথিত প্রগতি শীল ধর্মনিরপেক্ষ হিন্দুরা ময়দানে মনুমেন্টের তলায় মুসলিম লিগ ও ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির যৌথ মিটিং শুনতে গিয়েছিল।

১৯৪৬ সালে মুসলিম লিগের নেতৃত্বে 'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং' শুরু হলে রুখে দাঁড়ান গোপাল মুখোপাধ্যায় ও তাঁর ভারতীয় জাতীয় বাহিনী। মূলত একার হাতেই সেদিন কলকাতাকে বাঁচিয়েছিলেন তিনি। প্রবাদ হয়ে গিয়েছে গোপাল ছিলেন বলে টালা ট্যাঙ্ক আছে, শিয়ালদা স্টেশন আছে, আপনি, আমি রয়েছি। আর সেই প্রবাদের সঙ্গে জড়িয়ে আজও রয়েছে। মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের উল্টো দিকে এক চিলতে মাংসের দোকান ছিল। প্রসঙ্গত ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট' গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং' রুখে ছিলেন যিনি সেই গোপাল মুখো পাধ্যায়েরও পাঁঠার মাংসের দোকান ছিল। যে কারণে গোপাল পাঁঠা নামেই তিনি পরিচিতি লাভ করেছিলেন।

মুসলিম লিগের বাহিনীর হাত থেকে হিন্দুদের বাঁচাতে এগিয়ে এসেছিলেন কলকাতা বউবাজারের এই ডাকসাইটে হিন্দু যুবক কুস্তিগীর গোপাল মুখোপাধ্যায়। পরিচয়ে বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ভাইপো। কলকাতা বউবাজারের মলঙ্গা লেনে ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের ৭ ই সেপ্টেম্বর গোপালের জন্ম। সেবার হিন্দুদের বাঁচাতে গোপাল জোগাড় করেছিলেন ২৪ পয়েন্ট বোরের বহু রাইফেল তিনি সংগ্রহ করেন। সেগুলি জোগাড় হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কলকাতায় ঘাঁটি থেকে।

মানব সৃষ্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগ শুধু মানব সভ্যতার অভিশাপ নয়, বিশ্ব ধ্বংসের সৃষ্টি

বিশেষ প্রতিবেদক

মানবসৃষ্ট কর্মকাণ্ডেই ঘন ঘন দুর্যোগ সতর্কবার্তাকে উপেক্ষা করার অবসান। প্রাকৃতিক দুর্যোগ একসময়কে কেবল প্রকৃতির খামখেয়াল বা ঈশ্বরের ইচ্ছা বলে মনে করা হত। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে মানুষ যখন বন্যা, খরা, ভূমিকম্প বা ঝড়ের মুখোমুখি হয়েছে, তখন সেগুলিকে 'অপরিহার্য নিয়তি' হিসেবে মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোনও পথ খোলা ছিল না। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান ও পরিবেশবিদ্যা আজ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিচ্ছে যে সমকালীন বিশ্বের ঘন ঘন এবং ভয়াবহ দুর্যোগের পেছনে কেবল প্রাকৃতিক কারণই দায়ী নয়, বরং মানুষের বেপরোয়া কর্মকাণ্ডই এই বিপর্যয়ের অন্যতম প্রধান কারণ। শিল্পায়ন, নগরায়ণ, নির্বিচারে বনভূমি ধ্বংস, অযথা ভোগবাদী সংস্কৃতির বিস্তার এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ত্বরান্বিত গতি;সব মিলিয়ে পৃথিবীর বিপন্নতার মূল কেন্দ্র বিন্দু এখন মানবসভ্যতারই কর্মকাণ্ড।
জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে দুর্যোগের যোগসূত্র আজ আর কোনও বিতর্কের বিষয় নয়। আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে শুরু করে দেশীয় গবেষণা কেন্দ্র; সবখানেই এক সুরে বলা হচ্ছে যে তাপমাত্রা বৃদ্ধি, হিমবাহ গলে যাওয়া, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, অনিয়মিত বৃষ্টিপাত ও অস্বাভাবিক আবহাওয়া সরাসরি মানুষের জীবনযাত্রা ও সুরক্ষাকে বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। এর ফলে একদিকে যেমন ঘন ঘন ঘূর্ণিঝড়, বন্যা বা খরা দেখা দিচ্ছে, অন্যদিকে তেমনি মানবস্বাস্থ্যের উপরও মারাত্মক প্রভাব পড়ছে। এই ভয়ঙ্কর চক্রের পেছনে মূল চালিকাশক্তি হল কার্বন নিঃসরণ ও দূষণ, যা মূলত মানুষের অযৌক্তিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ফলাফল।

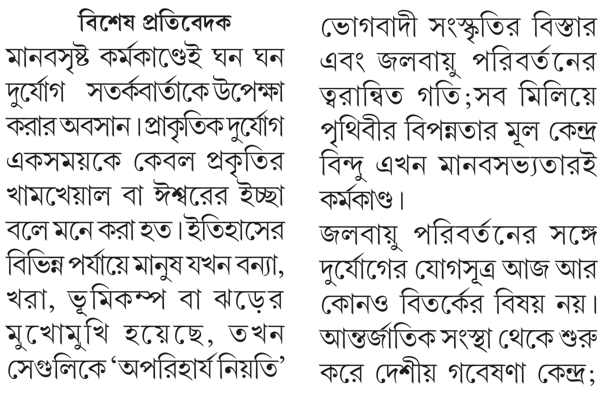

শিল্প বিপ্লবের পর থেকে মানবসভ্যতা অগ্রগতির নামে প্রকৃতিকে অবাধে শোষণ করেছে। কয়লা, পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাসের অযাচিত ব্যবহার একদিকে যেমন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলকে দূষিত করেছে, অন্যদিকে জলবায়ু পরিবর্তনের গতি বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। বনভূমি নির্বিচারে ধ্বংস করার ফলে পৃথিবীর প্রাকৃতিক ভারসাম্য মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গাছপালা যেভাবে কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণ করে পৃথিবীর তাপমাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করত, সেই প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াকে ভেঙে দেওয়া হয়েছে মানুষের লোভের কারণে। নগরায়ণের নামে নদী-খাল ভরাট, সমুদ্রতট দখল, পাহাড় কেটে বসতি স্থাপন;সবই মানুষের হাতে প্রকৃতির উপর চাপ তৈরি করেছে। ফলে অল্প বৃষ্টিতেই তৈরি হচ্ছে জলাবদ্ধতা, সামান্য ভূমিকম্পেই ভেঙে পড়ছে অট্টালিকা, আবার সামান্য ঘূর্ণিঝড়েই বিধ্বস্ত হচ্ছে বিস্তীর্ণ এলাকা।
কেবল পরিবেশ দূষণ বা বনভূমি ধ্বংস নয়, কৃষিকাজের ক্ষেত্রেও মানুষের কর্মকাণ্ড দুর্যোগ ডেকে আনছে। রাসায়নিক সার, কীটনাশক ও বিষাক্ত বর্জ্যের অতিরিক্ত ব্যবহার মাটির উর্বরতা নষ্ট করছে এবং ভূগর্ভস্থ জলের স্তরকে দূষিত করছে। এ ছাড়া ভূগর্ভস্থ জল অযাচিতভাবে তোলার কারণে ভূমি ধস ও মরুভূমিকরণের মতো সমস্যা তীব্র হচ্ছে। মানুষের খাদ্যাভ্যাস ও ভোগবাদী সংস্কৃতি কৃষিজমিতে চাপ সৃষ্টি করছে, যার ফলে কৃষকরা প্রাকৃতিক নিয়ম উপেক্ষা করে উৎপাদন বাড়ানোর জন্য এমন সব প্রযুক্তি ব্যবহার করছেন যা দীর্ঘমেয়াদে বিপজ্জনক।
দুর্যোগের প্রভাব কেবল প্রাকৃতিক ক্ষতিই ঘটাচ্ছে না, সমাজের ভেতরে অস্থিরতা তৈরি করছে। বন্যা বা খরার কারণে লক্ষ লক্ষ মানুষ বাস্তুচ্যুত হচ্ছে, যাদেরকে বলা হয় 'জলবায়ু শরণার্থী'। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে উপকূলবর্তী অঞ্চল ধীরে ধীরে বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়ছে। বাংলাদেশ, মালদ্বীপ, এমনকি ভারতের সুন্দরবন অঞ্চলের বহু মানুষ ইতিমধ্যেই বাস্তুচ্যুত হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে। আবার অস্বাভাবিক গরমের কারণে শহরাঞ্চলে বাড়ছে তাপপ্রবাহ, যার শিকার হচ্ছেন বয়স্ক ও দরিদ্র মানুষরা। স্বাস্থ্যখাতে এর প্রভাব বিপুল, কারণ বাড়ছে হিটস্ট্রোক, ডায়রিয়া, ম্যালেরিয়া ও ডেঙ্গুর মতো রোগ।

লেখকের কলমে নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদ

নবেন্দু সাহা, নবদ্বীপ

নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদ ২১ শে জুন ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে রথযাত্রায় পথচলা শুরু করে। এবছর ৭৯ তম স্বাধীনতা দিবসের পূণ্য লগ্নে নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদের ৩২ তম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান হয়ে গেল। এদিন বিকালে পরিষদ সভাগৃহে বিদগ্ধ অতিথিদের উপস্থিতিতে প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন পূর্বস্থলী কলেজের অধ্যক্ষ ড. বিভাস চন্দ্র সাহা। তিনি এই অনুষ্ঠানের স্মরণিকা প্রকাশ করে পরিষদের কর্মকাণ্ডের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এবছর ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ- এর পূর্বাঞ্চল কেন্দ্রের অবসরপ্রাপ্ত 'অধীক্ষক পুরাতত্ত্ববিদ,' খ্যাতিমান উৎখনন বিশেষজ্ঞ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে অসামান্য অবদানের জন্য সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পরিষদের এই আয়োজনের প্রশংসা করেন, সেই সঙ্গে তাঁর উৎখনন কাজের নানা কথা বলেন। এই সভায় অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, লোকসংস্কৃতি গবেষক, পুথি সংগ্রাহক ও পুথি গবেষক ড. শ্যামল বেরাকে 'পুথিরত্ন' উপাধিতে সম্মানিত করা হয়। ড.শ্যামল বেরা এই উপাধি তিনি যাঁরা পুথি চর্চা, গবেষণা করছেন তাঁদের সকলকে উৎসর্গ করে বলেন দক্ষিণের নবদ্বীপ থেকে এসে এই নবদ্বীপ থেকে উপাধি পাওয়ায় তিনি গর্বিত, হাওড়ার আন্দুলকে দক্ষিণের নবদ্বীপ বলা হতো, এই তথ্যের আলোচনায় পিছনের ৩০০ বছরের ইতিহাস তুলে ধরেন। পরিষদের কনিষ্ঠ সদস্য শুভম ঘোষ আই আই টি পাটনা থেকে এবছর ঔপনিবেশিক বর্ণনা-বিরোধী ইংরাজি সাহিত্যের ওপর গবেষণা করে পি এইচ ডি ডিগ্রি অর্জন করায় এই অনুষ্ঠানে পরিষদের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানানো হয়। সকলকেই স্মারক, মানপত্র প্রদান করে সম্মানিত করা হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রকাশিত স্মরণিকায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মণিপুরি নাট্যব্যক্তিত্ব প্রয়াত রতন থিয়ামকে স্মরণ করেন কবি ও গবেষক সুব্রত পাল। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মানপত্র, উপাধি পত্র ও অভিনন্দন পত্র পাঠ করেন সাংবাদিক ও গবেষক দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষনে সম্পাদক শান্তিরঞ্জন দেব পরিষদের কর্মকাণ্ড নিয়ে সাংগঠনিক বক্তব্য রাখেন ও সকলকে স্বাগত জানান। অনুষ্ঠান শুরুতেই অতিথিদের বরণ করে নেওয়া হয়, বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য, রাখহরি শী,সুমন সাহা, সুশীল কুমার গুছাইত,আশিস সেনগুপ্ত, রথীন্দ্রনাথ কুণ্ডু, অমরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য, গোপাল ঘোষ,স্মৃতিকণা গঙ্গোপাধ্যায়, মৌমিতা দাস,রবি সাহা,নবেন্দু সাহা প্রমুখ সদস্য-সদস্যাবৃন্দ। ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে বিশ্ব ঐতিহ্য দিবসের পুরস্কার দেওয়া হয়।

৯ লক্ষ অতিরিক্ত যাত্রীর জন্য সুবিধা তৈরি মেট্রো কলকাতাকে উপহার

২০ আগস্ট ঃ ভারতে মেট্রো পরিষেবা চালুকারী শহর কলকাতা তিনটি বিভাগে ৩৬৬ টি নতুন মেট্রো ট্রেন পরিষেবা দ্বারা চালিত

এখন যোগাযোগের এক নতুন যুগে প্রবেশ করছে। শীঘ্রই, তিনটি নতুন লাইন খোলা এবং সম্প্রসারণের মাধ্যমে, প্রায় ৯.১৫ লক্ষ যাত্রী প্রতিদিন কলকাতা মেট্রোতে ভ্রমণ করতে পারবেন। এই পরিবর্তনটি হচ্ছে, যা দ্রুত এবং আরও নিয়মিত ভ্রমণ প্রদানের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। ২২ আগস্ট, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মেট্রো নেটওয়ার্কের তিনটি নতুন অংশ উদ্বোধন করবেন - গ্রিন লাইনের ২.৪৫ কিলোমিটার এসপ্ল্যানেড থেকে শিয়ালদহ অংশ, ইয়েলো লাইনের ৬.৭৭ কিলোমিটার নোয়াপাড়া থেকে জয় হিন্দ বিমানবন্দর অংশ এবং অরেঞ্জ লাইনের ৪.৪ কিলোমিটার হেমন্ত মুখোপাধ্যায় থেকে বেলেঘাটা অংশ। তিনি এই লাইনগুলিতে তিনটি মেট্রো ট্রেনেরও উদ্বোধন করবেন। গ্রিন লাইন সবচেয়ে বেশি সুবিধা পাবে, পরিষেবার সংখ্যা ১৮৬-এ উন্নীত হবে। অরেঞ্জ লাইন এখন ৬০টি পরিষেবা চালাবে এবং ইয়েলো লাইন ১২০টি পরিষেবা চালাবে। আরও ট্রেন চলার ফলে অপেক্ষার সময় কম আসবে এবং ভিড় কমবে। **গ্রিন লাইন - এসপ্ল্যানেড থেকে শিয়ালদহ (২.৪৫ কিমি)**: এই অংশটি শহরের জন্য একটি বিশাল স্বস্তি হবে। আজ হাওড়া এবং শিয়ালদহ, দুটি ব্যস্ততম রেলওয়ে টার্মিনালের মধ্যে সড়কপথে ভ্রমণ করতে ৪০ থেকে ৪৫ মিনিট সময় লাগে। মেট্রোর মাধ্যমে, যাত্রায় এখন মাত্র ১১ মিনিট সময় লাগবে। লক্ষ লক্ষ দৈনিক যাত্রীর জন্য, এই সময় সাশ্রয় আশীর্বাদের মতো মনে হবে। **ইয়েলো লাইন - নোয়াপাড়া থেকে জয় হিন্দ বিমানবন্দর (৬.৭৭ কিমি)**: বিমানবন্দরে পৌঁছানো এখন দ্রুত এবং আরও আরামদায়ক হবে। দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক যাত্রী, বিমান কর্মী এবং বিমানবন্দর কর্মীরা সকলেই দ্রুত, নিরাপদ এবং সুবিধাজনক যাত্রার সুবিধা পাবেন। দমদম ক্যান্টনমেন্টে একটি ইন্টারচেঞ্জের মাধ্যমে, যাত্রীরা শহরের বাকি অংশ এবং প্রধান রেলস্টেশনগুলির সাথে সরাসরি সংযোগ স্থাপন করতে পারবেন। এসপ্ল্যানেড থেকে বিমানবন্দর পর্যন্ত যাত্রা মাত্র ৩০ মিনিট সময় নেবে। **অরেঞ্জ লাইন - হেমন্ত মুখোপাধ্যায় থেকে বেলেঘাটা (৪.৪ কিমি)**: এই সম্প্রসারণটি সায়েন্স সিটি, হাসপাতাল, স্কুল এবং ব্যবসায়িক কেন্দ্রগুলিকে সংযুক্ত করে। এখানে যাত্রী সংখ্যা দ্বিগুণ হওয়ার আশা করা হচ্ছে। বেলেঘাটা থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত যাত্রা এখন মাত্র ৩২ মিনিট সময় নেবে, যার ফলে দক্ষিণ ও পূর্ব কলকাতার মধ্যে ভ্রমণ অনেক সহজ হবে। এই নতুন মেট্রো লাইনগুলি কেবল কলকাতাকেই নয়, উত্তর ২৪ পরগনা এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার যাত্রীদেরও উপকৃত করবে। আগে যে যাত্রায় ঘন্টার পর ঘন্টা সময় লাগত তা এখন কয়েক মিনিটে সম্পন্ন হবে, যার ফলে শহর জুড়ে ভ্রমণ আগের চেয়ে দ্রুত, সহজ এবং মসৃণ হবে।

ফার্নেস বিস্ফোরণে মৃত্যু ১ শ্রমিকের, আহত ৬

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ২০ আগস্ট ঃ দুর্গাপুরের কমলপুরে একটি বেসরকারি ইস্পাত কারখানায় লোহা গলানোর ফার্নেস বিস্ফোরণে মৃত্যু হলো এক শ্রমিকের। ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন আরও ছয়জন। মেশিনারিজ রক্ষণাবেক্ষণের অভাবের অভিযোগ তুলে বুধবার কারখানার সামনে উত্তেজনা ছড়াল শ্রমিকদের মধ্যে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত শ্রমিক নবীন কুমার (২৭), বিহারের নাবাডা জেলার বাসিন্দা। মঙ্গলবার রাতের শিফটে সাত শ্রমিক ফার্নেসে কাজ করছিলেন। ল্যাডেলের মাধ্যমে গলিত লোহা ঢালার সময় হঠাৎ বিস্ফোরণ ঘটে। মুহূর্তের মধ্যে তপ্ত গলিত লোহা ছিটকে গিয়ে শ্রমিকদের শরীরে পড়ে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় নবীনের। বাকি ছ'জনকে ঝলসে যাওয়া অবস্থায় সহকর্মীরা উদ্ধার করে বিধাননগরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করেন। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে , আহতদের মধ্যে একজনের শরীরের ৯০ শতাংশ ঝলসে গিয়েছে, তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক। তিনজনের শরীর ৫০ শতাংশ এবং দু'জনের শরীর প্রায় ৩৫ শতাংশ ঝলসে গেছে। দুর্ঘটনার পর ক্ষোভে ফেটে পড়ে শ্রমিকরা। তাঁদের অভিযোগ, যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ না থাকার কারণেই এই বিপর্যয়।

Auction Notice

Auction are invited for Ferry ghat under Hariharpara Panchayat Samity in **N.I.A. Memo No.-1444/1(27)/F.G/H.H.P.P.S, Dated-20.08.2025**. Documents and other details are available in the office. The last date of submission of Auction is up to **3.00 pm** on dated **29.08.2025**. Further, contact with the office of the undersigned for any quarries in the office hours.

Sd/- Executive Officer
Hariharpara Panchayat Samiti
Hariharpara, Murshidabad

উত্তর পূর্ব রেলওয়েতে নন-ইন্টারলকিং কাজের জন্য ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ

গোরখপুর-গোন্ডা শাখায় গোরখপুর-ডোমিনগড় স্টেশন বরাবর ৩য় লাইন চালু এবং গোরখপুর-আনন্দনগর শাখায় গোরখপুর-নাকাহা জঙ্গল স্টেশনের মধ্যে ডাবলিংয়ের জন্য প্রি নন-ইন্টারলকিং (২২.০৯.২০২৫ তারিখ), নন-ইন্টারলকিং কাজ (২৩.০৯.২০২৫ থেকে ২৬.০৯.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত) তৎসহ সিআরএস ইন্সপেকশন কাজের (২৬.০৯.২০২৫ তারিখ) কারণে নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি নিম্নলিখিতমতো নিয়ন্ত্রিত হবেঃ ● **বাতিলঃ ১৫০২৭** সম্বলপুর-গোরখপুর মৌর্য এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৯ থেকে ২৯.০৯.২০২৫), **১৫০২৮** গোরখপুর-সম্বলপুর মৌর্য এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৩.০৯ থেকে ২৭.০৯.২০২৫), **১৫০৮৯** গোড্ডা-গোমতীনগর সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৭.০৯.২০২৫) এবং **১৫০৯০** গোমতীনগর-গোড্ডা সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৯.২০২৫)। ● **পথ পরিবর্তনঃ ১৩০১৯** হাওড়া-কাঠগোদাম বাগ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২২.০৯ থেকে ২৬.০৯.২০২৫) ভাটনি জং.-গোরখপুর-গোন্ডা-বরাবাঁকি জং. স্টেশনের পরিবর্তে পথ পরিবর্তন করে ভাটনি জং.-মউ জং.-বারানসী সিটি-বারানসী জং.-অযোধ্যা ক্যান্ট. - বরাবাঁকি জং. স্টেশন হয়ে চলবে এবং **১৩০২০** কাঠগোদাম-হাওড়া বাগ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২২.০৯ থেকে ২৬.০৯.২০২৫) বরাবাঁকি জং.- গোন্ডা -গোরখপুর - দেওরিয়া সদর-ভাটনি জং. স্টেশনের পরিবর্তে পথ পরিবর্তন করে বরাবাঁকি জং.- অযোধ্যা ক্যান্ট.-বারানসী জং.-মউ জং.- ভাটনি জং. স্টেশন হয়ে চলবে। উপরোক্ত উভয় ট্রেন পথিমধ্যে উভয় দিকে দেওরিয়া সদর, চৌরি চৌরা, গোরখপুর, খলিলাবাদ, বস্তি, বাভনান, মনকাপুর ও গোন্ডা স্টেশনে থামবে না। ● **সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ ঃ ১৫০২৭** সম্বলপুর-গোরখপুর মৌর্য এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২২.০৯ থেকে ২৫.০৯.২০২৫) এবং **১৫০৪৭** কলকাতা-গোরখপুর পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেস ভায়া সিওয়ান (যাত্রা শুরুর তারিখ ২২.০৯ এবং ২৩.০৯.২০২৫) দেওরিয়া সদর স্টেশনে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে এবং দেওরিয়া সদর ও গোরখপুর স্টেশনের মধ্যে পরিষেবা বাতিল থাকবে। ● **পুনর্নির্ধারণঃ ১৩০২০** কাঠগোদাম-হাওড়া বাগ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২১.০৯.২০২৫) কাঠগোদাম থেকে ৯০ মিনিটের জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে। **১৫০৪৮** গোরখপুর-কলকাতা পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেস ভায়া সিওয়ান (যাত্রা শুরুর তারিখ ২২.০৯.২০২৫) গোরখপুর থেকে ১৫ মিনিটের জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নম্বর ঃ বিএমএফ-মেশিনিং-এমসিএফ-২০০-১, তারিখ ঃ ১৮.০৮.২০২৫। ডেপুটি চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, বগি ম্যানুফ্যাকচারিং ফ্যাক্টরী, পূর্ব রেলওয়ে, ৮৮/১, অধর দাস রোড, বজবজ, কলকাতা-৭০০১৩৭ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সিঙ্গল প্যাকেট সিস্টেমে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **কাজের নামঃ** ৫-অ্যাক্সিস মেশিনে বগি ফ্রেম মেশিনিং ও এমসিএফ/রায়বেরেলি-তে পৌঁছে দেওয়া। **বিজ্ঞাপিত মূল্যমান ঃ** ৫৬,০৩,৭০২ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ১,১২,১০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০১.০৯.২০২৫ তারিখে সকাল ১১টায়। **বিড শুরুর তারিখ ঃ** ১৮.০৮.২০২৫। **টেন্ডার আপলোডের তারিখ ও সময় ঃ** ১৬.০৮.২০২৫ তারিখে বিকাল ৪.৪৪ মিনিট। **প্রস্তাবের বৈধতা ঃ** ৬০ দিন। **কার্য সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ৭ মাস। টেন্ডার পত্রের বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** থেকে ডাউনলোড করা যাবে। বিডারগণ শুধুমাত্র বন্ধের তারিখ ও সময় পর্যন্ত তাঁদের মূল/সংশোধিত বিড জমা করতে পারবেন। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে ম্যানুয়াল প্রস্তাবের অনুমোদন নেই এবং কোন ম্যানুয়াল প্রস্তাব গৃহীত হলে তা অগ্রাহ্য হবে। (MISC-170/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

ডেকরেটর মালিককে খুনে তিনজনের যাবজ্জীবন সাজা দিল বাঁকুড়া আদালত

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২০ আগস্ট ঃ এক ব্যক্তিকে খুনে দোষী সাব্যস্ত করে তিনজনকে যাবজ্জীবন সাজা শোনাল আদালত। বাঁকুড়া জেলা আদালত এদিন সাজা শুনিয়েছে। সাজা শুনে খুশি মৃতের পরিবারের লোকজন। খুনের ঘটনাটি ঘটেছিল ওন্দা থানার রামসাগর গ্রামপঞ্চায়েতের মালপুর গ্রামে। ডেকরেটর মালিক কালোসোনা রায়কে লোহার রড দিয়ে মাথায় আঘাত করে খুন করা হয়েছিল। জানা গেছে, ঘটনাটি ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের। কালোসোনা রায়ের কাছে কাজ করতেন ডেকোরেটার্স কর্মী সাগর মাঝি। চুরির অভিযোগে সাগরকে পাকড়াও করা হয়। শুধু তাই নয়, সব টাকা ফেরত দিতে বলা হয়। দিন কয়েক পরে কালোসোনা রায় পাড়ার কালীমন্দিরে বসেছিলেন। তখনই সাগর, তার ভাই ও কাকা একসঙ্গে লাঠি, রড নিয়ে হামলা চালায় বলে অভিযোগ। মাথায় আঘাত করা হয়। রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েছিলেন ওই ব্যক্তি। পরে ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। ওন্দা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়। পুলিশ তদন্তে মেনে তিন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। বাঁকুড়া জেলা আদালতে শুরু হয় মামলা। চার্জশিট জমা পড়ে আদালতে। সাক্ষ্যপ্রমাণ ও প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ানের ভিত্তিতে গতকাল, মঙ্গলবার ধৃতদের দোষী সাব্যস্ত করেন বিচারক। এদিন বুধবার আদালত তিনজনকে যাবজ্জীবন সাজা শোনাল।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৯তম সমাবর্তনে ইসরো চেয়ারম্যানকে ডি.এসসি উপাধি

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২০ আগস্ট ঃ রাজ্যপাল কিংবা শিক্ষামন্ত্রী কেউ উপস্থিত না থাকলেও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৯তম সমাবর্তন অনুষ্ঠান এবছর ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপকদের কাছে হয়ে রইল এক অনন্য স্মৃতি। বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত এই সমাবর্তনে গাম্ভীর্য ও জাঁকজমকের কোন খামতি ছিল না। যদিও বিশেষ কারণে রাজ্যপাল তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য সি. ভি. আনন্দ বোস এবং শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু অনুষ্ঠানে আসতে পারেননি, তবু তাদের অনুপস্থিতি মঞ্চের মর্যাদাকে ছাপিয়ে যায়নি। বরং আলোচনার কেন্দ্রে ছিলেন ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরোর চেয়ারম্যান ও মহাকাশ বিভাগের সচিব ড. ভি. নারায়ণন। অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে দেশের চারজন কৃতী ব্যক্তিত্বকে ডি.এসসি (ডক্টর

অব সায়েন্স) উপাধিতে ভূষিত করা হয়। তাদের মধ্যে ড. ভি. নারায়ণনের সম্মান গ্রহণের মুহূর্তেই অডিটোরিয়াম করতালিতে মুখরিত হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. শঙ্কর কুমার নাথ তার হাতে সম্মানপত্র ও স্মারক তুলে দেন। সম্মান গ্রহণ করে আবেগভরা কণ্ঠে মহাকাশ সচিব বলেন, এই সম্মান আমার জীবনের এক বিশেষ প্রাপ্তি। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকে এই স্বীকৃতি পেয়ে আমি ভীষণ আপ্লুত ও কৃতজ্ঞ। আজকের অনুষ্ঠানে থাকতে পেরে আমি গর্বিত। নিজের বক্তব্যে তিনি ভারতের মহাকাশ গবেষণার ভবিষ্যত পরিকল্পনা তুলে ধরে জানান, চলতি বছরে আটটি বড় লঞ্চিং নির্ধারিত রয়েছে। বিশেষ করে চন্দ্রযান -৪ প্রকল্পের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, এটি চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করে সরাসরি নমুনা সংগ্রহ করবে। প্রায় ৯৫০০ কেজি ওজনের এই যান ভারতের মহাকাশ অভিযানে এক নতুন অধ্যায় সূচনা করবে। তিনি আরও জানান, নতুন প্রযুক্তির সমন্বয়ে ইসরো আরও দূরে এগিয়ে যাবে এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিজ্ঞানপ্রেমী মানসিকতারও তিনি বিশেষ প্রশংসা করেন। ড. নারায়ণনের পাশাপাশি এদিন ডি.এসসি সম্মানে ভূষিত হন প্রাক্তন আইআইএসসি ডিরেক্টর প্রফেসর পদ্মনাভন বলরাম, বিশিষ্ট চিকিৎসক ড. শ্যামাসিস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রখ্যাত হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ড. দেবীপ্রসাদ শেঠী। তবে বিশেষ কারণে ড. শেঠী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেননি। এছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন সার্ভেয়ার জেনারেল পৃথিষ নাগ, বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, যাঁদের উপস্থিতি সমাবর্তনের মর্যাদা আরও বাড়িয়ে দেয়। দিনটির মূল আকর্ষণের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদের ছাত্রছাত্রীদের হাতে স্নাতকোত্তর ও গবেষণার ডিগ্রি এবং স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়। নবীন ডিগ্রিধারীদের উদ্দেশ্যে অতিথিরা বার্তা দেন, জ্ঞানচর্চা ও গবেষণার মাধ্যমে সমাজ ও দেশের উন্নতিতে প্রত্যেকের নিজস্ব অবদান রাখা জরুরি। সবশেষে বলা যায়, রাজ্যপাল ও শিক্ষামন্ত্রীর অনুপস্থিতি থাকলেও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৯তম সমাবর্তন আত্মবিশ্বাস, অনুপ্রেরণা ও আশার বার্তা দিয়ে নবীন প্রজন্মের কাছে এক স্মরণীয় দিন হয়ে থাকলো।

অন্ডালের শ্যামসুন্দরপুর কোলিয়ারিতে জল ঢুকে মৃত ১ শ্রমিক, উদ্ধার ৪

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ২০ আগস্ট ঃ অন্ডালের শ্যামসুন্দরপুর কোলিয়ারিতে খনিগর্ভে জল ঢুকে বিপত্তি। জলের তোড়ে ভেসে মৃত্যু হয়েছে এক খনিকর্মীর, উদ্ধার করা হয়েছে আরও চারজনকে। ঘটনায় ইসিএলের গাফিলতির অভিযোগে সরব হয়েছেন শ্রমিক সংগঠনগুলি। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত শ্রমিকের নাম বিবেক কুমার মাঝি (৩০)। বুধবার সকালে বাঁকোলা এরিয়ার এই কোলিয়ারির ১৬ নম্বর ফেসের ১৯ নম্বর লেভেলে দুর্ঘটনা ঘটে। কোলিয়ারি সূত্রে জানা গেছে, গেইনওয়েল নামে একটি বেসরকারি সংস্থার মোট ৯ জন কর্মী খনিতে কাজ করছিলেন। দেওয়ালে হোল করার সময় হঠাৎই পাশের স্টপিং দেওয়াল ভেঙে জল ঢুকে পড়ে। জলের স্রোতে ভেসে যান পাঁচ শ্রমিক। এর মধ্যে বিবেক কুমার মাঝির মৃত্যু হয়, অন্য চারজনকে দ্রুত উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় খনি আধিকারিক, উদ্ধারকারী দল এবং অন্ডাল থানার পুলিশ। শ্রমিক সংগঠনগুলির অভিযোগ, খনিগর্ভে নিরাপত্তা রক্ষায় ইসিএলের চরম গাফিলতি রয়েছে। কেকেএসসি নেতা সৌমিক মজুমদার ও সিটুর মনোজ মুখোপাধ্যায় বলেন, এটাই প্রথম নয়, এর আগে বহুবার এই কোলিয়ারিতে দুর্ঘটনা ঘটেছে। শ্রমিকদের জীবন নিয়ে খেলছে কর্তৃপক্ষ। অন্যদিকে, কোলিয়ারির পার্সোনাল ম্যানেজার পল্লব খাস্তগীর জানান, দুর্ঘটনায় একজনের মৃত্যু হয়েছে, চারজনকে সুস্থভাবে উদ্ধার করা গেছে। বিষয়টি নিয়ে উচ্চপর্যায়ের তদন্ত শুরু হয়েছে।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে দ্বারা নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে কৌশলগত উন্নয়নের দ্বারা পরিচালনগত দক্ষতা বৃদ্ধি

মালিগাঁও, ২০ আগস্ট ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সম্প্রতি নিউ জলপাইগুড়ি ট্রিপ শেড সাইডিং সফলভাবে চালু করেছে, যা এই অঞ্চলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে কেন্দ্রর মধ্যে একটিতে পরিকাঠামো শক্তিশালীকরণ এবং

পরিচালন দক্ষতা উন্নত করার বর্তমানের প্রচেষ্টার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। এই কমিশনিং-এ ৫৯ টি রুটে পরিবর্তন করা হয়, যার ফলে নিউ জলপাইগুড়িতে মোট রুটের সংখ্যা ৪৮০ হয়ে গেছে। এই মুখ্য বর্ধিতকরণের ফলে ট্রেন চলাচলের ক্ষেত্রে নমনীয়তা বৃদ্ধি পাবে, যানজট কমে যাবে এবং স্টেশনের মধ্য দিয়ে ট্রেনের সুগম চলাচল নিশ্চিত হবে। এই নন-ইন্টারলকিং কাজের অংশ হিসেবে, লাইন নং. ৪ ক্লিয়ার স্ট্যান্ডিং লেঙ্থ (সিএসএল)- কেও সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হয়েছে, যার ফলে লম্বা ট্রেনগুলি হ্যান্ডলিং করতে সুবিধাজনক হবে, শান্টিং কার্যক্রম উন্নত হবে এবং উন্নত ইয়ার্ড ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত হবে। এই বিকাশের ফলে ভবিষ্যতে রেল পরিচালনায় দ্রুত এবং আরও দক্ষতা নিয়ে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে। সম্প্রতি নিউ জলপাইগুড়িতে ট্রেন বাতিল এবং পথ পরিবর্তনের ফলে এই পরিকাঠামোগত কাজ কম সময়ের মধ্যে সফলভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। বৃহৎ পরিসরে পথ পরিবর্তন এবং ইয়ার্ডের উন্নয়নের জন্য এই ধরনের বাতিলকরণ প্রয়োজনীয় ছিল। এই কাজের সুবিধা প্রচুর হবে, যার মধ্যে উন্নত কর্মক্ষম নমনীয়তা, বর্ধিত সময়ানুবর্তিতা, বর্ধিত রক্ষণাবেক্ষণ ক্ষমতা এবং ভবিষ্যতে পরিষেবা এবং মাল পরিবহনের সম্প্রসারণের জন্য আরও ভাল প্রস্তুতি রয়েছে। নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রবেশদ্বার হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যা বিপুল সংখ্যক দূরপাল্লার এক্সপ্রেস ট্রেন, স্থানীয় যাত্রী পরিষেবা এবং মালবাহী পরিবহন ব্যবস্থার পরিচালনা করে। এই প্রকল্পটি সম্পন্ন হওয়ার সাথে সাথে, স্টেশনটি এখন বর্তমান যাতায়াতের পাশাপাশি ভবিষ্যতে যাত্রী ও মালবাহী চাহিদা বৃদ্ধি সামালতে আরও ভালভাবে সজ্জিত। উত্তর - পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে বিশ্বমানের পরিকাঠামোর বিকাশ এবং যাত্রী ও মালবাহী গ্রাহকদের উন্নত পরিষেবা প্রদানের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে। নিউ জলপাইগুড়ি ট্রিপ শেড সাইডিং-এর সাম্প্রতিক কমিশনিং একটি শক্তিশালী এবং দক্ষ রেলওয়ে নেটওয়ার্ক তৈরির দিকে একটি বড় পদক্ষেপ, যা এই অঞ্চল এবং রাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ করতে পারে।

সন্তান বদলে মৃত সদ্যোজাত দেখানোর অভিযোগ নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে, বিক্ষোভ কোচবিহারে

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২০ আগস্ট ঃ কোচবিহারে বেসরকারি নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে সদ্যোজাত বদলে দেওয়ার অভিযোগ। পরিবারের সদস্যদের না জানিয়ে সন্তানকে অন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে দাবি বাবার। পরে মৃত সন্তান দেখানো হয়েছে। থানায় অভিযোগ জানিয়ে ডিএনএ টেস্টের দাবি পরিবারের। বিক্ষোভে উত্তাল নার্সিংহোম চত্বর। ১৬ তারিখ মনিকা বর্মন নামে এক যুবতীকে কোচবিহারের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়। সেই দিনই তিনি এক পুত্র সন্তানের জন্ম দেন। দু'দিন পরিবারকে সদ্যোজাতকে দেখানো হয়। ১৮ তারিখ থেকে সন্তানকে আর দেখতে দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ পরিবারের। এদিন, বুধবারে বলা হয়, তাঁদের সন্তানের মৃত্যু হয়েছে। একথা মানতে নারাজ ওই পরিবার। তাঁদের দাবি সন্তান বদলে দেওয়া হয়েছে। তাঁদেরকে না জানিয়ে সন্তানকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ।

১০ নম্বর জাতীয় সড়কে ভূমিধস, আটকে বহু যানবাহন

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২০ আগস্ট ঃ ভূমিধসের জন্য ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক কয়েক ঘন্টা বন্ধ থাকার পর, এটি আবার খুলে দেওয়া হয়। কিন্তু তীব্র যানজটে আটকা পড়েছে একাধিক যানবাহন। বুধবার সকালে পাহাড়ে ভূমিধসের কারণে জাতীয় সড়কটি বেশ কয়েক ঘন্টা বন্ধ ছিল। এরপর সকাল ১১.৩০ নাগাদ, জাতীয় সড়ক ও পরিকাঠামো উন্নয়ন কর্পোরেশন লিমিটেড (এনএইচআইডিসিএল) ভূমিধস পরিষ্কার করে যানবাহন চলাচল শুরু করে।অন্যদিকে, বৃষ্টি শুরু হওয়ার সাথে সাথেই ২৯ মাইল সহ অনেক জায়গায় ভূমিধস শুরু হয়। পাহাড় থেকে জল নেমে আসায় এবং মালওয়ায় কাদা জমে যায়। ফলে পাহাড়ে উঠতে যাত্রীবাহী যানবাহনের দীর্ঘ লম্বা লাইন রয়েছে। যার কারণে আবারও রাস্তা বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (জেনারেল)/পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, পূর্ব রেলওয়ে, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত সংক্রান্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **ক্র.নং.-১। টেন্ডার নম্বর ঃ ইএলইজি-ওটি-১২১৫-২০২৫-২৬-আর১, তারিখ ঃ ১৮.০৮.২০২৫। কাজের বিবরণঃ** শিয়ালদহ ডিভিসনের জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থাপনার কাজ- মুর্শিদাবাদ স্টেশনে ১টি লিফ্টের সংস্থান। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ৩,০৯,৯৯০ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ৬,২০০ টাকা। **ক্র.নং.-২। টেন্ডার নম্বর ঃ ইএলইজি-ওটি-১২৪৮-২০২৫-২৬, তারিখ ঃ ১৮.০৮.২০২৫। কাজের বিবরণঃ** এস্কেলেটরের কাজ- বর্তমান ১.৮০মি. চওড়া এফওবি-এর পরিবর্তে দমদম ক্যান্টনমেন্ট মেট্রো স্টেশন থেকে দমদম ক্যান্টনমেন্ট রেলওয়ে সার্কুলেটিং এরিয়া পর্যন্ত প্ল্যাটফর্ম-১-এর দিকে এবং প্ল্যাটফর্ম ১ ও প্ল্যাটফর্ম ২ ও ৩-এর সঙ্গে সংযোগকারী ৬.০মি. এফওবি নির্মাণের সঙ্গে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ৬০,৭৫,১০৪ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ১,২১,৫০০ টাকা। **ক্র.নং.-৩। টেন্ডার নম্বর ঃ ইএলইজি-ওটি-১২৪৯-২০২৫-২৬, তারিখ ঃ ১৮.০৮.২০২৫। কাজের বিবরণঃ** বৈদ্যুতিক ও বিদ্যুৎ সরবরাহের কাজ- বর্তমান ১.৮০মি. চওড়া এফওবি-এর পরিবর্তে দমদম ক্যান্টনমেন্ট মেট্রো স্টেশন থেকে দমদম ক্যান্টনমেন্ট রেলওয়ে সার্কুলেটিং এরিয়া পর্যন্ত প্ল্যাটফর্ম ১-এর দিকে এবং প্ল্যাটফর্ম ১ ও প্ল্যাটফর্ম ২ ও ৩-এর সঙ্গে সংযোগকারী ৬.০মি. এফওবি নির্মাণের সঙ্গে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ৪৯,১৬,২৭৮ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ৯৮,৩০০ টাকা। **ক্র.নং.-৪। টেন্ডার নম্বর ঃ ইএলইজি-ওটি-১২৫৭-২০২৫-২৬, তারিখ ঃ ১৮.০৮.২০২৫। কাজের বিবরণঃ** মাইল ৫বি-বজবজ (১৭.৫২ কিমি.) সেকশনের মাঝে স্বয়ংক্রিয় সিগন্যালিং ব্যবস্থাপনার জন্য প্রস্তাব। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ৮৪,৯৪,৪৭৫ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ১,৬৯,৯০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০ টাকা (ক্র.নং. ১ থেকে ৪ প্রতিটির জন্য)। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ০৯ মাস (ক্র.নং. ১ থেকে ৪ প্রতিটির জন্য)। **টেন্ডার প্রকাশের তারিখ ঃ** ১৮.০৮.২০২৫ (ক্র.নং. ১ থেকে ৪ প্রতিটির জন্য)। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৯.০৯.২০২৫ বেলা ২টা (ক্র.নং. ১ থেকে ৪ প্রতিটির জন্য)। **টেন্ডার বিড খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ০৯.০৯.২০২৫ বেলা ২টার পর (ক্র.নং. ১ থেকে ৪ প্রতিটির জন্য)। **টেন্ডার বিড শুরুর তারিখঃ** ২৬.০৮.২০২৫ (ক্র.নং. ১ থেকে ৪ প্রতিটির জন্য)। টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির বিশদ বিবরণ এবং সময়ে সময়ে ইস্যু করা সংশোধনী ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**- এ পাওয়া যাবে। (SDAH-170/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ এসজি.টেন্ডার/জিএসইউ/এসঅ্যান্ডটি/এইচডব্লুএইচ/০১, তারিখ ঃ ১৯.০৮.২০২৫। ডেপুটি চিফ প্রজেক্ট ম্যানেজার, গতি শক্তি ইউনিট/সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **ই-টেন্ডার নম্বর ঃ ডিসিপিএম-এসএনটি-আরএসপি-এইচডব্লুএইচ-টিএসএম-০১-২৫-২৬। অবস্থান সহ কাজের নাম ঃ** ঝিল সাইডিং কোচিং ডিপো হাওড়া ডিভিশন, পূর্ব রেলওয়ে-তে ট্রেন সেট রক্ষণাবেক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন সম্পর্কিত এস অ্যান্ড টি কাজ। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ১,০০,৩৫,১৫১.৮১ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **বায়না মূল্য/বিড সিকিউরিটি জমা করতে হবে ঃ** ২,০০,২০০ টাকা। **কার্য সম্পাদনের সময়সীমাঃ** ৬ মাস। **টেন্ডার জমা শুরুর তারিখঃ** ২৮.০৮.২০২৫। **টেন্ডার জমা বন্ধের তারিখ ঃ** ১১.০৯.২০২৫ তারিখে দুপুর ৩.০০টা পর্যন্ত। **টেন্ডার বিড খোলার তারিখ ঃ** ১১.০৯.২০২৫ তারিখে দুপুর ৩.৩০ মিনিট। **বিশদ বিবরণ যেখানে পাওয়া যাবে ঃ www.ireps.gov.in। কারিগরি যোগ্যতামান ঃ** যে মাসে টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে তার আগের মাসের শেষ দিনে সম্পূর্ণ হওয়া গত ০৭ (সাত) বছর সময়কালে টেন্ডারদাতাকে নিম্নোক্ত ক্যাটিগরিভুক্ত কাজগুলির যে কোন একটির সফল সম্পাদন বা উল্লেখযোগ্য সম্পাদন করে থাকতে হবে ঃ (১) তিনটি অনুরূপ কাজ যাদের প্রত্যেকের ব্যয় টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যমানের ৩০%-এর কম নয়, বা (২) দু'টি অনুরূপ কাজ যাদের প্রত্যেকের ব্যয় বিজ্ঞাপিত মূল্যমানের ৪০%-এর কম নয়, বা (৩) একটি অনুরূপ কাজ যার ব্যয় টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যমানের ৬০%-এর কম নয়। **আর্থিক যোগ্যতামানঃ** টেন্ডারদাতার ন্যূনতম গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার V/N বা 'V', যেটি কম হবে, তার সমতুল্য হবে, যেখানে V-টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যমান কোটি টাকায়, N-যে কাজের জন্য বিড আহ্বান করা হয়েছে তা সম্পাদনের নির্ধারিত বছরের সংখ্যা। গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার গণনা করা হবে "পরীক্ষিত ব্যালান্স শীট অনুসারে পূর্ববর্তী তিনটি আর্থিক বছরের মোট চুক্তিভিত্তিক প্রাপ্ত অর্থের" গড় হিসাবে। এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বছরের ব্যালান্স শীট প্রস্তুতি/পরীক্ষা না হয়ে থাকলে পূর্ববর্তী চতুর্থ বছরের পরীক্ষিত ব্যালান্স শীট-কে গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার হিসাবের ক্ষেত্রে গণ্য করা হবে। টেন্ডারদাতাকে অ্যানেক্সার-VIB অফ জিসিসি ২০২২ (আলোচ্য টেন্ডার নথির ফর্ম-৬) অনুসারে প্রয়োজনীয় তথ্য জমা দিতে হবে ও তৎসহ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট দ্বারা যথাযথভাবে শংসয়িত পরীক্ষিত ব্যালান্স শীটের প্রতিলিপি/পরীক্ষিত ব্যালান্স শীট দ্বারা যথাযথভাবে সমর্থিত চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট-এর শংসাপত্র জমা দিতে হবে। **জমাযোগ্য অন্যান্য নথিঃ** টেন্ডার নথিতে যেরূপ উল্লিখিত। **অনুরূপ কাজ ঃ** ট্রেঞ্চিং, লেইং, সিগন্যাল পরীক্ষা সমন্বিত সিগন্যাল ও টেলিকম সম্পর্কিত যে কোন কাজ বা অন্য যে কোন বিবিধ আউটডোর এস অ্যান্ড টি কাজ। **দ্রষ্টব্যঃ** টেন্ডারদাতাকে টেন্ডার প্রস্তাবের সাথে টেন্ডার নথিতে উল্লিখিত যোগ্যতামান পূরণের ক্ষেত্রে তাঁর/তাঁদের দাবীর সমর্থনে নথি জমা দিতে হবে। টেন্ডারদাতা কর্তৃক জমা দেওয়া যোগ্যতাসূচক তথ্যের সমর্থনে প্রদত্ত নথি/শংসাপত্রের প্রতিলিপির প্রতিটি পাতা টেন্ডারদাতা কর্তৃক বা টেন্ডার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী সংস্থার অনুমোদিত প্রতিনিধি কর্তৃক স্ব-প্রত্যয়িত/ডিজিটাল পদ্ধতিতে স্বাক্ষরিত হতে হবে। স্ব-প্রত্যয়ন স্বাক্ষর, স্ট্যাম্প ও তারিখ (প্রতিটি পাতায়) সমন্বিত হতে হবে। (SDAH-175/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil), Br-X, KMC** invites online percentage rate e-tenders in two bid system for the following works :

1. NIT No. : X/089/032/2025-2026/UTTARAN
Name of work : **Rejuvenation of damaged sewer lines of 7, Kunja Behari Lane in Ward No.-089, Br-X (Complain received through talk to Mayor)**. Estimated Cost (Including GST and CESS): **Rs. 2,46,670.66.** Earnest Money: **Rs. 5,000.00**. Period of Completion: **60 Days**. Last date and time of submission of bid: **02.09.2025 - 12 noon**. Date and time of opening of bid : **04.09.2025 - 12 noon**.

2. NIT No. : X/096/19/2025-2026
Name of work : **Maintenance of Asphaltum Road near Premises-169 Regent Estate, 3/63 Bijoygarh & different location etc in WD-096, Br-X**. Estimated Value (Including GST and CESS): **Rs. 2,97,976.57.** Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Time of Completion: **45 Days**.

3. NIT No. : X/091/028/2025-2026
Name of work : **Rest. of Asphaltum Rd disturbed by W.S. Deptt. at Jagannath Ghosh Road in Ward No.-91, Br-X**. Estimated Value (Including GST and CESS): **Rs. 1,89,946.52.** Earnest Money: **Rs. 3,800.00**. Time of Completion: **65 Days**. Last date and time of submission of bid: **01.09.2025 - 12 noon** (for sl. no. 2 & 3). Date and time of opening of bid : **04.09.2025 - 12 noon** (for sl. no. 2 & 3). The bid forms and other details are available on and from **22.08.2025 (From 5 p.m.)** (for sl. no. 1 to 3). The website **https://etender.nic.in** (for sl. no. 1 to 3).

The **Executive Engineer (C), Br-V, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following work :
NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/041/11/2025-2026
Name of work : **Repairing of paver block footpath at 16 Rajendra Mullick St. and other places etc in Ward No.-041**. Estimated Cost (Including GST and CESS): **Rs. 2,43,145.69.** Earnest Money: **Rs. 5,000.00**. Period of Completion: **30 Days**. Last date and time of submission of bid: **28.08.2025 - 11 a.m**. Date and time of opening of Tender : **30.08.2025 - 11 a.m**. The bid forms and other details are available on and from **20.08.2025 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (C), Br-IX, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :

1. NIT No. : KMC/IX/071/067/2025-2026/R
Name of work : **Restoration of road surface and other works at 30 ATM Road, 52, Debendra Ghosh Road etc. in Ward No.-071**. Estimate Cost (Incl. GST & CESS): **Rs. 2,99,724.58.** Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **60 Days**.

2. NIT No. : KMC/IX/071/066/2025-2026/R
Name of work : **Repairing of drainage system at SNP St. and DL Khan Crossing, also near SSKM Hospital and 56, Turf Road etc. in Ward No.-071**. Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **Rs. 1,99,548.78.** Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **60 Days**. Last date and time of submission of bid: **28.08.2025 - 12 noon** (for sl. no. 1 & 2). Tender will be opened on : **30.08.2025 - 12 noon** (for sl. no. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **20.08.2025 (5 p.m.)** (for sl. no. 1 & 2). The website **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 & 2).

The **Executive Engineer (Civil), Br-VIII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :

1. NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/068/10/2025-2026
Name of work : **Repairing of I.P passage, yard gully, catch pit near 38, Kankulia Road and its adjoining area disturbed by water works and allied works in Ward No.-68**. Estimated Cost (Including GST and CESS): **Rs. 1,99,336.45.** Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **30 Days**. Last date and time of submission of bid: **04.09.2025 - 12 noon**. Date of opening of tender : **08.09.2025 - 12 noon**.

2. NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/072/18/2025-2026/D
Name of work : **Restoration of paver block and IPS on footpath near 1 S.P.M. Rd., 92/1B Bakul Bagan Rd., 57/1/B Beltala Rd., etc. in Ward No.-72 disturbed by CESC, Natural Wear and Tear**. Estimated Cost (Including GST and CESS): **Rs. 3,48,649.95.** Earnest Money: **Rs. 7,000.00**. Period of Completion: **90 Days**.

3. NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/070/11/2025-2026/R
Name of work : **Repairing of M.H, G.P & C.P at 5 Mohini Mohan Road & other different locations in Ward No.-70**. Estimated Cost (Including GST and CESS): **Rs. 1,99,708.49.** Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **90 Days**. Last date and time of submission of bid: **02.09.2025 - 12 noon** (for sl. no. 2 & 3). Date of opening of tender : **04.09.2025 - 12 noon** (for sl. no. 2 & 3). The bid forms and other details are available on and from **26.08.2025 (5 p.m.)** (for sl. no. 1) and **25.08.2025 (5 p.m.)** (for sl. no. 2 & 3). The website **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 3).

The **Executive Engineer (Civil)/Br-IV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :

1. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/027/020/25-26/R
Name of work : **Repairs to I.P.S., concrete footpath and passages at 32/B Dr. Dhiren Sen Sarani, 28/2, 37/1, Ghosh Lane, 19, Jugal Kishore Das Lane, 110, A.P.C. Road and other places in Ward No.-27 under Br-IV**. Estimated Cost (Including GST and CESS): **Rs. 4,81,098.00.** Earnest Money: **Rs. 9,700.00**. Period of Completion: **35 Days**. Last date and time of submission of bid: **27.08.2025 - 11 a.m**. The tender will be opened on: **29.08.2025 - 11 a.m**.

2. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/025/43/25-26/R
Name of work : **Construction of new catch pit, SIP, S.W pipe line at Parbati Ghosh Lane, Baranashi Ghosh Lane and other places in Ward No.-25 under Borough-IV**. Estimated Cost (Including GST and CESS): **Rs. 2,71,572.00.** Earnest Money: **Rs. 5,500.00**. Period of Completion: **40 Days**.

3. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/025/47/25-26/R
Name of work : **Repairing of I.P., concrete passage and footpath at 2/1 Pyari Mohan Pal Lane, Shib Krishna Dawn Lane and other places in Ward No.-25 under Borough-IV**. Estimated Cost (Including GST and CESS): **Rs. 2,92,141.00.** Earnest Money: **Rs. 5,900.00**. Period of Completion: **35 Days**.

4. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/026/E146/25-26/R
Name of work : **Repairing of paver blocked footpath at 13/D Beadon Street, 306/A, 282A C.R. Avenue and other places in Ward No.-26 under Borough-IV**. Estimated Cost (Including GST and CESS): **Rs. 4,88,991.65.** Earnest Money: **Rs. 9,800.00**. Period of Completion: **35 Days**.

5. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/026/E148/25-26/R
Name of work : **Repairing of I.P, concrete passage and footpath at Kashi Ghosh Lane, Bhairab Biswas Lane and other places in Ward No.-26 under Borough-IV**. Estimated Cost (Including GST and CESS): **Rs. 3,42,707.82.** Earnest Money: **Rs. 6,900.00**. Period of Completion: **35 Days**.

6. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/026/E145/25-26/R
Name of work : **Repairing of asphaltum road due to disturbed by W/S Dept. at Sudhir Chatterjee St. and other places in Ward No.-26.** Estimated Cost (Including GST and CESS): **Rs. 1,69,637.56.** Earnest Money: **Rs. 3,400.00**. Period of Completion: **20 Days**. Last date and time of submission of bid: **28.08.2025 - 11 a.m**. (for sl. no. 2 to 6). The tender will be opened on: **30.08.2025 - 11 a.m**. (for sl. no. 2 to 6). The bid forms and other details are available on and from **19.08.2025 (5 p.m.)** (for sl. no. 1 to 6). The website **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 6).

CORRIGENDUM

NIT No. : KMC/SUPPLY/REP-06/2025-2026
Published in this Newspaper on **12.08.2025 (Key No. 851/25-26)** of **Supply (ICMP) Department**. The last date and time of submission of bid should be read as **26.08.2025 up to 5 p.m.** instead of 22.08.2025 - 5 p.m. and technical proposals should be read as **28.08.2025 at 5 p.m.** instead of 25.08.2025 - 5 p.m.

906/25-26

চলুন বেড়িয়ে আসি

পুজোর ছুটিতে সময় কাটাতে
মাত্র আধ ঘণ্টায় শিলিগুড়ি থেকে আকাশপথে পৌঁছে যেতে পারবেন গ্যাংটকে

পুজোর ছুটিতে সময় কাটাতে সিকিম ভ্রমণের কথা ভেবেছেন? লাচুং, লাচেন অথবা গুরুদংমার হ্রদ ঘুরে দেখার রুট ম্যাপ ছকে নিয়েছেন যারা, তাঁদের জন্য সুখবর। আর ভূমিধসে বিধ্বস্ত ১০ নম্বর জাতীয়

সড়কে তীব্র যানজটে আটকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে না। এবার মাত্র আধ ঘণ্টায় শিলিগুড়ি থেকে আকাশপথে পৌঁছে যেতে পারবেন গ্যাংটকে। সেই সুযোগ করে দিতেই পুজোর মুখে রবিবার থেকে ফের চালু হল শিলিগুড়ি-সিকিম হেলিকপ্টার পরিষেবা। সৌজন্যে 'সিকিম ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন' এবং ' স্কাইওয়ান এয়ারওয়েজ লিমিটেড'।

আরও বেশি পর্যটক টানতে গত বছরের ৬ মার্চ বাগডোগরা থেকে গ্যাংটক পর্যন্ত ২৩ আসনের এমআই-১৭২ হেলিকপ্টার পরিষেবা চালু করেছিল সিকিমের পর্যটন ও বেসামরিক বিমান চলাচল দপ্তর। আশা ছিল, কপ্টার পরিষেবায় কম সময়ে বাগডোগরা থেকে গ্যাংটকে পৌঁছে যাওয়ায় পর্যটকদের আকর্ষণ বাড়বে। কিন্তু সেটা হয়নি। উলটে আবহাওয়া সামান্য খারাপ হতে উড়তে পারেনি কপ্টার। আকারে বড় হওয়ায় বিভিন্ন পর্যটনকেন্দ্রেও নামতে পারেনি। ওই পরিস্থিতিতে মাত্র এক বছরে লোকসানের বহর বেড়ে দাঁড়ায় ২০ কোটি। এবার আর বড় কপ্টার নয়। বাগডোগরা-সিকিম রুটে ছোট কপ্টার চালু করতে উদ্যোগী হয় সিকিমের পর্যটন ও বেসামরিক বিমান চলাচল দপ্তর। সেটির সফল ট্রায়াল রান হয়েছে রবিবার। কপ্টার পরিষেবা ফের চালু হওয়ায় এখন বাগডোগরা থেকে গ্যাংটক পৌঁছনো যাবে মাত্র আধ ঘণ্টায়। এবারের এমআই ১৭২ হেলিকপ্টারে ২০ জন যাত্রী যাতায়াত করতে পারবেন। প্রত্যেক যাত্রী ১০ কেজি পর্যন্ত মালপত্র সঙ্গে রাখতে পারবেন। এজন্য মাথাপিছু টিকিটের খরচ গুনতে হবে সাড়ে ৪ হাজার টাকা।

অনলাইনে টিকিট বুক করতে গেলে বাগডোগরা বিমানবন্দরে হেলিকপ্টার সার্ভিস অফিসে ফোন করতে হবে। নম্বর ০৩৫৯২-২০৩৯৬০ এবং ৭৩১৮৯০৬৬৭৭। সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত অফিস খোলা থাকবে।সিকিমের পর্যটন ও বেসামরিক বিমান চলাচল দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, এর আগে এক বছরেরও বেশি সময় ২৩ আসনের এমআই-১৭২ হেলিকপ্টার পরিষেবা চালু ছিল। তবে প্রতি উড়ানে ১১-১২ জনের বেশি যাত্রী হয়নি। অনেক সময় মাত্র ৫-৬ জন যাত্রী নিয়ে হেলিকপ্টার চালাতে হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন আবহাওয়ায় পরিষেবা চালু রাখা সম্ভব হবে এই বিশ্বাস ছিল। কিন্তু বাস্তবে সামান্য মেঘলা আবহাওয়ায় এমআই-১৭২ হেলিকপ্টার উড়তে পারেনি। পরিষেবা বন্ধ রাখতে হয়েছে। এছাড়াও এমআই-১৭২ হেলিকপ্টারের আকার এতটাই বড় যে সিকিমের ১১টি হেলিপ্যাডের বেশিরভাগ জায়গায় নামতে পারেনি। মাত্র একটি-দুটি হেলিপ্যাডে নেমেছে। বাকি হেলিপ্যাডগুলি খুবই ছোট। তাই পর্যটকদের লাচুং, লাচেনে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। ফলে যাত্রী কম হয়েছে। এবারের এমআই ১৭২ হেলিকপ্টারে ওই সমস্যা কম হবে বলেই মনে করছে সিকিমের পর্যটন ও বেসামরিক বিমান চলাচল দপ্তর। সিকিম পর্যটনের উপদেষ্টা রাজ বসু বলেন, পুজোর মুখে শিলিগুড়ি-সিকিম রুটে ফের হেলিকপ্টার পরিষেবা চালুর ঘটনা পর্যটক মহলের কাছে অত্যন্ত সুখবর। এখন দেখার কতটা সাড়া মিলছে।

হিসেব কষে ভ্রমণেও লাগামছাড়া বাজেট! এই বিষয়গুলো মাথায় রাখলেই মিলবে চটজলদি সমাধান

বেড়াতে যাবার আগে যতই হিসেব কষে বাজেট ঠিক করুন না কেন যে বাজেট করে যাবেন ঠিক তার থেকে তিন-চার হাজার টাকা বা তার বেশি আপনার খরচ হয়ে যাবেই। কখন কীভাবে তা বুঝতেও পারবেন না। তাই এই সমস্যার সমাধান করতে বেড়াতে যাওয়ার আগে মাথায় রাখুন এই বিষয়গুলি। হোটেল বুকিং করার ক্ষেত্রে অনেক সময় অনলাইনে বুকিং করতে গিয়ে. অনেক সময় ছাড়ের আশায় বুকিং তো করে ফেলেন। কিন্তু বিভিন্ন হিডেন চার্জেস আপনার নজরে আসে না। এ ক্ষেত্রে চেষ্টা করবেন অনলাইনে বুকিং করার আগে ব্যক্তিগতভাবে ওই হোটেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে নেওয়া যদি তাতে খরচ কমানো সম্ভব হয়। যেকোনও পর্যটন কেন্দ্রেই পর্যটক দের দেখা মাত্রই সেখানকার সমস্ত জিনিসের দাম অস্বাভাবিকভাবে বাড়িয়ে দেওয়া হয়। যেমন ধরুন গাড়ি অথবা সেখানকার লোকাল বাজারের জিনিসপত্র সবকিছুর দাম পর্যটকদের জন্য থাকে বেশি। তাই বেড়াতে গেলে এই আনুষঙ্গিক খরচগুলির দিকে বিশেষভাবে নজর দিন। সম্ভব হলে অপ্রয়োজনীয় জিনিস কেনা থেকে বিরত থাকুন। এক রকম বাজেট করে নিয়ে যাওয়ার পর তা অনেক ক্ষেত্রেই বেশি হয়ে যায় বহু ক্ষেত্রেই যখন গাড়ি পার্ক করে আপনি কোনও দর্শনীয়. স্থান দেখতে যাবেন। সেক্ষেত্রে মাথায় রাখতে হবে ঘন্টা প্রতি পার্কিং চার্জের কথাও। এক এক জায়গায় এই টাকা এক এক রকম হয়। যা অনেক সময় হিসেবের মধ্যে থাকে না। জল ও খাবারদাবার সব সময়ই পর্যটন কেন্দ্র গুলিতে পর্যটকদের থেকে বেশি নেওয়া হয়। তাই চেষ্টা করবেন যতটা সম্ভব শুকনো খাবার সঙ্গে রাখতে তাহলে অনায়াসে বেড়াতে গিয়ে এই বাড়তি খরচ গুলি থেকে বাঁচতে পারবেন। আপনি আপনার সাধের ট্যুর হয়ে

উঠবে আনন্দের থাকবে না কোন দুশ্চিন্তাও। অগোছালো ছন্দে এগিয়ে গিয়েছে নদী। চারপাশ থেকে তাকে আগলে রেখেছে পাহাড়। শান্ত প্রকৃতি যেন সবুজ চাদরের আবরণে নিজেকে ঢেকে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে রয়েছে। কালিম্পংয়ের দোবান উপত্যকাই নীরবতাই যেন আট থেকে আশির আকর্ষণের কারণ। তাই শীতের শেষবেলায় পর্যটকের ভিড়ে ঠাসা দোবান। নেপালি ভাষায় ' মানে দুই। আর ' শব্দের অর্থ বন্ধন। রংপো এবং ঋষি নদীর ঠিক মাঝখানে অবস্থিত এই উপত্যকা। কালিম্পং মহকুমায় অন্তর্গত দোবান। তবে পূর্ব সিকিম হয়েই এখানে যেতে হয়। শহরের কোলাহল থেকে দূরে শান্তির আশ্রয়ে যাঁরা থাকতে চান, তাঁদের জন্য আদর্শ এই অফবিট ডেস্টিনেশন।দোবানে গেলে দেখার চেয়েও বেশি অনুভব করবেন। নিস্তব্ধতার শান্তি। কান পাতলেই শুনতে পাবেন অজানা কোনও পাখির ডাক। যেন আপনাকেই বড় ভালোবেসে আপনাকে কাছে ডাকছে। পায়ের জুতোটা খুলে একবার যখন নরম ঘাসের উপর পা রাখবেন, শরীর সম্পূর্ণ শীতল হয়ে যাবে।পাথরের বুক চিরে বয়ে গিয়েছে স্বচ্ছ স্ফটিকের মতো জল। চাইলে তাতেই পা ডুবিয়ে নিতে পারেন। নিজেকেই দেখতে পাবেন প্রকৃতির এই আয়নায়। দিন গড়িয়ে রাত নামলেই মাথার উপরে শোভা পাবে চাঁদ। জ্যোস্না মেখে আরও মোহময়ী হয়ে ওঠে পাহাড়ের এই নিস্তব্ধতা। জোনাকির মতো শোভা পায় তারাগুলি।

বিশ্বের সবচেয়ে ধনী গ্রাম রয়েছে ভারতে!

অভাব-অনাহার, বেকারত্ব, ভিখারি-এগুলোই যেন বিশ্বের অনেকের চোখে ভারতের পরিচয়। কেউ কেউ ভারতকে এখনো গরিবের দেশ হিসেবেই দেখেন। কিন্তু এই ভারতেই রয়েছে এমন এক গ্রাম, যা গোটা বিশ্বের কাছে বিস্ময়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বের সবচেয়ে ধনী গ্রাম এখন ভারতের গুজরাটের মধপর।

গুজরাটের কচ্ছ জেলার রত্ন-গুজরাটের কচ্ছ জেলার অন্তর্গত মধপর গ্রাম সম্প্রতি বিশ্বের সবচেয়ে ধনী গ্রাম হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ' ছড়িয়ে পড়া একটি তথ্য অনুযায়ী, এই গ্রামের প্রায় ৯২,০০০ জন বাসিন্দার ব্যাঙ্কে মোট ফিক্সড ডিপোজিটের পরিমাণ ছাড়িয়েছে ৫,০০০ কোটি টাকা। ভাবতে পারেন! মধপর গ্রামকে এত ধনী করে তুলেছে এক বিশেষ ইতিহাস। গ্রামের প্রায় ১,২০০ পরিবার

বিদেশে, বিশেষত আফ্রিকা মহাদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। সেখানকার ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি ও উদ্যোক্তা কার্যকলাপ থেকে উপার্জিত অর্থ নিয়মিত রেমিট্যান্স হিসেবে পাঠানো হয় গ্রামে। ২০২৩ সালের বিশ্ব ব্যাঙ্কের রিপোর্ট বলছে, ভারত মোট ১১১ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স পেয়েছে, যার বড় অংশই এসেছে গুজরাট থেকে। মধপর সেই সাফল্যের অন্যতম প্রতীক।অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি-এত অর্থনৈতিক শক্তি থাকার পরও মধপর গ্রামের বাড়িঘর বেশ সাধারণ। চোখে পড়ে না বিলাসবহুল প্রাসাদ কিংবা অট্টালিকা। গ্রামবাসীদের মতে, অর্থ জমিয়ে রাখা, শিক্ষা ও সামাজিক কাজে ব্যয় করাই শ্রেয়। এই ' মানসিকতা তাদের আর্থিক স্থিতিশীলতার মূল কারণ।গ্রামে এখন ১৭টি ব্যাঙ্ক শাখা রয়েছে। এসবিআই, আইসি আইসিআই, এইচডিএফসি-সব বড় ব্যাঙ্কই এখানে অফিস খুলেছে। ফলে মধপর আজ এক প্রকার অর্থনৈতিক কেন্দ্র হিসেবেই পরিচিত।শুধু অর্থ নয়, মধপরের গৌরব ইতিহাসেও জড়িয়ে আছে। ১৯৭১ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে পাকিস্তানি বিমান হামলায় ধ্বংস হয়েছিল ভারতীয় বিমানবাহিনীর একটি ঘাঁটি। তখন মধপর গ্রামের প্রায় ৩০০ জন মহিলা মাত্র ৭২ ঘণ্টার মধ্যে বিমানবন্দরটি পুনর্নির্মাণ করেন। তাঁদের সেই অবদানই ভারতীয় সেনাকে পাল্টা আক্রমণে সহায়তা করেছিল। ২০১৫ সালে সেই স্মৃতিকে অমর করে রাখতে গ্রামে যুদ্ধ স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করে ভারত সরকার।মধপর শিক্ষার ক্ষেত্রেও অগ্রগামী। ১৮৮৪ সালে ছেলেদের জন্য প্রথম সরকারি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০০ সালে মেয়েদের স্কুলও গড়ে ওঠে। আজ এখানে আধুনিক হাসপাতাল, উন্নত রাস্তাঘাট, ব্যাঙ্ক শাখা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। ফলে গ্রামবাসীরা শুধু আর্থিক দিক থেকেই নয় ।সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকেও উন্নত।

ভারতকে 'শাস্তি', ভয় পেয়েই চিনের উপর শুল্কে 'না' রুশ তেল কেনা নিয়ে সাফাই মার্কিন বিদেশসচিবের

১৯ আগস্ট ঃ রুশ তেল কেনার 'শাস্তি' ভুগতে হচ্ছে ভারতকে। কিন্তু একই কাজ করে পার পেয়ে যাচ্ছে চিন! কেন এমন দ্বিচারিতা? এবার সেই প্রশ্নের জবাবে মুখ খুললেন মার্কিন বিদেশ সচিব মার্কো রুবিও। তাঁর কথায়, রুশ তেল কেনার শাস্তিস্বরূপ চিনের উপর শুল্ক বসালে আখেরে বিশ্ববাজারে তেলের দাম বা।তে পারে। অর্থা খানিকটা ভয় পেয়েই চিনের উপর এখনই শুল্ক বসানোর কথা ভাবছে না আমেরিকা।সম্প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানান, ভারতের উপর আরও ২৫ শতাংশ শুল্ক চাপানো হল। তাঁর কথায়, রাশিয়া থেকে ভারত এখনও তেল কেনা চালিয়ে যাচ্ছে। তার শাস্তিস্বরূপ বা।তি কর বসানো হল ভারতীয় পণ্যের উপর। অর্থা এবার ভারতীয় পণ্যের উপর মোট ৫০ শতাংশ শুল্ক চাপাবে আমেরিকা। এক্সিকিউটিভ অর্ডার সই করে ট্রাম্প জানান, ২১ দিন পর থেকে কার্যকর হবে ভারতের নয়া শুল্কহার। সেখানে স্পষ্ট লেখা হয়, 'প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ভারত বর্তমানে রুশ তেল আমদানি করছে। তাই আমার মনে হয় ভারতের উপর আরও বেশি শুল্ক চাপানো দরকার।'কিন্তু ট্রাম্পের এই ঘোষণাকে তুলোধোনা করে ভারত জানায়, 'বিশ্বের বহু দেশ নিজেদের

জাতীয় স্বার্থের কথা ভেবে একই কাজ (রুশ তেল কেনা) করছে। কিন্তু আমেরিকা কেবল ভারতের উপরেই অতিরিক্ত শুল্ক চাপাচ্ছে, এটা যথেষ্ট দুর্ভাগ্যজনক। মার্কিন সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে বলতে চাই, এই সিদ্ধান্ত অন্যায্য, অযৌক্তিক এবং অন্যায়। নিজেদের জাতীয় স্বার্থকে সুরক্ষিত করতে সমস্তরকম পদক্ষেপ করবে ভারত।' দিনকয়েক পরে মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স জানান, রুশ তেল আমদানির সাজা ভুগবে চিনও।তবে মার্কিন বিদেশসচিবের মতে, ভারতের মতো চিনের উপরেও শুল্ক চাপিয়ে দিলে সেটা আখেরে বিশ্ববাজারের পক্ষে ক্ষতিকারক। কারণ রাশিয়া থেকে তেল কিনে সেটা শোধন করে আবার বিক্রি করবে চিন। অতিরিক্ত শুল্ক থাকার দরুণ বিশ্ববাজারে সেই তেলের দাম চড়চড়িয়ে বাড়বে। বেশি দামে সেই তেল কিনতে হবে আমেরিকার 'বন্ধু' দেশগুলিকেও। এই বিষয়টি মাথায় রেখেই আপাতত চিনের সঙ্গে শুল্কযুদ্ধে যাচ্ছে না আমেরিকা। তবে অন্যভাবে চিনকে 'সাজা' দিতে পারে ওয়াশিংটন, রয়েছে সেরকম সম্ভাবনা।

বন্ধুত্বের আড়ালে ভারতের পিঠে ছুরি আমেরিকার! সাফ জানাল রাশিয়া

রাশিয়া, ২০ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভারতের উপর রাশিয়ান অপরিশোধিত তেল ক্রয়ের জন্য আরোপিত শুল্ককে 'অযৌক্তিক ও একতরফা' বলে সমালোচনা করেছে। রাশিয়ার দূতাবাসের ডেপুটি চিফ অফ মিশন রোমান বাবুশকিন নয়াদিল্লিতে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, মস্কো এবং নয়াদিল্লি বাহ্যিক চাপ সত্ত্বেও তাদের জ্বালানি সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে। এই বক্তব্য ভারত-রাশিয়া সম্পর্কের কৌশলগত গুরুত্ব এবং বিশ্ব বাণিজ্যে ভারতের স্বায়ত্তশাসনের প্রতি রাশিয়ার সমর্থনের ইঙ্গিত দেয়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ২৭ আগস্ট থেকে ভারতীয় রপ্তানির উপর অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপের ঘোষণা করেছেন, যার কারণ হিসেবে ভারতের রাশিয়ান তেল ক্রয়কে উল্লেখ করা হয়েছে। এই শুল্কের ফলে ভারতীয় পণ্যের উপর মোট শুল্ক ৫০ শতাংশে পৌঁছেছে, যা ভারত-মার্কিন বাণিজ্য সম্পর্কে উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে।ট্রাম্প অভিযোগ করেছেন যে ভারত রাশিয়ান তেল ক্রয় করে এবং তা পরিশোধনের পর বিশ্ব বাজারে বিক্রি করে মুনাফা অর্জন করছে, যা ইউক্রেন যুদ্ধে রাশিয়ার ' অর্থায়ন করছে। তিনি আরও বলেছেন, ভারত ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলায় নিহত মানুষের প্রতি উদাসীন। রাশিয়ার পক্ষ থেকে বাবুশকিন এই শুল্ককে ' আখ্যা দিয়ে বলেছেন, বন্ধুরা কখনো শুল্ক আরোপ করে না, এবং রাশিয়া কখনো ভারতের উপর শুল্ক আরোপ করবে না। তিনি জানিয়েছেন যে ভারতের জন্য নিরবচ্ছিন্ন তেল সরবরাহ নিশ্চিত করতে রাশিয়া একটি 'বিশেষ ব্যবস্থা' তৈরি করেছে, যা প্রায় ৫ শতাংশ ছাড়ে তেল সরবরাহ করে। বর্তমানে ভারত তার তেলের চাহিদার প্রায় ৪০ শতাংশ রাশিয়া থেকে আমদানি করে, যা ২০২২ সালে ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

রাষ্ট্রসংঘে পাকিস্তানের মুখোশ খুলল ভারত

২০ আগগস্ট ঃ রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে ফের মুখোমুখি ভারত ও পাকিস্তান। জম্মু-কাশ্মীরে যৌন হিংসার অভিযোগ তুলে ইসলামাবাদ যখন প্রচার চালাচ্ছিল, তখনই কড়া জবাব দিল ভারত। ভারতের তরফে রাষ্ট্রসংঘে নিযুক্ত কূটনীতিক এলডোস ম্যাথিউ পুন্নোস স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, নারী নির্যাতনের প্রশ্নে পাকিস্তানের কোনও নৈতিক অধিকার নেই। পুন্নোস স্মরণ করিয়ে দেন, ১৯৭১ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তান সেনার হাতে লক্ষাধিক নারীর উপর সংঘটিত বর্বর যৌন নিপীড়ন আন্তর্জাতিক ইতিহাসের এক লজ্জাজনক অধ্যায়। আজও পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মহিলারা অপহরণ, পাচার, জোরপূর্বক বিয়ে ও ধর্মান্তরের শিকার হচ্ছেন। শুধু তাই নয়, পাকিস্তানের বিচারব্যবস্থাই এই অপরাধকে মান্যতা দিচ্ছে-অভিযোগ ভারতের। ভারতীয় কূটনীতিকের তীব্র কটাক্ষ, যাঁরা নিজেরাই এ ধরনের অপরাধের নেপথ্যে, তাঁরাই আজ ন্যায়বিচারের মুখোশ পরে বিশ্বসভায় দাঁড়াচ্ছেন। এ এক চরম ভণ্ডামি। পুন্নোস রাষ্ট্রসংঘে তুলে ধরেন পাকিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতিও। ২০২৪ সালে সাসটেইনেবল সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশনের রিপোর্ট অনুযায়ী, এক বছরে পাকিস্তানে ২৪ হাজারের বেশি অপহরণ, প্রায় ৫ হাজার ধর্ষণ এবং ৫০০-র বেশি তথাকথিত ' হত্যা' ঘটেছে। সিন্ধ প্রদেশে বহু হিন্দু সংখ্যালঘু কিশোরীকে জোর করে বিয়ে ও ধর্মান্তরের পথে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। অথচ দোষীদের সাজা কার্যত নেই-দণ্ডিত হওয়ার হার ২ শতাংশেরও কম। পুন্নোস আরও জানান, সংঘাতজনিত যৌন হিংসার অপরাধীদের কঠোরতম ভাষায় নিন্দা করতে হবে। আন্তর্জাতিক স্তরে তাদের বিচারের মুখোমুখি করা জরুরি। পাশাপাশি আক্রান্ত নারীদের স্বাস্থ্যসেবা, আইনি সহায়তা ও নিরাপত্তা প্রদানে সমন্বিত উদ্যোগ নেওয়ার ওপর জোর দেন তিনি। পাকিস্তানের ভণ্ডামি উন্মোচনের পাশাপাশি ভারতের পদক্ষেপও বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরেন পুন্নোস। তিনি জানান- ভারতই প্রথম দেশগুলির মধ্যে অন্যতম, যারা যৌন সহিংসতার শিকারদের জন্য রাষ্ট্রসংঘ মহাসচিবের ট্রাস্ট ফান্ডে অনুদান দিয়েছে।২০১৭ সালে ভারত স্বেচ্ছায় চুক্তি স্বাক্ষর করে শান্তিরক্ষা মিশনে যৌন শোষণ প্রতিরোধে।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারত রাষ্ট্রসংঘ শান্তিরক্ষা অভিযানে যৌন নির্যাতন প্রতিরোধে নেতৃত্ব দিচ্ছে।তিনি স্মরণ করান, ২০০৭ সালে ভারত প্রথমবার লিবারিয়ায় সর্ব-মহিলা পুলিশ ইউনিট পাঠিয়েছিল, যা স্থানীয় মানুষের আস্থা অর্জনে দৃষ্টান্ত তৈরি করে। বর্তমানে বিভিন্ন রাষ্ট্রসংঘ মিশনে ভারতীয় মহিলা বাহিনী কাজ করছে সফলভাবে।দেশের ভেতরে নারী সুরক্ষার জন্য ভারত গড়ে তুলেছে বিশেষ ব্যবস্থা-নির্ভয়া ফান্ডে ১.২ বিলিয়ন ডলার বরাদ্দ, জরুরি প্রতিক্রিয়া নম্বর ১১২ চালু, প্রতিটি জেলায় ' ওয়ান স্টপ সেন্টার', যেখানে পুলিশ, চিকিৎসা ও আইনি সহায়তা একত্রে পাওয়া যায়।

সম্ভাবনা দিবসে রেল কর্মচারীদের সম্ভাবনা দিবসের শপথ বাক্য পাঠ রান তারিক আহমেদ

গোরখপুর ২০ আগস্ট ঃ উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের মহাপরিদর্শক-কাম-প্রধান নিরাপত্তা কমিশনাররেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী, শ্রী তারিক আহমেদ ২০ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে সম্ভাবনা দিবস উপলক্ষে গোরখপুরের জেনারেল ম্যানেজার অফিস কমপ্লেক্সে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে রেল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সম্ভাবনা দিবসের শপথ বাক্য পাঠ করান।এই উপলক্ষে, তিনি জাতি, সম্প্রদায়, অঞ্চল, ধর্ম বা ভাষার ভিত্তিতে বৈষম্য না করে সকল ভারতীয়ের মানসিক ঐক্য ও সম্প্রীতির জন্য কাজ করার জন্য কর্মকর্তা ও রেল কর্মচারীদের শপথ বাক্য পাঠ করান। রেল কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা সহিংসতার আশ্রয় না নিয়ে আলোচনা এবং সাংবিধানিক উপায়ে সকল ধরণের পার্থক্য সমাধানের জন্য শপথ গ্রহণ করেন।সাধারণ প্রশাসন, সতর্কতা, জনসংযোগ, সুরক্ষা, পরিসংখ্যান এবং দক্ষতা বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

ইএমআরএস-এর হস্টেলগুলিতে স্বাস্থ্য, স্বচ্ছতা এবং লিঙ্গ-ভিত্তিক সুবিধা

নয়াদিল্লি, ২০ আগস্ট ঃ কেন্দ্রীয় আদিবাসী বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী দুর্গাদাস উইকে বুধবার মহুয়া মাজির একটি তারকা চিহ্নিত নয়, এমন প্রশ্নের জবাবে রাজ্যসভাকে জানান যে, রাজ্য ইএমআরএস সোসাইটির সঙ্গে সমন্বয়সাধন করে একলব্য মডেল আবাসিক বিদ্যালয় পরিচালনাকারী একটি স্বশাসিত সংস্থা আদিবাসী পড়ুয়াদের স্বাস্থ্য, স্বচ্ছতা এবং সামগ্রিক সুস্থতা নিশ্চিত করতে বিস্তারিত নির্দেশিকা জারি করেছে।

Name Change
I, Rejaul Seikh (Old Name) S/O– Ahad Sk resident of Vill & Po-Satitara , Ps-Burwan , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742132 do hereby decrared that I have changed my name from Rejaul Seikh to Rejaul Sekh and henceforth I shall be known as Rejaul Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 20/08/2025.My name Rejaul Sekh & Rejaul Seikh both are same and one identical person.

Name Change
I, Roshunnara Bibi (Old Name) W/O– Mahasen Mondal resident of Vill- Mominpur , Po-Mominpur , Ps-Domkal , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742303 do hereby declared that I have changed my name from Roshunnara Bibi to Rasunara Bibi and henceforth I shall be known as Rasunara Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 20/08/2025. My name Rasunara Bibi & Roshunnara Bibi both are same and one identical person.

Name Change
I, Hazi Md Jiaur Rahaman (Old Name) S/O–Khaled Mia residing at Vill-Komnagar , PO- Hariharpara , PS- Hariharpara, Murshidabad, West Bengal 742166 do hereby declared that I have changed my name from Hazi Md Jiaur Rahaman to Md Jiaur Rahaman and henceforth I shall be known as Md Jiaur Rahaman (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 20/08/2025. My name Md Jiaur Rahaman & Hazi Md Jiaur Rahaman both are same and one identical person.

Name Change
I, Forman Ali (Old Name) S/O–Khosdil Saikh resident of Bazarpara , Radharghat , Berhampore , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin- 742187 do hereby declared that I have changed my name from Forman Ali to Md Forman Ali and henceforth I shall be known as Md Forman Ali (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 20/08/2025. My name Md Forman Ali & Forman Ali both are same and one identical person.

Name Change
I, Azizul Islam (Old Name) S/O–Abdul Jubbar Mandal resident of Someshpara , Godhanpara, Raninagar , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742304 do hereby declared that I have changed my name from Azizul Islam to Md Azizul Islam and henceforth I shall be known as Md Azizul Islam (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 20/08/2025. My name Md Azizul Islam & Azizul Islam both are same and one identical person.

Name Change
I, Mohasin Mondal & Mahasin Mondal (Old Name) S/O–Farman Mandal resident of Vill- Mominpur , Po-Mominpur , Ps-Domkal, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin- 742303 do hereby declared that I have changed my name from Mohasin Mondal & Mahasin Mondal to Mahasen Mondal and henceforth I shall be known as Mahasen Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 20/08/2025. My name Mahasen Mondal (new name) & (old name) Mohasin Mondal & Mahasin Mondal both are same and one identical person.

Name Change
I, Koainur Bibi (Old Name) W/O–Asir Sekh resident of Vill- Hatpara , Po-Hazarpur Nabagram , Ps-Kandi , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin- 742136 do hereby declared that I have changed my name from Koainur Bibi to Kohitan Bibi and henceforth I shall be known as Kohitan Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 20/08/2025. My name Kohitan Bibi & Koainur Bibi both are same and one identical person.

Name Change
I, Ikbal Hasan (Old Name) S/O–Anarul Hoque residing at Vill & PO-Boyar , PS-Sagardighi , Dist-Jangipur, West Bengal 742226 do hereby declared that I have changed my name from Ikbal Hasan to Ikbal Hassan and henceforth I shall be known as Ikbal Hassan (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 20/08/2025. My name Ikbal Hassan & Ikbal Hasan both are same and one identical person.

Name Change
I, Selina Bewa (Old Name) W/O– Abdul Matin residing at Vill- Barua Paschim Para Po-Barua, Ps-Beldanga , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742189 do hereby decrale that I have changed my name from Selina Bewa to Selima Bibi and hencefort I shall be known as Selima Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 20/08/2025. My name Selima Bibi & Selina Bewa both are same and one identical person.

Name Change
I, Sukdeb Mandal , My son's (Old Name) Sukanta Mondal resident of Vill & Po-Sarbangapur , Ps-Nowda , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742174 do hereby declared that I have changed my son's name from Sukanta Mondal to Shrikanta Mandal and henceforth my son's shall be known as Shrikanta Mandal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 20/08/2025. My son's name Shrikanta Mandal & Sukanta Mondal both are same and one identical person.

Name Change
I, Tuntuna Bibi (Old Name) W/O– Aminul Islam resident of Vill- Mominpur, Po- Mominpur , Ps-Domkal , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742303 do hereby declared that I have changed my name from Tuntuna Bibi to Tuntuna Khatun and henceforth I shall be known as Tuntuna Khatun (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 20/08/2025. My name Tuntuna Khatun & Tuntuna Bibi both are same and one identical person.

Name Change
I, Mohammed Abu Kashem (Old Name) S/O–Siddik Hossain resident of Vill- Lalgola Natun Noldahar , Po- Lalgola, Ps-Lalgola, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742148 do hereby declared that I have changed my name from Mohammed Abu Kashem to Abul Kashem and henceforth I shall be known as Abul Kashem (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 20/08/2025. My name Abul Kashem & Mohammed Abu Kashem both are same and one identical person.

Name Change
I, Fulson Bibi (Old Name) W/O–Abdul Jalil Seikh residing at Vill- Daser chak Po-Paikmari, Ps-Domkal , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742304 do hereby decrale that I have changed my name from Fulson Bibi to Fulshan Bibi and hencefort I shall be known as Fulshan Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 20/08/2025. My name Fulshan Bibi & Fulson Bibi both are same and one identical person.

Name Change
I, Tujam Seikh & Tujammel Haque (Old Name) S/O– Numer Sekh resident of Nonadanga Pschimpara Ps-Khargram , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742159 do hereby declared that I have changed my name from Tujam Seikh & Tujammel Haque to Tujammel Seikh and henceforth I shall be known as Tujammel Seikh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 20/08/2025. My name Tujammel Seikh (new name) & (old name) Tujam Seikh & Tujammel Haque both are same and one identical person.

Name Change
I, Beuty Mallick (Old Name) W/O–Binay Mallick resident of Molandi Shitalpur , Ps-Kaliganj , Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741156 do hereby decrale that I have changed my name from Beuty Mallick to Beauty Mallick Biswas and hencefort I shall be known as Beauty Mallick Biswas (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 20/08/2025. My name Beauty Mallick Biswas & Beuty Mallick both are same and one identical person.

Name Change
I, Tujammel Mandal, (Old name) S/o-Abdul Sammad Mondal, Resident at, Vill&Po-Topla, Ps-Thanarpara,Dist-Nadia,741165 West Bengal, I have changed my name Tujammel Mondal(New name) I shall be known as Tujammel Mondal vide affidavit before the Notry at Berhampore on 20/08/2025 Tujammel Mandal and Tujammel Mondal same and one identical person.

Name Change
I, Rafikul Islam Sarkar, (Old name) S/o-Maslemuddin Sarkar, Resident at, Vill-Dhanirampur, Po-Shibnagar, Ps-Jalangi,Dist-Murshidabad742304 West Bengal, I have changed my name Rafikul Islam (New name) I shall be known as Rafikul Islam Sk vide affidavit before the Notry at Berhampore on 20/08/2025 Rafikul Islam and Rafikul Islam Sarkar same and one identical person.

Name Change
I, Ashis Agarwal son of Shiv Kumar Agarwal, residing at 46, Dr. Abani Dutta Road, 5th Floor, PS- Golabari, Howrah711106, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Ashish Agarwal as declared before the Notary Public at Kolkata dated 12/08/2025. Ashis Agarwal and Ashish Agarwal both are same and one identical person.

Name Change
I, Dharshana Devi Kedia daughter of Baburam Gupta and wife of Pradip Kumar Kedia, residing at 34/1V, Ballygunge Circular Raod, Ballygunge, Kolkata – 700019, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Dharshana Kedia as declared before the Notary Public at Kolkata dated 20/08/2025. Dharshana Devi Kedia and Dharshana Kedia both are same and one identical person.

Name Change
I Khaleda Sarder (Old name) W/O Kamrul Haque Sardar . Residing at Daharkanda , Swarpupnagar , P.O.- Hakimpur ,P.S. - Swarupnagar N.24.Pgs – 743273 . W. B. have changed my name and shall henceforth be known as Khaleda Sardar (New name) as declared before the Notary public kolkata on 20/08/2025 Khaleda Sarder (Old name) and Khaleda Sardar (New name) both are same and one identical person.

Name Change
I Babar Ali Sarkar (Old name) S/O Late Selim Sarkar Residing at ,Sonatikri P.S -Pandua Hooghly -712134. W. B. have changed my name and shall henceforth be known as Md Babar Ali Sarkar (New name) as declared before the Notary public kolkata on20/08/2025 Babar Ali Sarkar (Old name) and Md Babar Ali Sarkar (New name) both are same and one identical perso

Name Change
I Kamrul Haque (Old name) S/O Late Ah Hamid Sardar . Residing at Daharkanda , Swarpupnagar , P.O.- Hakimpur ,P.S. - Swarupnagar N.24.Pgs–743273.W. B. have changed my name and shall henceforth be known as Kamrul Haque Sardar (New name) as declared before the Notary public kolkata on 20/08/2025 Kamrul Haque (Old name) and Kamrul Haque Sardar (New name) both are same and one identical person.

Name Change
,I, Vinod Kr. Srivastava S/O Late Birendra Pd. Srivastava, residing at 57/7/H/96/1, B.T. Road, Kolkata-700002 West Bengal, Indian do hereby solemnly affirm and declare my actual name Vinod Kr. Srivastava instead of Binod Kr. Srivastava, vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Executive Magistrate at Sealdah on dated 28/03/2011. Vinod Kr. Srivastava and Binod Kr. Srivastava both are same and one identical person.

Name Change
I, Mahendra Gupta(Old Name) S/o BENI RAM GUPTA, residing at 16, Kings Road P.S. Golabari, Dist.- Howrah, Pin-711101 West Bengal have changed my name and shall henceforth be known as Mahendra Kumar Gupta (New Name) as declared before the Notary Public at Howrah on dated 18/08/2025. Mahendra Gupta(Old Name) and Mahendra Kumar Gupta (New Name) both are the same and identical person.

Name Change
I, Md Azibar Rahaman Molla (Old Name) S/o Akkaz Molla Residing at Choto Ajgara, F.S Hat, VTC - Fakirtakia, P.o - Fokirtakia Sarberiahat, District - North 24 Parganas, Pin - 743329 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Azibar Molla (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 40/2025 Dated 20-08-2025. Md Azibar Rahaman Molla (Old Name) and Azibar Molla (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Raghu Bir Ray son of Jagdeep Ray R/o 6, Gora Pada Sarkar Lane, Kolkata – 700067, West Bengal, that my father's actual and correct name is Jagdeep Ray which is recorded in my Pan Card but in my Driving Licence No. WB01-19950480404 my father's name is recorded as J Ray. I declare that J Ray and Jagdeep Ray are same and one identical person by virtue of an affidavit No. 14/2025 sworn before the Notary Public at Kolkata on 19/08/2025.

আকাশ পথেই হবে 'স্বর্গ রাজ্য' ভ্রমণ, চালু হচ্ছে হেলিকপ্টার পরিষেবা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২০ আগস্ট ঃ রাস্তার চিন্তা আর নেই! এবার আকাশ পথেই হবে ' স্বর্গ রাজ্য' ভ্রমণ। পুজোয় সিকিম ভ্রমণে পর্যটকদের জন্য সুখবর! শিলিগুড়ি-গ্যাংটক রুটে আবারও চালু হচ্ছে হেলিকপ্টার পরিষেবা। পাহাড়ি পথ, ঝর্না, বরফ আর প্রকৃতির টানে প্রতিবছর ভিড় বাড়ে গ্যাংটক, লাচেন, লাচুং এবং গুরুডোংমারে। কিন্তু ভূমিধস, যানজট আর দীর্ঘ রাস্তার ঝক্কি অনেক সময়েই আনন্দে ভাটা ফেলে। তবে এ বছর সেই সমস্যার বড় সমাধান নিয়ে এল সিকিম পর্যটন দফতর। সম্প্রতি ফের চালু হল শিলিগুড়ি- গ্যাংটক হেলিকপ্টার পরিষেবা। মাত্র আধ ঘণ্টায় শিলিগুড়ি থেকে গ্যাংটকে পৌঁছে যাবেন পর্যটকরা। পরিষেবাটি চালু করেছে সিকিম ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন এবং স্কাইওয়ান এয়ারওয়েজ লিমিটেড। আর ২০২৩ সালের মার্চে ২৩ আসনের এমআই-১৭২ বড় কপ্টার নামানো হলেও খারাপ আবহাওয়ায় উড়তে না পারা এবং নির্দিষ্ট পর্যটন কেন্দ্রে নামার অসুবিধার কারণে প্রায় ২০ কোটি টাকার লোকসান গুনতে হয়েছিল দফতরকে। সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি এড়াতেই এবার বেছে নেওয়া হয়েছে ছোট হেলিকপ্টার। ইতিমধ্যেই সফল ট্রায়াল রান সম্পন্ন হয়েছে। পর্যটন দফতর আশাবাদী, পুজোর মরশুমে এই পরিষেবা আরও সহজ, দ্রুত এবং কার্যকর হবে। বিশেষ করে যারা সীমিত সময়ে ভ্রমণ পরিকল্পনা করেন, তাদের জন্য এটি বাড়তি স্বস্তি আনবে। একই সঙ্গে গ্যাংটক থেকে লাচেন-লাচুং-গুরুডোংমার মতো পর্যটন কেন্দ্রে পৌঁছানো আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে। ভ্রমণপিপাসুদের মতে, এই পরিষেবা শুধু সময়ই বাঁচাবে না, বরং যাত্রাও করবে আরামদায়ক। পাহাড়ি রাস্তায় ভূমিধস ও ট্রাফিক জ্যামের দুশ্চিন্তা ছাড়াই অল্প সময়েই পৌঁছে যাওয়া যাবে কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে। পুজোর মরশুমে তাই সিকিম ভ্রমণের আনন্দে যোগ হল নতুন রঙ। আকাশপথে পাহাড় দেখা -এবারের পুজোয় সেটাই হতে চলেছে সিকিম ট্যুরিজমের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ।

শরৎ পড়ে গেলেও অতিবৃষ্টির ফলে দেখা নেই কাশফুলের

দুরন্ত বার্তা, রঘুনাথগঞ্জ, ২০ আগস্ট ঃ পুজোর আগে হাতে আর মাত্র কয়েকদিন, তারপরেই বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো। কিন্তু পুজো দোরগোড়ায় কড়া নাড়লেও দেখা নেই কাশ ফুলের। কাশ ফুল মানেই শরৎকালের আগমন। কিন্তু অতিবৃষ্টির কারণে এখনও সেই অর্থে দেখা নেই কাশফুলের। মাঝে মাঝে নীল আকাশের দেখা মিললেও, দেখা মিলছে না সাদা

কাশফুলের। আগমনী বার্তা বহনকারী ফুলের দেখা মিলছে না সহজে। বিশেষজ্ঞদের মতে, অতি বৃষ্টির কারণে ঝরে গেছে কাশফুল। ছোট ছোট শিশুদের কাশফুল হাতে নিয়ে আগমনের বার্তা বহন হয় চেষ্টা না অতিবৃষ্টির কারণে। রঘুনাথগঞ্জের পদ্মার পাড় রেল লাইনের ধার থেকে শুরু করে মনিগ্রাম PDCL- এর ছাইপুকুর, যা কাশফুলের স্বর্গরাজ্য নামে পরিচিত। কিন্তু এবার এই সব জায়গায় কোথাও সেইভাবে দেখা মিলছে না কাশফুলের। শরৎকাল পড়ে গেলেই কাশফুলের মাঝে ছবি তোলার হিড়িক দেখা যায়। কিন্তু এবার সেখানেও সঙ্কটের ছায়া। রঘুনাথগঞ্জের এক চিত্রগ্রাহক জানালেন, পুজোর আগমনী ফটো শুট করার জন্য সারা বছর আমরা অপেক্ষা করি। কিছু অপূর্ব ছবি ক্যামেরাবন্দি করার অপেক্ষা চলে। কিন্তু এবছর আর সেই সুযোগ পাব না। একাধিক এলাকার কাশ বনে ক্যামেরা হাতে ঘুরে এসেছি। কোথাও দেখা মেলেনি কাশফুলের। জঙ্গিপুর পদ্মা পাড়ের চাঁদপুর এলাকার এক জানান, শরৎকাল পড়লে পদ্মা পাড়ে এবং চর এলাকায় প্রচুর কাশ ফুল দেখতে পাওয়া যায়। এবছর অতিবৃষ্টি এবং ফরাক্কার জলস্তর বিপদ সীমার ওপরে প্রবাহমান হওয়ার কারণে কাশফুলের দেখা মেলা কঠিন হয়েছে।

শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ উদ্যোগে শুরু হচ্ছে জলপ্রকল্পের কাজ

দুরন্ত বার্তা, নকশালবাড়ি, ২০ আগস্ট ঃ ঘটা করে কাজ শুরু হয়েছিল ২০১৭ সালে। তারপর বেশ কয়েক বছর পেরিয়ে গেলেও এখনও পর্যন্ত সম্পূর্ণ হয়নি প্রকল্পের কাজ। ২০২১ সাল থেকে বন্ধ হয়ে পড়েছে প্রকল্পের কাজ। নকশালবাড়িতে কার্যত হিমঘরে চলে গিয়েছিল চার কোটি টাকার জলপ্রকল্প। এই প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেলে প্রায় ১০ টি গ্রামে জল সরবরাহ করা যেত। নকশালবাড়ির মনিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের কিলারাম জোতে শুরু হয়েছিল এই জল প্রকল্প। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের উদ্যোগে এই প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভার্চুয়াল মাধ্যমে এই প্রকল্পের উদ্বোধন করেছিলেন। ২০১৭ সালে প্রকল্পের উদ্বোধন হয়। কিন্তু ২০২১ সাল থেকে প্রকল্পের কাজ বন্ধ হয়ে ছিল। মূলতঃ, সোলার প্যানেল মাধ্যমে এই প্রকল্পে জল সরবরাহ করার পরিকল্পনা ছিল। এলাকার ১০টি গ্রামের ১৩ কিলোমিটার পর্যন্ত জল সরবরাহ হত। কিন্তু ২০২১ সাল থেকে যান্ত্রিক ত্রুটির জন্য বন্ধ হয়ে যায় এই প্রকল্প। যে কারণে সমস্যা দেখা দেয় মাল্লাবাড়ি, সুরজবর, সিউবর, কিলারাম, তারাবাড়ির প্রায় ১০০০ বেশি পরিবারে। তবে অবশেষে এই পানীয় জল প্রকল্প স্বাভাবিক হতে চলেছে। উদ্যোগ নিয়েছে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ। মহকুমা পরিষদের সভাধিপতির উপস্থিতিতে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতর ও উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতর আধিকারিকদের নিয়ে পানীয় জল প্রকল্প পরিদর্শন করেন। এই প্রকল্পটি দ্রুত খুলবে আশাবাদী সভাধিপতি অরুণ ঘোষ। বিভিন্ন সমস্যা খতিয়ে দেখে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রীকে ফোনযোগে পুরো বিষয়টি জানিয়েছেন সভাধিপতি। সমস্ত সমস্যা মিটিয়ে দ্রুত জল পরিষেবা দেওয়ার আশ্বাসও দিয়েছেন তিনি।

মানব পাচার মোকাবেলায় গ্রামীণ নারীদের তুরুপের তাস, মহিলা কমিশনের উদ্যোগ

কলকাতা, ২০ আগস্ট ঃ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ থেকে শুরু করে শিশু, নারী ও মানব পাচার-সীমান্ত এলাকায় এগুলো এখন নিত্যদিনের ঘটনা। এর সঙ্গে বাল্যবিবাহের মতো সমস্যা ও অহরহ ঘটছে। অনেক সময় এসব মোকাবিলা করা চ্যালেঞ্জের হয়ে দাঁড়ায়। এমন পরিস্থিতিতে রাজ্য মহিলা কমিশনের প্রতিনিধিরা বিশেষ ভূমিকা নিচ্ছেন। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী বিভিন্ন গ্রামে পৌঁছে তারা সচেতনতা বৃদ্ধি করছেন এবং সীমান্তে বসবাসকারী শিশু ও নারীদের কল্যাণে সরাসরি সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন। মানুষ যাতে দ্রুত সেবা পেতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে চালু করা হয়েছে একটি বিশেষ হেল্প-লাইন নম্বর, যার মাধ্যমে সরাসরি অভিযোগ জানানো সম্ভব। সম্প্রতি বসিরহাটের সীমান্তবর্তী বসিরহাট ১ নং ব্লকের ইটিণ্ডা-পানিতর গ্রাম পঞ্চায়েতের কমিউনিটি হলে একটি সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে। মানব পাচার ও বাল্যবিবাহ রোধের পাশাপাশি শিশু ও নারী কল্যাণ নিয়ে আয়োজন করা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন লীনা গঙ্গোপাধ্যায়, কমিশন সদস্য চৈতালি লাহিড়ী, ইটিণ্ডা-পানিতর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মেহেরুন্নেসা বিবি, উপপ্রধান চিন্ময় সরকার এবং বসিরহাট ১ পঞ্চায়েত সমিতির মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ সরিফুল মণ্ডলসহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকরা। স্কুলের ছাত্রীদের নিয়ে বাল্য বিবাহ এবং শিশু ও নারী পাচারের বিরুদ্ধে সচেতনতা মূলক বার্তা দেওয়ার পাশাপাশি বিশেষ একটি কর্মশালার আয়োজনও করা হয়। এরপর ঘোজাডাঙ্গা সীমান্তের উত্তরপাড়ার সীমান্ত এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গেও কথা বলেন প্রতিনিধির সদস্যরা। তাঁদের সঙ্গে মত বিনিময়ের পাশাপাশি পাচার বিরোধী বিষয়ে সচেতনতামূলক বার্তা দেওয়া হয়। বারবার সীমান্ত পাচার নিয়ে সরব হয়েছে রাজ্য সরকার। বাল্য বিবাহ ও মানব পাচারের বিরুদ্ধে সচেতনতা বাড়াতে গ্রামের মেয়ে-বউদের শেখানো হয় নানান কৌশল। সেই সঙ্গে বিশেষ হেল্প-লাইন নম্বর ও মেইল আইডি গ্রামবাসীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। নম্বরগুলি হল- ০৩৩২৩২১০১৫৪, ০৩৩২৩৩৪৫৩২৪ ও ০৩৩২৩২১৮৬০৮। সঙ্গে wbcw.org@ gmail.com এই মেইল আইডিতেও সরাসরি শিশু ও নারী পাচার সংক্রান্ত যেকোনো ধরনের অভিযোগ জানানো যাবে বলে জানিয়েছেন রাজ্য মহিলা কমিশনের প্রতিনিধিরা। তাঁদের মত, এই ধরনের কর্মকাণ্ড আরও বেশি করলে গ্রামের মানুষের মধ্যে আরও সচেতনতা বা।।নো সম্ভব হবে। একই সঙ্গে এহেন পদক্ষেপে সীমান্তে পাচার অনেকটাই কমবে বলেও মনে করেন স্থানীয় বাসিন্দারাও।

বন্দুক ছেড়ে পায়ে ফুটবল, অপরাধ মোকাবিলায় ডোমকলে নতুন 'অস্ত্র' পুলিশের হাতে

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২০ আগস্ট ঃ খেলাধুলার মাধ্যমে দূর হয়ে যাক অপরাধ। এমনই এক অভিনব যুবকদেরকে খেলাধূলার মাঠে আকর্ষিত করে অপরাধ থেকে দূরে রাখার প্রয়াস শুরু হয়েছে পুলিশের

উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার তরফ থেকে। রাজ্য তথা জেলার 'অপরাধের কারখানা' হিসেবে পরিচিত মুর্শিদাবাদের ডোমকল মহকুমার সাগরপাড়া থানা এলাকায় যুবকদেরকে যেকোনও রকম অপরাধ থেকে দূরে রাখার জন্য তাদের মধ্যে খেলাধুলার প্রতি আকর্ষণ বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে পুলিশের তরফ থেকে। আর এই কাজে এগিয়ে এসেছেন খোদ পুলিশ আধিকারিকেরা। এলাকার যুবকদেরকে ফুটবল খেলায় প্রশিক্ষিত করার করছেন সার্কেল ইন্সপেক্টর (ডোমকল) তাপস দাস। দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে রক্তক্ষয়ী রাজনৈতিক হিংসার জন্য 'কুখ্যাত' মুর্শিদাবাদের ডোমকল মহকুমা। পঞ্চায়েত নির্বাচন থেকে শুরু করে সমবায় নির্বাচন বা বিধানসভা নির্বাচন এলেই রাজনৈতিক হানাহানি, বোমাবাজি, গুলির লড়াইতে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ডোমকল মহকুমার বিভিন্ন এলাকা। একসময় বোমা তৈরিকে ডোমকলের 'কুটির শিল্পের' মর্যাদা দেওয়া হতো। এবার সেখানকার কিশোর এবং তরফ থেকে। ডোমকল মহকুমার সাগরপাড়া থানার অন্তর্গত সাহেবনগর হাই স্কুলের মাঠে গত বেশ কিছু দিন ধরে প্রায় ১৫০-২০০ কিশোর এবং যুবককে ফুটবলের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে দিচ্ছেন সার্কেল ইন্সপেক্টর (ডোমকল) তাপস দাস। জেলা পুলিশের এক আধিকারিক জানান, বর্তমান যুব সমাজের মধ্যে খেলাধুলার প্রতি আকর্ষণ তেমনভাবে আমরা লক্ষ্য করি না। মোবাইল ফোনের প্রতি অতিরিক্ত অশক্তির কারণে বেশিরভাগ যুবকই বর্তমানে হয় বাড়িতে বা বাড়ির বাইরে নিজেদের হাতে থাকা স্মার্ট ফোনের সঙ্গেই বেশিরভাগ সময় কাটায়। নিয়মিত খেলাধূলা এবং শারীরিক কসর করলে মানুষের মনের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা জেগে ওঠে না। শরীর-স্বাস্থ্য ভালো থাকলে মন মেজাজ ভালো থাকে এবং ভালো কিছু কাজ করার প্রতি উৎসাহ জন্মায়। তাই জেলা পুলিশের শীর্ষকর্তাদের সম্মতি নিয়ে সাগরপাড়ার সাহেবনগর হাই স্কুলের ময়দানে এলাকার যুবকদের ফুটবল প্রশিক্ষণ দিতে নেমে পড়েছেন একসময়ের বিখ্যাত খেলোয়াড় তাপসবাবু। প্রশিক্ষণ নিতে আসা এক কিশোর জানান, 'আমরা শুনেছি আমাদের 'হেড কোচ' একজন বড় পুলিশ অফিসার। প্রত্যেকদিন সময় না পেলেও উনি সপ্তাহে একদিন বা দু'দিন অবশ্যই সময় করে আমাদের কাছে এসে ফুটবলের প্রশিক্ষণ দেন। উনার প্রশিক্ষণ নিয়ে আমরা বিভিন্ন টুর্নামেন্টে আগের থেকে ভালো 'পারফর্ম' করছি। সি আই (ডোমকল) তথা ফুটবল প্রশিক্ষক তাপস দাস বলেন, 'সাগরপাড়া থানার একটি বড় অংশ ভারত - বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় অবস্থিত। তাই এই এলাকায় সীমান্ত সংক্রান্ত অপরাধের প্রচুর ঘটনা ঘটে। এলাকার কিশোর এবং যুবকদেরকে সেই সমস্ত অপরাধ থেকে দূরে রাখা এবং মোবাইলের ফোনের প্রতি তাদের আশক্তি কমানোর লক্ষ্য নিয়ে ফুটবল প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ' তিনি জানান, 'ফুটবল প্রশিক্ষণের দিন যত যাচ্ছে ততই এলাকার যুবকদের মধ্যে ফুটবলের প্রতি আকর্ষণ বাড়ছে। প্রায় প্রতিদিনই নতুন ছাত্র সেখানে ভর্তি হচ্ছেন। আমার ধারণা এদেরকে একটু ভালো প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব হলে এদের নিয়ে একটি ভালো ফুটবল দল তৈরি করা সম্ভব।' এর পাশাপাশি ওই পুলিশকর্তা দাবি করেন, 'যে সমস্ত যুবকরা কিশোর এবং যুবকেরা ফুটবল প্রশিক্ষণ নিতে আছেন তাদের মাধ্যমে আমরা এলাকার খবরা-খবর পাচ্ছি এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে পুলিশের সমন্বয় বাড়ছে। আমাদের লক্ষ্য সাগরপাড়ার প্রত্যেকটি বাড়ি থেকে যেন একজন কিশোর বা যুবক প্রশিক্ষণ নিতে আসেন এবং তাদের মাধ্যমেই যেন একটি সুস্থ সমাজ তৈরি করা সম্ভব হয়।'

ট্রেড লাইসেন্স, ফায়ার লাইসেন্স ছাড়াই শহরের বুকে রমরমিয়ে চলছে পেট্রোল পাম্প

দুরন্ত বার্তা, এগরা, ২০ আগস্ট ঃ ট্রেড লাইসেন্স, ফায়ার লাইসেন্স ছাড়াই শহরের বুকে রমরমিয়ে চলছে পেট্রোল পাম্প! চমকে ওঠার মত ঘটনাটি এগরা শহরের। সবাই সবকিছু জানেন, কিন্তু কেউ কোনরকম ব্যবস্থা নেয়নি। এমনকি রাষ্ট্রায়ত্ত হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়ামের ডিলারশিপ নিয়ে চালানো ওই বেসরকারি পেট্রোল পাম্পের ম্যানেজার পর্যন্ত প্রকাশ্যে স্বীকার করেছেন কোনরকম কাগজপত্র ও আইনি স্বীকৃতি ছাড়াই তাঁরা ব্যবসা করে চলেছেন। এগরা শহরের বুকে প্রায় ৫০ বছর আগে থেকে হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়ামের ডিলারশিপ নিয়ে পেট্রোল পাম্প চালিয়ে আসছে পাটেসারিয়া এজেন্সি। কিন্তু শহরের বুকে যে জায়গাটির উপর পেট্রোল পাম্পটি অবস্থিত সেটির মালিকানা নিয়ে দীর্ঘদিন বিরোধ ছিল। পরবর্তীকালে বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ায়। আদালতের নির্দেশে জায়গাটির বর্তমান মালিক হল বিমল মাইতি ও মানসী রায়ের পরিবার। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে জায়গাটির মালিকানা নিয়ে নিষ্পত্তি হয়ে গেলেও বর্তমান মালিকদের সঙ্গে লিজ বা ভাড়া সংক্রান্ত কোনও এগ্রিমেন্ট না করার অভিযোগ উঠেছে পেট্রোল পাম্পের মালিকের বিরুদ্ধে। সেই অভিযোগ কার্যত স্বীকারও করে নিয়েছেন পাম্পের ম্যানেজার সুরেন্দ্র সিং। জমির মালিকদের সঙ্গে লিজ বা ভাড়া চুক্তি না হওয়ায় বৈধ ট্রেড লাইসেন্স, ফায়ার লাইসেন্সের মত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নথিগুলি পেট্রোল পাম্পের হাতে নেই। ট্রেড লাইসেন্স ও ফায়ার লাইসেন্স ছাড়া পেট্রোল পাম্প চালানো আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। সবচেয়ে বড় কথা ফায়ার লাইসেন্স ছাড়া পেট্রোল পাম্প চলা মানে তা জনজীবনে বিপদের ঝুঁকি তৈরি করে। বিষয়টি জানতে পেরে ব্যাপক ক্ষুব্ধ হয়েছে এগরা পুর কর্তৃপক্ষ। দ্রুত আইন মোতাবেক সবকিছুর ব্যবস্থা না করলে ওই পেট্রোল পাম্প বন্ধ করে দেওয়া হবে বলে পুর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। এই প্রসঙ্গে পেট্রোল পাম্পের ম্যানেজার সুরেন্দ্র সিং বলেন, জায়গার মালিকানা নিয়ে বিবাদের কারণে বর্তমানে এই পেট্রোল পাম্পের কোনও বৈধ কাগজ নেই। ট্রেড লাইসেন্স ও ফায়ারের লাইসেন্স ছাড়াই আমরা ব্যবসা করছি। পেট্রোল পাম্পের ম্যানেজারের এমন বিস্ফোরক স্বীকারোক্তি বিতর্কের মাত্রা আরও বাড়িয়েছে। এই বিতর্ক প্রসঙ্গে রীতিমতো ক্ষুব্ধ এগরার পুরপ্রধান স্বপন কুমার নায়ক। তিনি বলেন, আমরা দীর্ঘদিন ধরে ওই পাম্প থেকে পুরকর পাচ্ছি না। বহুবার পাম্প কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানানো হয়েছে, কিন্তু ফলাফল পাওয়া যায়নি। পাশাপাশি ওরা ট্রেড লাইসেন্স'ও করেনি। আমরা নোটিশ করেছি। ১৫ দিনের মধ্যে পাম্প কর্তৃপক্ষ উত্তর না দিলে হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়ামকে গোটা বিষয়টা জানিয়ে অবিলম্বে এদের ডিলারশিপ বাতিলের ব্যবস্থা করা হবে। এই বিষয়ে পেট্রোল পাম্প মালিকের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁর কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

চেতনানাশক স্প্রে করে চুরি

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২০ আগস্ট ঃ নিউ জলপাইগুড়ি থানার গেট বাজার এলাকায় ঘরে ঢুকে বাড়ির সদস্যদের ওপর চেতনানাশক স্প্রে করে চুরির ঘটনা ঘটলো। চেতনানাশক স্প্রের প্রভাবে বাড়ির সাত সদস্য গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন বলে খবর। তাঁদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বাড়ি থেকে কী চুরি হয়েছে তা এখনও নির্দিষ্ট করে জানা যায়নি। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। বুধবার সকালে ওই বাড়ির এক আত্মীয় দেখতে পান দরজা বাইরে থেকে আটকানো। তিনি ঘরের ভেতরে ঢুকতেই সবটা জানাজানি হয়। তারপরই একে একে বাড়ির সবাইকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

NOTICE INVITING TENDER
NIT NO - 060/Maji/ 15thCFC/Tied/2025 Date- 19/08/2025
E-tender invited by the Prodhan of Majida Gram Panchayat, Lakshmipur, Purba Bardhaman The last date of tender dropping 27/08/2025 upto 11:00AM, For more details, Please visit the Panchayat office or go to **www.wbtenders.gov.in**

SHORT NOTICE INVITING TENDER
SNIT No.:- WBIW/EE/DM&ED/ SNIT-03/2025-26
Above mentioned Short Notice Tender is hereby invited by the undersigned from eligible contractors having sufficient credential and financial capacity for 1 No. Electrical Work under this Division at Kanainatsal, Purba Bardhaman. Last date of submission of the bid: **23.08.2025 15:00 HRS**. The other details may be seen from **https:// www.wbiwd.gov.in** and also from office of the undersigned on any working days.
Sd./-Executive Engineer
Durgapur Mechanical & Electrical Division
Durgapur, Paschim Bardhaman, I & W Dte.

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার
টেন্ডার নং ঃ সিই-আরএসডব্লু-২৫-২৬-০১, তারিখ ১৯.০৮.২০২৫। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে জেনারেল ম্যানেজার (ইঞ্জি.)/দঃপূঃ রেলওয়ে, গার্ডেনরিচ, কলকাতা-৭০০০৪৩ নিম্নরূপ কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের চক্রধরপুর ডিভিশনে রেলওয়ে কিমি ২৩৩.৮৮০ থেকে ৫১৫.১১৭ (আসনবোনী-ঝাড়সুগুড়া)-এর মধ্যে পথচারী/ জীবজন্তু/২-হুইলারের জন্য বক্স পুশিং পদ্ধতিতে আরসিসি বক্স (সাইজ ২.৫ মিঃ x ২.৫ মিঃ) দ্বারা ৫৯টি সাবওয়ের ব্যবস্থা করা। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৮৮,০৪,৫১,৭৮০.৮১ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ৪৫,৫২,৩০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য ঃ** শূন্য। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৯.০৯.২০২৫, সকাল ১১টা। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ২৪ মাস। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ/বিবরণ/মাপকাঠির জন্য এবং অনলাইনে তাঁদের বিড জমার জন্য ওয়েব-সাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। কোনওভাবেই এই কাজের জন্য ফিজিক্যাল/ ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। (PR-542)

বিজ্ঞপ্তি
আমি তুষার কান্তি পান বিগত ইং ০১।০৪।২৫ তারিখে ১৮১৮ নং দলিল মূলে দিবাকর দাস পক্ষে আমোক্তার ও স্বয়ং মোহিত চন্দ্র দাস (পাওয়ার নং- ৪৫ /১৯৯৭) এর নিকট হইতে বাইগাছি মৌজায়, জে.এল. ০১ ভুক্ত, এল. আর.৩, ৭৪৩, ৬৫৮, ৮০৮ নং খতিয়ান ভুক্ত, এল. আর ১৯৮, ১৯৯ নং দাগে ১ শতক, ৩ শতক, ১.১১ শতক ও ১.১১ শতক মোট ৬.২২ শতক সম্পত্তি খরিদ করিয়া বালি জগাছা বি.এল. এন্ড এল. আর ও অফিসে মিউটেশনের জন্য আবেদন করিয়াছি। যদি উক্ত আমোক্তার দাতা বা অন্য কোন ব্যক্তির কোনরকম অভিযোগ থাকে তাহা হইলে বিজ্ঞাপন প্রকাশনের দিন হইতে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে উক্ত ভূমি দপ্তরে অভিযোগ জানাইতে হবে, নতুবা উক্ত সময়ের পর আইন মোতাবেক ব্যাবস্থা গ্রহন করা হইবে।

বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা জানাইতেছি যে আমরা(১) শ্রীমতি চৈতালী রায়, ২) শ্রী নেপাল চন্দ্র রায় উভয়ের সাং.- চামরাইল থানা- লিলুয়া জেলা- হাওড়া, আমরা উভয়েই লিলুয়া থানার অধীন চামরাইল মৌজার অন্তর্গত হাল- ১৯০৭ নং খতিয়ানে হাল- ২৭৩০ নং দাগে বাগান ০.০২৪৮ একর পরিমান জমি লক্ষী সাঁতরার পক্ষে নিযুক্তীয় আমমোক্তার শঙ্কর নস্কর পিতা- হাবুল চন্দ্র নস্কর হইতে খরিদা সুদে প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং B.L& L.R.O. অফিসে নাম খারিজ করিবার জন্য আবেদনপত্র দাখিল করিয়াছি। উক্ত আমমোক্তার নামা দলিল নং- ১২১০ / ২০১৩ তারিখ- ২৩।১২।২০১৩ A.D.S.R. হাওড়া, উক্ত power নামা সম্বন্ধে কারো কোন অভিযোগ থাকলে ১০ দিনের মধ্যে B.L& L.R.O. অফিস বালি জগাছা, ব্লকে যোগাযোগ করুন, অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হইবে।

বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা জানাইতেছি যে আমি- শ্রী সমীর মণ্ডল পিতা- গৌর মণ্ডল সাং. -আনন্দনগর, থানা- নিশ্চিন্দা জেলা- হাওড়া, আমি লিলুয়া থানার অন্তর্গত চামরাইল মৌজায় হাল- ৫৬৫ নম্বর খতিয়ানে হাল-২৬২৭, ২৬৩৪ নং দাগে ১১ শতক পরিমান জমি সুদক্ষিনা জানা পিতা- শান্তিরঞ্জন রায় এর পক্ষে নিযুক্তীয় আমমোক্তার হিরণময় চৌধুরী পিতা- ব্রজগোপাল চৌধুরী হইতে খরিদ করিয়া B.L& L.R.O. অফিসে নাম খারিজ এর আবেদন করিয়াছি। আমমোক্তার নামা দলিল নং- ।- ৩২৯৪ / ২০২৪ তারিখ- ২৭।৩।২০২৪ A.D.S.R. হাওড়া, উক্ত আমমোক্তার নামা সম্বন্ধে কারো কোন অভিযোগ থাকলে ১০ দিনের মধ্যে B.L& L.R.O. অফিসে (বালি জগাছা, ব্লক) যোগাযোগ করুন, অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হইবে।

বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা জানাইতেছি যে আমি- শ্রী দিলীপ অধিকারী পিতা- জয়দেব অধিকারী সাং ৫২ নং. কাসুন্দিয়া রোড, শিবপুর, হাওড়া, আমি বালি থানায় অন্তর্গত বালি মৌজায় হাল ৬০২৭ নং খতিয়ানে হাল- ১৯৫০২ নং দাগে ০.০২১০ একর পরিমান শালি জমি দয়াল ঘোষ ও চন্দনা ঘোষ উভয়ের পক্ষে নিযুক্তীয় আমমোক্তার প্রদীপ সেন এর নিকট হইতে খরিদ করিয়া B.L& L.R.O. অফিসে নাম খারিজ (Mutation) এর আবেদন করিয়াছি। পাওয়ার নম্বর- ৭৮২ তারিখ ৯.৮.২০১১ এ A.D.S.R. হাওড়া উক্ত আমমোক্তার নামা সম্বন্ধে কারো কোন অভিযোগ থাকলে ১০ দিনের মধ্যে বালি জগাছা ব্লক B.L& L.R.O. অফিসে যোগাযোগ করুন অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হইবে।

বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা জানাইতেছি যে আমি- শ্রীমতী অঞ্জনা সিং স্বামী- সরোজ কুমার সিং ঠিকানা- ভাটপাড়া, জগদ্দল, উঃ চব্বিশ পরগনা আমি বালি থানায় অন্তর্গত জে. এল নম্বর-১৪ অধীন বালি মৌজায় হাল - ৬৫২৬৮ ও ৬৫২৩৭ নং খতিয়ানে হাল- ৮৬৭, ৮৭৪ নং দাগে ০.০৫২৭ একর পরিমান জমি, দীপশিখা ঘোষ, সুশান্ত ঘোষ, মিস মেরী কুমার কাবেরী ঘোষ, এদের পক্ষে নিযুক্তীয় আমমোক্তার নন্দ কিশোর ঠাকুর, দীপক- জয়সোয়াল, সকেট গোয়েল সঞ্জীব রাজ সিং ও গৌতম পাঁজা এদের নিকট হইতে খরিদ করিয়া B.L& L.R.O. অফিসে নাম এর অফিসে নাম খারিজ (Mutation) এর আবেদন করিয়াছি। আমমোক্তার নামা দলিল নং-১৯০১১০০৬৫ তারিখ- ১৫।১১।২০২২ R.A. কোলকাতা উক্ত আমমোক্তার নামা সম্বন্ধে কারো কোন অভিযোগ থাকলে ১০ দিনের মধ্যে B.L& L.R.O. বালি জগাছা ব্লকে যোগাযোগ করুন, অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হইবে।

e Tender are being invited by the undersigned from Bonafied Bidders for 18(4+7+7) Nos work , Tender Ref No-NIT No-.01 /15 th FC/25-26, Tender ID : **2025_ZPHD_892549, NIT NO- 02 /15th FC/25-26,Tender ID - 2025_ZPHD_892518 and NIT No-.03 /15th FC/25-26, Tender ID - 2025_ZPHD_892569.** Bid Submission Closing Date - **29/08/2025 upto 15.00 Hrs.** the Details are available at the Notice board of Office of the undersigned & website **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Prodhan, Malibari-I GP
Mridadpur, Raninagar,Msd.

The Assistant Engineer, PWD Hooghly Construction Sub Division No II, Arambagh, Hooghly invites Tender vide **NIT No.-09/ Sub-II of 2025-26** for 01(One) No works from bonafied resourceful agency having technical and financial capability of performing the job. The details will be available in the office notice board and from office within office hour. Last date of application:- **27.08.2025.** Last date of receiving tender paper-**29.08.2025.**
Sd/- S. Chakraborty
Assistant Engineer (PWD)
Hooghly Construction Sub Division No-II
Arambagh, Hooghly

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ ২২২-এস/১/ডব্লু-II, তারিখ ঃ ১৯.০৮.২০২৫। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **ক্র.নং.-১। টেন্ডার নম্বর ঃ টিএন-৮৮-২৫-২৬। কাজের নামঃ** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/বারুইপুর-এর অধিক্ষেত্রে এসএসই/পি.ওয়ে/সোনারপুর-এর অধীনে অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ সহ বালিগঞ্জ ব্যতিরেকে থেকে বারুইপুর ব্যতিরেকে পর্যন্ত এবং সোনারপুর থেকে ক্যানিং পর্যন্ত আপ ও ডাউন লাইন সেকশনে বিভিন্ন ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণ কাজ। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ১,০৪,৬৯,০৯৪.০৫ টাকা। **বায়না মূল্য জমা ঃ** ২,০২,৪০০ টাকা। **ক্র.নং.-২। টেন্ডার নম্বর ঃ টিএন-৯১-২৫- ২৬। কাজের নামঃ** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/বারাসাত/ শিয়ালদহ-এর অধিক্ষেত্রে সিনিয়ার সেকশন ইঞ্জিনিয়ার (পি.ওয়ে)/বারাসাত-এর অধীনে অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ সহ দমদম ক্যান্টনমেন্ট-বারাসাত-হাসনাবাদ সেকশনে বিভিন্ন ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণ কাজ। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ১,১১,৬১,১৬১.৬২ টাকা। **বায়না মূল্য জমা ঃ** ২,০৫,৮০০ টাকা। **কাজ সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ১২ (বারো) মাস (ক্র.নং. ১ ও ২-এর জন্য)। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১২.০৯.২০২৫ বেলা ৩টা (ক্র.নং. ১ ও ২-এর জন্য)। টেন্ডার নথিপত্র এবং অন্যান্য বিবরণ **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে বিড জমা করতে হবে। ম্যানুয়াল অফার বাতিল করা হবে। ভারতীয় রেলওয়ের ২০২২ সালের চুক্তির আদর্শ সাধারণ শর্তাবলী অনুসারে ই-টেন্ডার ফর্মের মূল্য শূন্য। টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় **১২.০৯.২০২৫-এ দুপুর ৩.৩০ মিনিট** (ক্র.নং. ১ ও ২-এর জন্য)।
(SDAH-169/2025-26)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

আমমোক্তারনামা
সেফালী, স্বামী- রাহিম ওরফে আব্দুর রাহিম সেখ, সাং- জয়রামপুর, পোঃ- জঙ্গীপুর, থানা- রঘুনাথগঞ্জ, জেলা- মুর্শিদাবাদ, জঙ্গীপুর A.D.S.R. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত গত ইং ২০২৩ সালে Book-1, 11778 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আব্দুর রাহিম সেখ আমাকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী রঘুনাথগঞ্জ থানার **১১৩ নং কাঁকুড়িয়া মৌজাস্থিত এল. আর. ৭৩৬ নং দাগের এল. আর. ১৩১৬ নং খতিয়ানের ২৩.৩৩৪ শতক** সম্পত্তি হইতেছে। উক্ত সম্পত্তি রেকর্ড হলে বা কোন Dispute থাকলে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হওয়ার পরবর্তীতে ৩০ দিনের মধ্যে B.L. & L.R.O. RAGHUNATHGANJ-I অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

OFFICE OF THE BAGNAN-II PANCHAYAT SAMITY
ANTILA, BAGNAN, HOWRAH
Abridged Notice Inviting Tender
E-NIT No:-WB/HOW/BAG-II/NIET-06/2025-26, dt.-13.08.2025
(8 Nos. Health Sub centre) Submission Closing Date: 27.8.2025 upto.6.00 PM.
Sealed tenders are hereby invited by the undersigned from bonafied and resourceful contractors for implementation of 08 nos scheme under Bagnan-II Panchayet Samity. For other details contact office of the undersigned within office hour.
Sd/- Executive Officer
Bagnan-II Panchayet Samity
Antila, Bagnan, Howrah

HIJALNA GRAM PANCHAYAT
BADGACHA::PURBA BURDWAN
(Under Raina-I Panchayat Samity)
e-tender are invited by the Prodhan, Hijalna Gram Panchayat from bonafied and experience contractors for REPAIRING AND MAINTENANCE OF HIGH MAST LIGHT AT HIJALNA GP AREA from OSR Fund 2025-2026. Vide NIT Memo No-360/HGP/OSR/2025-2026 Date-19/08/2025, For further details please visit http:// wbtendar.gov.in portal. and see Tendar ID 2025_ZPHD_892681_1
Sd/-Prodhan
HIJALNA Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি
নং ঃ সিওএম-পিইউবি-ই-অকশন-এসডিএএইচ **তারিখ ঃ ১৯.০৮.২০২৫**
সিনিয়ার ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, ডিআরএম বিল্ডিং, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, কাইজার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০১৪ শিয়ালদহ ডিভিসনের বিভিন্ন অ্যাসেটের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রদর্শন চুক্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে **www.ireps.gov.in**-এ ই-অকশন ক্যাটালগ নং এডিভিটি-এসডিএএইচ-০৮ আহ্বান করছেন। বিস্তারিত অকশন ক্যাটালগ নিম্নরূপঃ **ই-অকশন ক্যাটালগ নংঃ এডিভিটি-এসডিএএইচ-০৮, অকশন শুরুঃ** ২১.০৮.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২টা। **ক্র.নং.; এসইকিউ নং; লট নং/ক্যাটিগরি** এবং **বিবরণ** নিম্নরূপঃ **১;** এএ/১; **এডিভিটি-লোকো-এসডিএএইচ-এসডিএএইচ-৫০-২৫-৩** (অ্যাডভার্টাইজিং- লোকো এক্সটিরিয়ার) এবং প্রাথমিকভাবে শিয়ালদহ ডিভিসনে রক্ষণাবেক্ষণকৃত ইলেক্ট্রিক লোকোমোটিভ ডব্লুএপি-৭-এর বহির্ভাগের পৃষ্ঠতলে ব্র্যান্ডিং-এর (পিইউ পেইন্টিং দ্বারা) মাধ্যমে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের বিজ্ঞাপন স্বত্ব। **২;** এএ/২; **এডিভিটি-লোকো-এসডিএএইচ-এসডিএএইচ-৫১-২৫-২** (অ্যাডভার্টাইজিং- লোকো এক্সটিরিয়ার) এবং প্রাথমিকভাবে শিয়ালদহ ডিভিসনে রক্ষণাবেক্ষণকৃত ইলেক্ট্রিক লোকোমোটিভ ডব্লুএপি-৭-এর বহির্ভাগের পৃষ্ঠতলে ব্র্যান্ডিং-এর (পিইউ পেইন্টিং দ্বারা) মাধ্যমে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের বিজ্ঞাপন স্বত্ব। **৩;** এএ/৩; **এডিভিটি-লোকো-এসডিএএইচ-এসডিএএইচ-৫২-২৫-২** (অ্যাডভার্টাইজিং- লোকো এক্সটিরিয়ার) এবং প্রাথমিকভাবে শিয়ালদহ ডিভিসনে রক্ষণাবেক্ষণকৃত ইলেক্ট্রিক লোকোমোটিভ ডব্লুএপি-৭-এর বহির্ভাগের পৃষ্ঠতলে ব্র্যান্ডিং-এর (পিইউ পেইন্টিং দ্বারা) মাধ্যমে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের বিজ্ঞাপন স্বত্ব। **৪;** এএ/৪; **এডিভিটি-লোকো-এসডিএএইচ-এসডিএএইচ-৫৩-২৫-২** (অ্যাডভার্টাইজিং- লোকো এক্সটিরিয়ার) এবং প্রাথমিকভাবে শিয়ালদহ ডিভিসনে রক্ষণাবেক্ষণকৃত ইলেক্ট্রিক লোকোমোটিভ ডব্লুএপি-৭-এর বহির্ভাগের পৃষ্ঠতলে ব্র্যান্ডিং-এর (পিইউ পেইন্টিং দ্বারা) মাধ্যমে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের বিজ্ঞাপন স্বত্ব। **৫;** এএ/৫; **এডিভিটি-লোকো-এসডিএএইচ-এসডিএএইচ-৫৪-২৫-২** (অ্যাডভার্টাইজিং- লোকো এক্সটিরিয়ার) এবং প্রাথমিকভাবে শিয়ালদহ ডিভিসনে রক্ষণাবেক্ষণকৃত ইলেক্ট্রিক লোকোমোটিভ ডব্লুএপি-৭-এর বহির্ভাগের পৃষ্ঠতলে ব্র্যান্ডিং-এর (পিইউ পেইন্টিং দ্বারা) মাধ্যমে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের বিজ্ঞাপন স্বত্ব। **৬;** এবি/১; **এডিভিটি-এসডিএএইচ-এসডিএএইচ-ওএসডি-৬১-২৪-১** [অ্যাডভার্টাইজিং- অন স্টেশন প্রেমিস (ডিজিটাল)] এবং শিয়ালদহ রেলওয়ে স্টেশনে (জোন এ১) ডিজিটাল স্ক্রীন সরবরাহ, স্থাপন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে ৫০ঃ৫০ সময়/স্থান ভাগের ভিত্তিতে রেলওয়ে সংক্রান্ত তথ্যাবলী সহ বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের ডিজিটাল প্রদর্শন। **৭;** এবি/২; **এডিভিটি-এসডিএএইচ-বিএনএক্সআর-ওএসডি-৫৮-২৪-১** [অ্যাডভার্টাইজিং- অন স্টেশন প্রেমিস (ডিজিটাল)] এবং বিধাননগর রোড রেলওয়ে স্টেশনে ডিজিটাল স্ক্রীন সরবরাহ, স্থাপন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে ৫০ঃ৫০ সময়/স্থান ভাগের ভিত্তিতে রেলওয়ে সংক্রান্ত তথ্যাবলী সহ বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের ডিজিটাল প্রদর্শন। **৮;** এসি/১; **এডিভিটি-এসডিএএইচ-কেওএএ-ওএইচ-১৪-২৩-১** [অ্যাডভার্টাইজিং- আউট অফ হোম] এবং কলকাতা স্টেশনের বাইরে জোন বি (সার্কুলেটিং এরিয়া)-তে বাণিজ্যিক প্রচারের বাল্ক স্বত্ব। **৯;** এসি/২; **এডিভিটি-এসডিএএইচ-ডিইবি-ওএইচ-১২-২২-১** [অ্যাডভার্টাইজিং- আউট অফ হোম] এবং ১ (এক)টি ক্লাস্টারভুক্ত (এলসি-সি) ৩টি লেভেল ক্রসিং গেটের চিহ্নিত অবস্থানগুলিতে বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের বাল্ক স্বত্ব। **১০;** এসি/৩; **এডিভিটি-এসডিএএইচ-আরএইচএ-ওএইচ-১০-২২-১** [অ্যাডভার্টাইজিং- আউট অফ হোম] এবং ১ (এক)টি ক্লাস্টারভুক্ত (এলসি-বি) ৩টি লেভেল ক্রসিং গেটের চিহ্নিত অবস্থানগুলিতে বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের বাল্ক স্বত্ব। **১১;** এসি/৪; **এডিভিটি-এসডিএএইচ-বিডিজেড-ওএইচ-১১-২২-১** [অ্যাডভার্টাইজিং- আউট অফ হোম] এবং ১ (এক)টি ক্লাস্টারভুক্ত (এলসি-এ) ৩টি লেভেল ক্রসিং গেটের চিহ্নিত অবস্থানগুলিতে বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের বাল্ক স্বত্ব। **চুক্তির সময়কালঃ** ৩ বছর (ক্র.নং. ১ থেকে ৫ ও ৮ থেকে ১১ প্রতিটির জন্য) এবং ৫ বছর (ক্র.নং. ৬ ও ৭-এর জন্য)। সম্ভাব্য বিডারদের বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য **www.ireps.gov.in**-এর ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
(SDAH-176/2025-26)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে
Follow us at: @EasternRailway easternrailwayheadquarter

Office of the
Dakshin Sankrail Gram Panchayat
Sankrail, Howrah
NOTICE INVITING e-TENDER
e-tenders are invited by Prodhan, Dakshin Sankrail Gram Panchayat under Sankrail Dev. Block Dist.-Howrah, from resourceful/bonafide contractors with experience and requisite credential from 15th FC (UT) Fund **(NIT No: NIT/DSGP/386/ 15th FC(UT)/2025-26 Dt: 14/08/2025)** Date of closing of Submission of Technical & Financial Bid on **25/08/2025 up to 16.00 pm.** For details visit the website:- **http://wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Dakshin Sankrail Gram Panchayat, Howrah

হালদার ভেঞ্চার লিমিটেড
CIN- L74210WB1982PLCO35117
নিবন্ধিত অফিসঃ ডায়মন্ড হেরিটেজ, ১৬ স্ট্র্যান্ড রোড
১০ তলা, রুম নং- ১০১২, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ
ওয়েবসাইটঃ**www.halderventure.in**, টেলিফোনঃ (০৩৩) ৬৬০৭৫৫৫৭
বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানির সদস্যদের ৪৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা ('এজিএম') ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখ শুক্রবার সকাল ১১.০০ টায় অনুষ্ঠিত হবে। ('IST') ভিডিও কনফারেন্সিং ('VC') / অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম ('OAVM') সুবিধার মাধ্যমে কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং এর অধীনে প্রণীত নিয়মাবলী এবং SEBI (তালিকাভুক্তি বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর সাথে পঠিত সাধারণ সার্কুলার নম্বর ১৪ /২০২০, ১৭/ ২০২০, ২০/ ২০২০, ০২/ ২০২১, ১৯/ ২০২১, ২১/ ২০২১, ২/ ২০২২ ১০/ ২০২২, ০৯/ ২০২৩ এবং ০৯/ ২০২৪ তারিখ ৮ এপ্রিল, ২০২০, ১৩ এপ্রিল, ২০২০, ৫ মে, ২০২০, ১৩ জানয়ারী, ২০২১, ৮ ডিসেম্বর, ২০২১, ১৪ ডিসেম্বর, ২০২১, ৫ মে, ভারত সরকারের কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় (MCA) কর্তৃক যথাক্রমে ২০২২, ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ এবং ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে জারি করা সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CMD1/ CIR/P/2020/ 79 তারিখ ১২ মে, ২০২০, SEBI/HO/ CFD/CMD2/ CIR/P/ 2021/11 তারিখ ১৫ জানুয়ারী, ২০২১, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/ P/2022/ 62 তারিখ ১৩ মে, ২০২২ এবং SEBI/ HO/ CFD/CFD-PoD-2/ P/ CIR/ 2024/ 133 তারিখ ৩ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখে জারি করা হয়েছে, যেখানে সদস্যদের শারীরিক উপস্থিতি ছিল না।
কোম্পানির সদস্য নিবন্ধন এবং শেয়ার স্থানান্তর বই শুক্রবার, ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ থেকে শুক্রবার, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে কোম্পানি তার সদস্যদের উপরোক্ত বার্ষিক সাধারণ সভার আলোচ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত সমস্ত সিদ্ধান্তে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোটদানের অধিকার প্রয়োগের সুবিধা প্রদান করবে। সদস্যরা সভার স্থান ('রিমোট ই-ভোটিং') ব্যতীত অন্য স্থান থেকে ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেডের ('এনডিএসএল') ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেম ব্যবহার করে তাদের ভোট দিতে পারবেন। রিমোট ই-ভোটিং সুবিধার মাধ্যমে ভোট না দিয়ে থাকলে বার্ষিক সাধারণ সভার সময় ইলেকট্রনিকভাবে ই-ভোটিং সুবিধাও উপলব্ধ করা হবে।
রিমোট ই-ভোটিং সম্পর্কিত তথ্য, অন্যান্য বিষয়ের সাথে, ব্যবহারকারীর আইডি এবং পাসওয়ার্ড সহ সভা আহ্বানের নোটিশের একটি কপি সদস্যদের কাছে প্রেরণ করা হবে। এই তথ্য এবং সভার নোটিশ কোম্পানির ওয়েবসাইট www.halderventure.in, NSDL (এজিএম চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা এবং ই-ভোটিং সিস্টেম প্রদানকারী সংস্থা) এর ওয়েবসাইটে অর্থাৎ https:// www.evoting.nsdl.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জ অর্থাৎ বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট www.bseindia.com এ পাওয়া যাবে।
রিমোট ই-ভোটিং সুবিধার সময়কাল ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ সোমবার সকাল ১০.০০ টা (১ টা) থেকে শুরু হবে এবং ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ বৃহস্পতিবার বিকেল ৫.০০ টা (IST) তে শেষ হবে। রিমোট ই-ভোটিং উল্লিখিত তারিখ এবং সময়ের পরে অনুমোদিত হবে না।
যে ব্যক্তির নাম কাট-অফ তারিখে অর্থাৎ শুক্রবার, ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সদস্য / সুবিধাভোগী মালিকদের রেজিস্টারে থাকবে, কেবল তিনিই রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন, অথবা বার্ষিক সাধারণ সভায় ভোট দিতে পারবেন।
যে কোনও ব্যক্তি, যিনি কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেন এবং কাট-অফ তারিখে অর্থাৎ শুক্রবার, ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সদস্য / লাভজনক মালিক হন, তিনিই রিমোট ই-ভোটিং বা বার্ষিক সাধারণ সভায় ভোটদানের সুবিধা গ্রহণের অধিকারী হবেন।
নোটিশ পাঠানোর পর যে কেউ কোম্পানির শেয়ার কিনে কোম্পানির সদস্য হন এবং কাট-অফ তারিখে শেয়ার ধারণ করেন, তিনি evoting@nsdl.co.in ঠিকানায় অনুরোধ পাঠিয়ে লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। তবে, যদি কোনও সদস্য ইতিমধ্যেই রিমোট ই-ভোটিং-এর জন্য NSDL- এর সাথে নিবন্ধিত থাকেন, তাহলে তিনি তার ভোট দেওয়ার জন্য তার বিদ্যমান ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন। যদি তিনি তার পাসওয়ার্ড ভুলে যান, তাহলে তিনি www.evoting.nsdl.com-এ উপলব্ধ ব্যবহারকারীর বিবরণ / পাসওয়ার্ড ভুলে যান অথবা শারীরিক ব্যবহারকারীর পাসওয়ার্ড রিসেট করুন বিকল্পটি ব্যবহার করে তার পাসওয়ার্ড পুনরায় সেট করতে পারেন।
ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পাওয়ার বিস্তারিত পদ্ধতি বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতেও দেওয়া আছে, যা কোম্পানির ওয়েবসাইট এবং এনএসডিএলের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
যে সদস্যরা রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন তারা বার্ষিক সাধারণ সভার অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারবেন কিন্তু উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভার অনুষ্ঠানে পুনরায় ভোট দিতে পারবেন না।
ইলেকট্রনিক, ফিজিক্যাল এবং মেইল ঠিকানা নিবন্ধন না করা সদস্যদের জন্য দূরবর্তীভাবে ভোটদানের পদ্ধতি বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া আছে।
পরিচালনা পর্ষদ বার্ষিক সাধারণ সভায় দূরবর্তী ই- ভোটিং এবং ভোটদান প্রক্রিয়া সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে যাচাই-বাছাই করার জন্য মেসার্স মনোজ সাউ অ্যান্ড কোং-এর প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি মিঃ মনোজ প্রসাদ সাউ-কে স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিযুক্ত করেছে।
ডিমেটেরিয়ালাইজড শেয়ারধারী এবং যারা তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীর সাথে এটি আপডেট / নিবন্ধন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে এবং বাস্তবিকভাবে শেয়ারধারী সদস্যদের তাদের ইমেল ঠিকানা আপডেট/ নিবন্ধন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে, ফোলিও নম্বর, শেয়ারহোল্ডারের নাম এবং প্যান কার্ডের একটি স্ব-প্রত্যয়িত কপি সহ হায়দার ভেঞ্চার লিমিটেডের info@halderventure.in ঠিকানায় অথবা কোম্পানির শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট, মহেশ্বরী ডেটামেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেডের mdpldc@yahoo.com ঠিকানায়। বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) এর আগে এবং চলাকালীন ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোটদান বা কারিগরি সহায়তা সম্পর্কিত কোনও অভিযোগের ক্ষেত্রে, সদস্যরা https://www.evoting.nsdl.com ঠিকানায় উপলব্ধ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQs) এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য উপলব্ধ ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়ালটি দেখতে পারেন।
হালদার ভেঞ্চার লিমিটেডের জন্য
স্বা /-কেশব কুমার হালদার
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
(**DIN- 00574080**)
স্থান- কলকাতা
তারিখ- ২০।৮।২০২৫

'ভারত নামুক, না নামুক খেলা যেন জারি থাকে!'

ইসলামাবাদ, ২০ আগস্টঃ ভারতীয় দল পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ময়দানে নামুক চায় না নামুক, এশিয়া কাপ অবশ্যই জারি থাকবে। শুভমানদের খেলতে রাজি হওয়া-না হওয়া এশিয়া কাপের ভবিতব্য স্থির করতে পারে না! এই ভাষাতেই চলতি অচলাবস্থা নিয়ে বক্তব্য রাখলেন প্রাক্তন পাক বোলার ওয়াসিম আক্রম।

তাঁর কথায়, ''আশা করছি, জীবদ্দশায় ভারত-পাক টেস্ট সিরিজ দেখে যেতে পারব!'' এরপর জুড়ে দেন, ''রাজনীতিকে দূরে রাখুন। আমি রাজনীতিক নই। ওরা (ভারতীয়রা) নিজেদের দেশকে ভালবাসেন, আমরা আমাদের দেশকে। দয়া করে চোরাগোপ্তা আক্রমণ করবেন না। নিজেদের সাফল্য নিয়ে কথা বলুন। ভারত-পাকিস্তান দু'দেশের নাগরিকদের একই কথা বলতে চাই!' কিন্তু এই কথাগুলো শুনতে ভাল, কাজে করে দেখানো কতটা কঠিন? আক্রমের অকপট স্বীকারোক্তি, 'বিস্তর ঝামেলার কাজ!'

গিলকে 'সহ-অধিনায়ক' করে কোন বার্তা দিতে চাইলেন নির্বাচকরা?

মুম্বই, ২০ আগস্টঃ দু'দিন আগেই প্রশ্নটা ছিলঃ 'শুভমান গিল কেন নন?' সেখান থেকে হাওয়া ঘুরে গিয়ে চক্কর কাটছে অন্য সওয়ালঃ 'শুভমান গিল কেন সহ-অধিনায়ক?' সমবেদনার বাস্প আপাতত উধাও। শ্রেয়স আইয়ারকে ফের একবার 'বঞ্চি' করে তাঁর জায়গায় বাছাই পনেরোর টিম লিস্টে ঢুকেছেন শুভমান-জানার পর দেশের ক্রিকেট মহলে বিতর্ক উসকে উঠেছে। যদিও তাতে আমল দিতে নারাজ সুনীল গাভাসকর। জাতীয় টেস্ট দলের অধিনায়কের এশিয়া কাপে জায়গা পাওয়া এবং সহ-অধিনায়ক হওয়ার মধ্যে তিনি কোনও অসঙ্গতি দেখছেন না। সানির ভাষায়, ''বিস্ময়ের কিছু নেই। দু'সপ্তাহ আগেই শুভমান ৭৫০-এর উপর রান করেছে। এমন ফর্মে থাকার ক্রিকেটারকে আপনি কোনওভাবেই বাদ দিতে পারেন না। তা ছাড়া ও আইপিএলেও দারুণ খেলেছে। যা ইংল্যান্ড সফর শুরুর মাত্র কিছুদিন আগেই শেষ হয়!'' এর জন্য অনেকেই নির্বাচকদের কাঠগড়ায় তুললেও তাকে খুব একটা পাত্তা দিচ্ছেন না গাভাসকর। বরং, অজিত আগারকরের পাশে দাঁড়িয়ে সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে বলেছেন, ''এটা খুব ভাল বাছাই!''

এই অন্তর্ভুক্তি কি আগামী বছরের টি-২০ বিশ্বকাপে নেতৃত্বের পালাবদলের সংকেত? এখন সূর্যকুমার যাদব অধিনায়ক আছেন ঠিকই। কিন্তু কতদিন? সহ-অধিনায়ক শুভমানই কি অল্প দিনের মধ্যে তাঁর হাত থেকে ব্যাটন তুলে নিতে চলেছেন? টেস্ট-টি-২০-র পাশাপাশি ওয়ান ডে-তেও কি ভাবী দলনেতা শুভমান? এমনই একগুচ্ছ প্রশ্নে জবাবে 'হ্যাঁ' বলেছেন সুনীল। তাঁর কথায়, ''শুভমানকে সহ-অধিনায়কের দায়িত্ব দেওয়ার আড়ালে তিনি যে ভবিষ্যতে টি-২০ দলকে নেতৃত্ব দিতে চলেছেন-এই বার্তা পৌঁছে দেওয়া হল। আমার মতে, এটা খুবই ভাল নির্বাচন!'' কেন? কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে গাভাসকর জুড়ে দেন, ''ইংল্যান্ডে আত্মবিশ্বাসী দেখিয়েছে। দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার পাশাপাশি সাড়ে সাতশোর উপর রান করাটা বুঝিয়ে দেয় শুভমান চাপ নিয়ন্ত্রণ করতে জানে! আগামী দিনেও ও নেতৃত্ব দিতে চলেছেন। একটু আগে দায়িত্ব সামলানোর সুযোগ পাওয়ায় মোটের উপর ভালই হল!'' আলাদা করে শ্রেয়স কিংবা যশস্বীকে কেন নেওয়া হল না-এই নিয়ে নাম করে কিছু না বললেও গাভাসকরের ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য, ''এ, বি কিংবা সি-র দলে থাকা উচিত ছিল-এটা আলোচনা করা অর্থহীন। এটাই আপাতত আমাদের টিম। নির্বাচকরা দল বেছে নেওয়ার আগে নিজেদের মতামত রাখার মানে দাঁড়াত। কিন্তু একবার দল বাছাইয়ের পর আমাদের ক্রিকেটারদের পাশে দাঁড়ানো উচিত! সেই জায়গায় এ-র বদলে বি-এর থাকা উচিত ছিল শুধুমাত্র বিতর্ক বাড়ায়। যা একেবারেই অনভিপ্রেত!''

মেসির সঙ্গেই অবসর নিতে চান সুয়ারেজ

দুজনের সম্পর্কের শুরু বার্সেলোনায়। ক্রমে তা পোক্ত হয়েছে সময়ের সঙ্গে। একসময় দুজনের পথ বেঁকে যায়। তবে সতীর্থ ছাড়িয়ে বন্ধুত্বের বন্ধন রয়ে যায়। সময়ের পরিক্রমায় এখন তারা আবার একই ঠিকানায় আছেন। শেষটাও দুজন করতে চান একসঙ্গে। লুইস সুয়ারেজ জানালেন, একসঙ্গে অবসর নেওয়া নিয়ে লিওনেল মেসির সঙ্গে নিয়মিতই আলোচনা হয় তার।

মায়ামি, ২০ আগস্টঃ লিভারপুল থেকে ২০১৪ সালে বার্সেলোনায় এসে মেসিকে সতীর্থ হিসেবে পান সুয়ারেজ। কাতালান ক্লাবটিতে ছয় বছরের পথচলায় তারা দুজন তো বটেই, দুজনের পরিবারও হয়ে ওঠে ঘনিষ্ঠ। ২০২০ সালের সেপ্টেম্বরে বার্সেলোনা ছাড়তে বাধ্য হন সুয়ারেজ। এই ক্লাবের প্রতি তিক্ততার কথাও লুকাননি তিনি পরে কখনও। কিন্তু মেসির সঙ্গে বন্ধুত্ব রয়েই যায়। মূলত মেসির টানেই গত বছর তিনি নাম লেখান ইন্টার মায়ামিতে। ক্যারিয়ারের এই পড়ন্ত বেলায় দুজনে মনের আনন্দে পারে, তেমনি অনেক কিছু নির্ভর করতে তার চুক্তির নবায়ন, আমার চুক্তি, অনেক কিছুর ওপর। আমরা দুজনই চাইব সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে।'' চুক্তির মেয়াদ বাড়ানো নিয়ে মেসির সঙ্গে মায়ামির যে আলোচনা চলছে, তা সংবাদমাধ্যমে এসেছে বেশ কবারই। কোনো সিদ্ধান্ত যদিও হয়নি। সুয়ারেজের নতুন চুক্তি নিয়ে সেভাবে কিছু জানা যায়নি। তিনি নিজেও আপাতত তেমন কিছু ভাবতে চান না। অবসর বা সামনের অনিশ্চয়তায় না তাকিয়ে তিনি ডুব দিয়ে থাকতে চান বর্তমানের

খেলে চলেছেন একই ক্লাবে। এখানে তাদের চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে মেজর লিগ সকারের এবারের মরসুম শেষেই। পরের ভবিষ্যৎ এখনও নিশ্চিত নয়। তবে সুয়ারেজ মঙ্গলবার বললেন, নিজের শেষটা মেসির সঙ্গেই ধরে রেখেছেন তিনি। ''আমার মনে হয়, ক্যারিয়ারের এই পর্যায়ে আমাদের দুজনেরই যথেষ্ট বয়স হয়েছে। নিজেদের ভালোমন্দ মাথায় রেখে প্রত্যেক্যেই নিজের জন্য সেরা সিদ্ধান্তটি নেব আমরা। আমার ক্ষেত্রে, এখনই কোনো সিদ্ধান্ত আমি নিচ্ছি না। তবে এটুকু বলতে পারি, তার (মেসি) সঙ্গে অবসর নিতে পারলে ভালো লাগবে আমার। বেশ কবছর ধরেই একসঙ্গে অবসর নেওয়া নিয়ে কথা হচ্ছে আমাদের এবং এটা হতে পারে।'' তবে একসঙ্গে অবসর যে শতভাগ হবেই, সেটি নিশ্চিত করলেন না ৩৮ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড। ''এটা(একসঙ্গে অবসর) যেমন হতে আনন্দে। ''এখনকার সত্যিটা হলো, আমি খুশি, খুবই খুশি আছি। ব্যক্তিগতভাবে ভালো অনুভব করছি। মনে হচ্ছে দলকে সহায়তা করছি এবং ক্লাব যদি চায়, আমার মতে আমাদের কোনো আপত্তি থাকবে না, কারণ এখানে কিছুই আমাদের পিছু টেনে ধরার মতো নেই। আমরা দুজনই একটি জায়গায় আছি যে, ক্লাব হিসেবে ইন্টার মায়ামি দারুণভাবে গড়ে উঠছে, ভালো ফুটবলারদের এখানে নিয়ে আসার ধারাটা চলতে থাকবে এবং গুরুত্বপূর্ণ হলো, এই লিগও বেড়ে উঠছে। এখন থেকে মরসুমের শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা বললে কে জানে কী হয়! ফুটবলে সবসময়ই সবার পরিকল্পনা থাকে। কখনও সেটা ভালোভাবে এগোয়, কখনও ভালো হয় না। মূর ব্যাপার হলো, এখন আমি কীভাবে আছি। আমি এখন ইন্টার মায়ামিতে আছি, ভালো আছি। এরপর দেখব, সামনে কী হয়।''

ভারতের স্কোয়াড নিয়ে বিতর্ক তুঙ্গে, বাদ পড়া ৭ তারকা ঘিরে ক্ষোভ

মুম্বই, ২০ আগস্টঃ এশিয়া কাপের জন্য ১৫ সদস্যের ভারতীয় দল ঘোষণা করতেই শুরু হয়ে গেছে তুমুল বিতর্ক। বাদ পড়েছেন অন্তত ৭ জন চেনা মুখ, যাঁরা পারফরম্যান্সের নিরিখে স্কোয়াডে থাকার দাবিদার ছিলেন বলেই মনে করছেন বিশ্লেষক থেকে শুরু করে সাধারণ সমর্থকরাও। এই তালিকার সবচেয়ে চর্চিত নাম শ্রেয়স আইয়ার। গত দু'বছরে তিনি ঘরোয়া এবং ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে ধারাবাহিকভাবে নজরকাড়া পারফর্ম করেছেন। ২০২৪ সালে কলকাতা নাইট রাইডার্সকে আইপিএল ট্রফি জেতানোর পাশাপাশি, চলতি মরসুমে পাঞ্জাব কিংসের অধিনায়ক হিসেবে ফাইনালে তুলেছেন দলকে। এর পাশাপাশি মুম্বইয়ের রঞ্জি ট্রফি জয়ে, ইরানি কাপ এবং চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। অথচ, মিডল অর্ডারে জায়গা হয়নি তাঁর। নির্বাচক অজিত আগরকর এই বিষয়ে বলেছেন, ''শ্রেয়সের দোষ কিছুই নেই। তবে বলুন তো, ওকে কাকে সরিয়ে জায়গা দেব?'' কিন্তু নেটিজেনরা এই যুক্তিতে সন্তুষ্ট নন। দলে জায়গা হয়নি অলরাউন্ডার ওয়াশিংটন সুন্দরেরও। কার্যকরী অফ-স্পিন এবং লোয়ার-মিডল অর্ডারে নির্ভরযোগ্য ব্যাটিংয়ের জন্য তাঁকে গুরুত্বপূর্ণ বিকল্প হিসেবে ভাবা হচ্ছিল। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক টেস্ট সিরিজে পারফর্ম করলেও তাঁকেও রাখা হয়েছে স্ট্যান্ডবাই তালিকায়। আরও এক বিস্ময়কর সিদ্ধান্ত যশস্বী জয়সওয়ালকে মূল দলে না রাখা। এবারের আইপিএলে তিনি ৫৫৯ রান করেন ১৫৯.৭১ স্ট্রাইক রেটে। ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপজয়ী স্কোয়াডে রিজার্ভ ওপেনার ছিলেন। ইংল্যান্ড সফরে ১০ ইনিংসে ৪১১ রান করেছেন দুটি শতরান-সহ। তা সত্ত্বেও জায়গা হয়নি মূল স্কোয়াডে, রাখা হয়েছে স্ট্যান্ডবাই তালিকায়। কিন্তু নির্বাচকদের যুক্তি, অভিষেক শর্মার সাম্প্রতিক পারফর্ম্যান্স এবং তাঁর অতিরিক্ত বোলিং বিকল্প হিসেবে থাকাটা সিদ্ধান্তে বড় ভূমিকা নিয়েছে। পেস আক্রমণেও চমক। বাদ পড়েছেন মহম্মদ সিরাজ এবং প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ। চলতি আইপিএলে ১৬ উইকেট নেওয়া সিরাজের অভিজ্ঞতা এবং বুমরাহর সঙ্গে তাঁর বোলিং জুটি কার্যকর হতে পারত বলে মনে করা হচ্ছিল। প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ তো ২৫ উইকেট নিয়ে পার্পল ক্যাপ জিতেছেন। অথচ দু'জনেই বাইরে। ২০২৫ আইপিএলে সর্বাধিক রানশিকারি সাই সুদর্শন। ৭৫৯ রান, একটি শতরান এবং ছ'টি হাফ সেঞ্চুরি, ধারাবাহিকতা এবং পরিণত ব্যাটিংয়ের নিদর্শন রেখে গিয়েছেন। তবু তাঁর জন্য জায়গা মেলেনি। মাঝের ওভারগুলিতে উইকেট নেওয়ার দক্ষতায় টি-টোয়েন্টি দলে নিয়মিত হয়ে উঠেছিলেন রবি বিষ্ণোই। কিন্তু এবার নির্বাচকরা কুলদীপ যাদব এবং বরুণ চক্রবর্তীকে তাঁর ওপরে প্রাধান্য দিয়েছেন।

ওডিশা এফসিতে সই করে ফেলেছেন মহামেডানের রাইট ব্যাক জুইডিকা

ভুবনেশ্বর, ২০ আগস্টঃ দাপুটে পারফরম্যান্স দিয়ে গত আইএসএল শুরু করেছিল মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। প্রথম ম্যাচে জয় না আসলেও দ্বিতীয় ম্যাচে অতি সহজেই তাঁরা আটকে দিয়েছিল শক্তিশালী এফসি গোয়াকে। তারপর টুর্নামেন্টের প্রথম অ্যাওয়ে ম্যাচে চেন্নাইয়িন এফসিকে হারিয়ে এসেছিল প্রথম জয়। সেই নিয়ে কার্যত খুশির আবহ দেখা দিয়েছিল সাদা-কালো সমর্থকদের মধ্যে। কিন্তু সেই ছন্দ বজায় ছিল না বেশিদিন। পরের ম্যাচেই জোর ধাক্কা খেতে হয়েছিল দলকে। আটকে যেতে হয়েছিল পড়শী ক্লাব মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের কাছে। তারপর থেকে একের পর এক ম্যাচ খেলে ও জয়ের সরণিতে ফেরা সহজ ছিল না তাঁদের কাছে। সময় এগোনোর সাথে সাথেই যথেষ্ট পিছিয়ে যেতে শুরু করেছিল এই ফুটবল দল। স্বাভাবিকভাবেই যার প্রভাব পড়েছিল পয়েন্ট টেবিলে। শেষ পর্যন্ত অনবদ্য পারফরম্যান্স করে ও খুব একটা সুবিধা করা সম্ভব হয়নি তাঁদের পক্ষে। শেষ পর্যন্ত পয়েন্ট টেবিলের একেবারে তলানিতে থেকেই নিজেদের অভিযান শেষ করেছিল রেড রোডের এই ক্লাব। তাঁর পাশাপাশি দেখা দিয়েছিল ক্লাবের নানা বিধ সমস্যা। সেই সমস্ত কিছু ভুলে কলিঙ্গ সুপার কাপ থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর পরিকল্পনা থাকলেও প্রথম ম্যাচে বিরাট বড় ব্যবধানে পরাজিত হয়ে ছিটকে যেতে হয়েছিল টুর্নামেন্ট থেকে। যারফলে খালি হাতেই গত মরসুম শেষ করেছে রেড রোডের এই ফুটবল ক্লাব। নতুন সিজনে দল গঠনের দিকে বাড়তি নজর দেওয়ার পরিকল্পনা থাকলেও দেখা দেয় একাধিক সমস্যা। এই সুযোগ কাজে লাগিয়েই মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের একাধিক ফুটবলারদের দলে টানতে মরিয়া প্রতিপক্ষ দল গুলি। যার মধ্যে গত বেশ কয়েক মাস ধরেই ব্যাপকভাবে উঠে আসতে শুরু করেছে ভ্যানলালজুইডিকার নাম। গত মে মাসেই তাঁর সঙ্গে চুক্তি শেষ হয়েছে সাদা-কালো শিবিরের। তারপর থেকেই ইস্টবেঙ্গল সহ আরও একাধিক ফুটবল ক্লাবের নজর ছিল এই মিজো ডিফেন্ডারের দিকে। তবে বাকিদের তুলনায় অনেকটাই এগিয়েছিল জগন্নাথের রাজ্যের দল। সেটাই হল শেষ পর্যন্ত। বিশেষ সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, দলের রিজার্ভ বেঞ্চে কথা মাথায় রেখে একাধিক দাপুটে ফুটবলারদের দলে টেনেছে ওডিশা। যাদের মধ্যে অন্যতম জুইডিকা। সব ঠিকঠাক থাকলে আসন্ন সুপার কাপে দলের হয়ে খেলতে দেখা যেতে পারে এই ফুটবলারকে।

এসিএল টায়ার টুয়ের ছাড়পত্র পেয়েছে গোয়া, কবে থেকে শুরু অনুশীলন?

মারগাও, ২০ আগস্টঃ প্রশংসনীয় ফুটবলের মধ্যে দিয়ে এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগ টায়ার টুয়ের যোগ্যতা অর্জন করেছে এফসি গোয়া। গত বুধবার ফতোরদা স্টেডিয়ামে এএফসির এই টুর্নামেন্টের প্রিলিমিনারী ম্যাচ খেলতে নেমেছিল গতবারের সুপার কাপ জয়ী দল। যেখানে তাঁদের প্রতিপক্ষ হিসেবে ছিল ওমানের শক্তিশালী ফুটবল ক্লাব আল সীব। শেষ পর্যন্ত একটি গোলের ব্যবধানে জয় সুনিশ্চিত করে মানোলো মার্কুয়েজের ছেলেরা। যারফলে এবার মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের পাশাপাশি এই টুর্নামেন্টে অংশ নিতে দেখা যাবে বোরহা হেরেরাদের। আগের সিজনের শুরুটা খুব একটা ইতিবাচক না থাকলেও পরবর্তীতে ব্যাপক পারফরম্যান্স ছিল আইএসএলের এই দলের। তবে দেশের প্রথম ডিভিশন ফুটবল টুর্নামেন্ট তথা আইএসএলের লিগ শিল্ডের দূর থেকে ছিটকে গেলেও শেষ পর্যন্ত কলিঙ্গ সুপার কাপ জয়ের মধ্য দিয়ে মরসুম শেষ করেছিল এফসি গোয়া। সেই খেতাব জয়ের দরুন এমন গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ খেলার সুযোগ চলে এসেছিল ইন্ডিয়ান সুপার লিগের এই শক্তিশালী ফুটবল দলের কাছে। সেই সুযোগ এবার কাজে লাগিয়েছেন গোয়ার ফুটবলাররা। নিজেদের ঘরের মাঠে ম্যাচ থাকায় প্রথম থেকেই যথেষ্ট চনমনে মেজাজে দেখা গিয়েছিল দলের সকল ফুটবলারদের। যারফলে গোল তুলে নিতে খুব একটা সমস্যা হয়নি। প্রথমার্ধের দাপুটে ফুটবলের মধ্যে দিয়ে দলকে এগিয়ে দিয়েছিলেন দেজান ড্রাজিচ। তারপর দ্বিতীয়ার্ধে জাভিয়ের সিভেরিও টোরোর গোল ম্যাচ প্রায় নিশ্চিত করে দিয়েছিল আইএসএলের এই দলকে। তবে সেই গোটা ম্যাচ জুড়ে একাধিকবার গোলের সহজ সুযোগ পেয়েছিলেন দলের খেলোয়াড়রা। যদিও সেগুলি কাজে লাগানো সম্ভব হয়নি। নাহলে অনায়াসেই আরও বড় ব্যবধানে ম্যাচ জিততে পারত ব্রাইসন ফার্নান্দেজরা। যদিও সেইসব নিয়ে এখন আর খুব একটা ভাবতে নারাজ ফুটবলাররা। এবারের এই ঐতিহ্যবাহী ডুরান্ড কাপে অংশ না নিলেও প্রথম ডিভিশন লিগের পাশাপাশি এএফসির মঞ্চে এবার নিজেদের প্রমাণ করতে চান সকলে। সেইমতো এবার দলকে প্রস্তুত করতে চান মানোলো। দেশের আরেক প্রতিযোগী দল তথা মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু করে দিলেও আপাতত কয়েকদিন পরেই অনুশীলন শুরু করতে চলেছে গোয়া শিবির। বিশেষ সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, সব ঠিকঠাক থাকলে আগামী ২৬শে আগস্ট অর্থা মঙ্গলবার থেকেই এএফসির টুর্নামেন্টের জন্য প্রস্তুতি শুরু করে দেবে ম্যানেজমেন্ট।

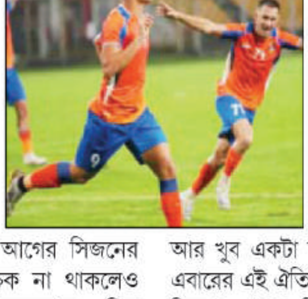

নিজের দমে ভারতীয় ক্রিকেটের মূলস্রোতে ফিরতে চাইছেন পৃথ্বী

মুম্বই, ২০ আগস্টঃ প্রতিভাবান ক্রিকেটার হয়েও বিশৃঙ্খলা এবং ফিটনেসের অভাবের কারণে ভারতীয় ক্রিকেটের মূলস্রোত থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন পৃথ্বী শ। আবার পুরনো জায়গায় ফিরতে চাইছেন তিনি। বুচি বাবু ট্রফিতে শতরান করে নজর কেড়েছেন। নতুন রাজ্য দল মহারাষ্ট্রের হয়ে আবির্ভাবেই চমকে দিয়েছেন। আবার জাতীয় দলে ফেরাই তাঁর লক্ষ্য। শতরানের পর পৃথ্বী বলেছেন, ''শূন্য থেকে আবার শুরু করতে আমার কোনও সমস্যা নেই। জীবনে অনেক উত্থান-পতন দেখেছি। কখনও উপরে উঠেছি, কখনও নীচে নেমেছি। তাই আরও আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছি নিজের এবং কাজের প্রতি। আশা করি এই মরসুমটা ভালই যাবে।''

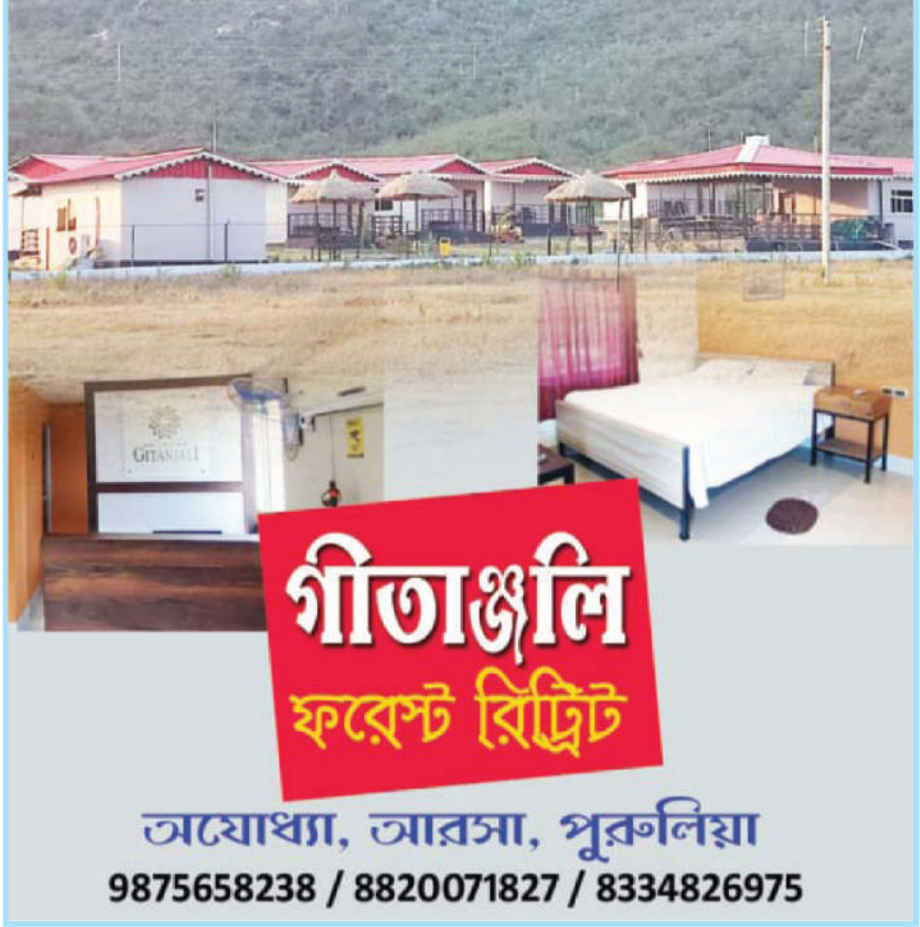

এমবাপের পেনাল্টি গোলে জয়ে মরসুম শুরু রিয়াল মাদ্রিদের

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই সুযোগ এলো, সেটা কাজে লাগালেন কিলিয়ান এমবাপে। সফল স্পট কিকে রিয়াল মাদ্রিদকে এগিয়ে নিলেন ফরাসি ফরোয়ার্ড। ওসাসুনাকে হারিয়ে লা লিগা শিরোপা পুনরুদ্ধারের অভিযান শুরু করল জাভি আলোন্সোর দল।

মাদ্রিদ, ২০ আগস্টঃ গত মরসুমটা যে ছন্দে শেষ করেছিলেন কিলিয়ান এমবাপে, এবার শুরুটাও হলো সেই একই ছন্দে। লা লিগায় নতুন মরসুমের প্রথম ম্যাচেই গোল পেলেন ফরাসি স্ট্রাইকার। আর ম্যাচের ৫১ মিনিটে পেনাল্টি থেকে করা তাঁর একমাত্র গোলেই ওসাসুনার বিপক্ষে জয় পেল রিয়াল মাদ্রিদ। বার্সেলোনার মতোই পুরো ৩ পয়েন্ট নিয়ে শুরু হলো রিয়ালের নতুন মরসুম। রিয়ালের কোচ হিসেবে লা লিগায় অভিষেকটাও জয়েই হলো জাবি আলোনসোর। নতুন কোচের অধীনে রিয়ালের একাদশ কেমন হয় সেটা দেখার অপেক্ষা ছিল। ক্লাব বিশ্বকাপে পিএসজির কাছে ৪-০ গোলে হারা ম্যাচের দল থেকে পাঁচটি পরিবর্তন এনেছেন আলোনসো। নিষেধাজ্ঞার কারণে খেলেননি আন্টোনিও রুডিগার। চোটে ছিলেন জুড বেলিংহাম, এনদ্রিক আর এদুয়ার্দো কামাভিঙ্গা। হাঁটুর চোট থেকে সেরে উঠে প্রথমবার মাঠে নামেন এদের মিলিতাও। লা লিগায় অভিষেক হলো হাউসেনের। শুরুর একাদশে জায়গা পেলেন ব্রাহিম দিয়াজ ও ট্রেন্ট আলেকজান্ডার-আর্নল্ডও। নতুন মুখ কারেরাস খেললেন

রিয়ালের হয়ে প্রথম ম্যাচ। বার্সেলোনা এবার লিগে নিজেদের প্রথম ম্যাচে মায়োর্কাকে হারিয়েছে। ফলে রিয়ালের জন্য এই ম্যাচ জেতা ছিল অনেকটা 'বাধ্যতামূলক'। তাই শুরুর বাঁশি বাজার সঙ্গে সঙ্গেই আক্রমণ শুরু করে দেয় আলোনসোর দল। প্রথম ৪ মিনিটেই রিয়ালের খেলোয়াড়রা ৫৪টি পাস খেললেন। ওসাসুনা খেলতে পারল মাত্র ৬টা। অতিথিদের পাঁচ ডিফেন্ডার তখন ভীষণ চাপে। তবে এত দাপটের পরও রিয়াল গোলের সুযোগ তৈরি করতে পারছিল না খুব একটা। এমবাপের দুর্দান্ত এক দৌড় থামিয়ে দেন ওসাসুনার এনজো বয়োমো। হাউসেন ও মিলিতাও দূর থেকে নেওয়া শটে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু ওসাসুনা গোলরক্ষক সের্হিও হেরেরা ঠেকিয়ে দেন। প্রথমার্ধে তাই ৭৯ শতাংশ বলের দখল রেখেও গোলের দেখা পেল না রিয়াল। বিরতির পর অবশ্য ম্যাচের ছবি পাল্টায়। ৫০ মিনিটে এমবাপেকে বক্সের মধ্যে ফাউল করেন ওসাসুনার হুয়ান ক্রুজ। পেনাল্টির বাঁশি দেন রেফারি। গোল করে রিয়ালকে এগিয়ে দেন গত মরসুমে ৩৪ ম্যাচে ৩১ গোল করে লিগের সর্বোচ্চ গোলদাতা হওয়া এমবাপে। গোল খাওয়ার পর কিছুটা খোলস ছেড়ে বের হয় ওসাসুনা। ৬৩ মিনিটে দারুণ এক আক্রমণ সাজায় অতিথিরা। প্রায় সমতা এনেই ফেলেছিলেন আবেল ব্রেতোনেস। তবে শেষ মুহূর্তে বেঁচে যায় রিয়াল। যোগ হওয়া সময়ের তৃতীয় মিনিটে গার্সিয়াকে ফাউল করে লাল কার্ড দেখেন ওসাসুনার আবেল ব্রেতোনেস। ১০ জনের দলে পরিণত হয়ে সব আশা শেষ হয়ে যায় ওসাসুনার। আর টানা ১৭ মরসুম ধরে লা লিগায় প্রথম ম্যাচে না হারার রেকর্ড ধরে রাখল রিয়াল-১২ জয়, ৫ ড্র।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com